জীবনের মর্ম

মহান প্রশিক্ষণের মূল বিষয়টি আবিষ্কার করা

Paul J. Bucknell

পল্‌ জে. বাক্‌নেল কর্তৃক রচিত বই

আজকে আমাদের জীবনে বাইবেলকে কথা বলতে দিন!

- ◆ দুশ্চিন্তা জয় করা
- ◆ মাঝামাঝি অবস্থার উর্দ্ধে পৌঁছানো
- ◆ দুশ্চিন্তা জয় করা: বিজয়ী হওয়া
- ◆ জীবনের মর্ম: মহান প্রশিক্ষণের মূল বিষয় আবিষ্কার করা
- ◆ ধার্মিক মানুষ: ঈশ্বর যখন এক জন মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেন
- ◆ পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে উদ্ধার
- ◆ পরিবারের জন্য ঈশ্বরীয় সূচনা
- ◆ বাইবেল সম্মতভাবে সন্তানদের প্রতিপালনের নীতি এবং রীতিসমূহ
- ◆ এক মহান বিবাহ প্রবর্তন
- ◆ পরামর্শ-দানকারীদের জন্য খ্রীষ্টিয় প্রাক্‌-বৈবাহিক পরামর্শ সহায়িকা
- ◆ সম্পর্কমূলক শিষ্যত্ব: ক্রুশ প্রশিক্ষণ
- ◆ দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়ানো: অভিলাষগুলিকে জয় করা
- ◆ আদিপুস্তক: ভিত্তি-সংক্রান্ত পুস্তক
- ◆ রোমীয় পুস্তক: জীবন্ত টীকাভাষ্য
- ◆ রোমীয় পুস্তক: বাইবেল অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী
- ◆ ইফিষীয় পুস্তকের জন্য বাইবেল অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী
- ◆ যীশুর সঙ্গে চলা: খ্রীষ্টে থাকা
- ◆ তীত পুস্তকের জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাইবেল অধ্যয়ন
- ◆ প্রথম পিতর পুস্তকের বাইবেল অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী: পতিত জগতের মধ্যে বাস করা
- ◆ পরিচর্যা কাজে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ
- ◆ পরিচর্যা কাজের জন্য নেতাদের প্রশিক্ষণ
- ◆ যোনা পুস্তকের জন্য অধ্যয়ন সহায়িকা: ঈশ্বরের হৃদয় উপলব্ধি করা

www.foundationsforfreedom.net ওয়েবসাইটে এই বিষয়গুলি এবং অন্যান্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।

জীবনের মর্ম

মহান প্রশিক্ষণের মূল বিষয়টি আবিষ্কার করা

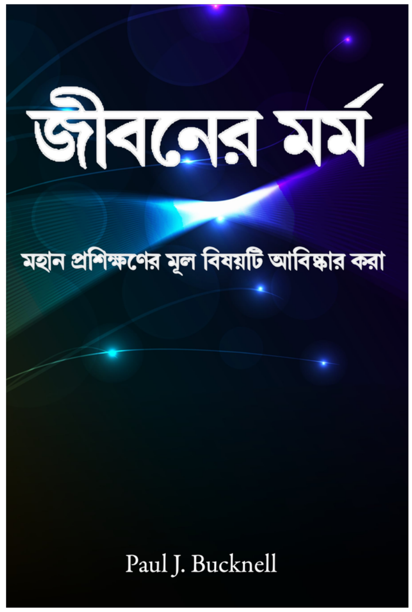

পল্ জে. বাক্নেল কর্তৃক রচিত বই

জীবনের মর্ম

The Life Core: Discovering the Heart of Great Training

Copyright © 2019 by Paul J. Bucknell

Translated by Team of Kristalaya Mercy Mission

Bengali (Bangla)

Paperback
ISBN-13: 978-1-61993-164-0

Digital
ISBN-13: 978-1-61993-165-7

Originally in English

Copyright © 2012, Updated 2014, 2019

Paperback
ISBN-13: 978-1-61993-026-1

Digital
ISBN-13: 978-1-61993-007-0

Pittsburgh, PA 15212 USA
All rights reserved. Limited production is acceptable without prior permission for home and educational use.

For extensive reproduction contact the author at info@foundationsforfreedom.net.

www.foundationsforfreedom.net || www.bffbible.org

ভূমিকা

সমুদয় জাতির মধ্যে শিষ্যত্ব প্রস্তুত করণের চ্যালেঞ্জটি বিহ্বলতায় ভুগছে। সারা বিশ্বে মণ্ডলী প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু খুব কম মণ্ডলীই জানে শিষ্যত্ব কী, অথবা তা জানলেও, তারা জানেনা কীভাবে শিষ্য তৈরী করতে হবে। যার ফলে মণ্ডলী ভুক্তভুগী হচ্ছে। ধারণাটি ব্যাপকভাবে দর্শনের ক্ষেত্রে নিহিত আছে কারণ ধারণাটি এখনও আমরা হৃদয়ম করতে পারিনি।

প্রচার মাধ্যমের অতিমানের কারণে প্রতিদিন আমরা ছবি এবং শব্দের অদম্য প্রতিবন্ধকতা সহ্য করি তার কারণে পরিস্থিতি দ্রুত আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবিশ্বাসের ফলে অসন্তুষ্টি তৈরী হচ্ছে। ঈশ্বর তাদের জন্য যা করেছেন সেই সকল বিষয় অন্যদের কাছে বলার পরিবর্তে, বিশ্বাসীরা অবাক হয়ে ভাবছে ঈশ্বর কেন তাদের জীবনে আরও অধিক কাজ করছেন না।

একটি বেলুনের বিষয় চিন্তা করুন, যখন এর মধ্যে বায়ু থাকে না, তখন এর কোনও আকার থাকে না, চলন থাকে না এবং মজা দানের সামর্থ থাকে না। একই ভাবে, কাঠামো ছাড়া একটি ঘুড়িও ভূমিতে পড়ে থাকে, যতই বাতাস থাকুক না কেন তা উড়তে পারে না। আকাশে ওড়ার জন্য একটি ঘুড়ির অবশ্যই একটি কাঠামোর প্রয়োজন।

আমাদের জীবনে খ্রীষ্ট এবং তাঁর চমৎকার কাজ ছাড়া, আমাদের দেহ একটি ফুলের মতো হয় যা একদিন প্রস্ফুটিত হয় এবং পরদিন বিবর্ণ হয়ে যায়। এটি কেবল ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে তাঁর বাক্যের শক্তি যা আমাদের সত্তার মধ্যে ঘূর্ণিত হয়ে নতুন জীবন উৎপন্ন করে এবং আমাদেরকে আত্মিক আকার, শক্তি এবং উদ্দেশ্য দান করে (১ পিতর ১:২৪-২৫)। হ্যাঁ, আমরা স্মরণ করতে পারি যে খ্রীষ্ট ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না, কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকলে, তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে এবং জীবনের মাধ্যমে কাজ করার দ্বারা তাঁর আশ্চর্য অনুগ্রহকে বৃদ্ধি করতে পারেন এবং বৃদ্ধি করবেন।

জীবনের মর্ম পুস্তকটি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে এই সঙ্কটের জন্য নিহিত কারণটি চিহ্নিত করে এবং যথাযথ নের্তৃত্ব - প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মণ্ডলীর হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের জীবনের ন্যায়পরায়ণতার উপর আলোকপাত করার দ্বারা ব্যবহারিক সমাধানগুলি উপস্থাপন করে। ঈশ্বরের লোকদের বুঝানো প্রয়োজন যে তাদের মণ্ডলীগুলি, স্কুলগুলি এবং নেতৃবর্গ যেন তাদের জীবনকে রূপান্তরিত করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য, অন্যদের রূপান্তরিত জীবনের প্রতি চালিত করার জন্য সুসজ্জিভূত হয়ে ঈশ্বরের সত্যের ক্ষমতাকে উপস্থাপন করেন।

ঈশ্বরের লোকদের তাদের জীবনে ঈশ্বরের পরাক্রমী, আত্মিক উদ্দেশ্যগুলির প্রতি পুনরায় জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। এই পৃথিবীতেই একটি মণ্ডলীকে প্রতাপে উন্নীত হওয়ার জন্য ইফিষীয় ৪:১২-১৬ পদে আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। মণ্ডলীগুলিতে অথবা বিদ্যালয়গুলিতে, প্রচলিত অথবা অপ্রচলিত যে কোনও খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ কেমন হওয়া উচিৎ কেবল সেই বিষয়টি বুঝতে এই বইটি আমাদের সাহায্য করতে পারে তা নয়, কিন্তু কীভাবে আমরা ঐ লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাতে পারি সেই বিষয়েও সাহায্য করতে পারে। শেষ প্রধান অংশটিতে মণ্ডলী, সেমিনারী এবং খ্রীষ্টিয় স্কুলগুলির মতো বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে জীবনের মর্ম নীতিগুলির প্রয়োগের উপর কয়েকটি অধ্যায় আছে।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সঙ্গে অধ্যয়নের বিষয়, ধ্যানের জন্য বিভিন্ন পদ এবং প্রয়োগমূলক প্রশ্নগুলি যুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্টের মধ্যে আত্মিক বিকাশের উপর দুটি অর্থপূর্ণ চার্ট প্রদত্ত হয়েছে। চার্টগুলি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়!

জীবনের মর্ম পুস্তকটির সঙ্গে অডিও/ভিডিও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মণ্ডলীতে আত্মিক বৃদ্ধির উদ্যোগের বিষয়টি শিষ্যত্বের মূল বিষয়টি সম্পর্কে এবং আত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে কীভাবে আপনার জীবনে এবং অন্যদের জীবনে বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে পারে সেই বিষয়ে সহভাগিতা করা হয়েছে! এটি D1(BFF Discipleship #1 Digital) লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে।[১]

সত্য উদঘাটিত হতে দিন এবং ঈশ্বরের লোকেরা সঞ্জীবিত হোক! যখন মণ্ডলী সম্পূর্ণ হতে পারবে তখন আমাদের উপর প্রদত্ত বিশেষ কাজের ভার সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু এর জন্য খ্রীষ্টানরা কীভাবে বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করবে তার উপর একটি স্পষ্ট উপলব্ধির প্রয়োজন।

এই প্রজন্মটি সেই প্রজন্ম নয় যারা কেবল জ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে মহাজ্ঞান লাভ করে, কিন্তু সেই প্রজন্ম যারা প্রভুকে গভীর ভাবে জানে এবং অন্যদের কাছে এই একই জ্ঞান, আনন্দ এবং প্রবল বাসনা প্রদান করে।

২০১২ এবং আধুনীকীকরণ ২০১৪

রেভারেণ্ড পল জে. বাক্‌নেল

---

1 www.foundationsforfreedom.net/Help/Store/Intros/DLibrary-D1.html

সূচীপত্র

জীবনের উৎস

#১ একটি সফল কাহিনী ১০
#২ দৃষ্টিভঙ্গি গণনা ১২
#৩ অবশ্যই পরিবর্তন আসতে হবে ১৪
#৪ জীবনের গৌরবময় প্রকাশ ১৭
#৫ জীবনের জন্য তৃষ্ণা ২০
#৬ জীবনের উৎস ২৪
#৭ আত্মাকে উপলব্ধি করা ২৬

জীবনের উৎস এবং আপনি

#৯ সচেতন হওয়া ৩০
#১০ অভ্যর্থনা জানান ৩৩
#১১ ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বাস ৩৫
#১২ আমাদের জীবনের লক্ষ্য সমূহ ৩৭
#১৩ পরিচালনা সন্ধান করা ৩৯
#১৪ কৌতূহল ৪১
#১৫ শিশু #১ ৪৪
#১৬ যৌবন #২ ৪৭
#১৭ পরিপক্ক #৩ ৪৯
#১৮-জীবন চক্র ৫১ ৫১

জীবনের উৎস এবং জীবনের মূল বিষয়

#১৯ শিষ্যত্বের উদ্দেশ্য ৫৫
#২০ জীবনের মর্ম ৫৭
#২১দর্শনটি হৃদয়ঙ্গম করা ৬০
#২২ আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলি ৬৩
#২৩ সামগ্রিকতার অংশ ৬৬
#২৪একটি উদ্দেশ্যসহ প্রশিক্ষণ ৬৮
#২৫ সতর্ক লক্ষ্য গ্রহণ ৭১
#২৬ ফাটলে সেতু নির্মাণ ৭৩
#২৭ নতুন বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষণ ৭৬
#২৮ নতুন বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা ৭৯
#২৯ যুবক বিশ্বাসীদের সাহায্য করা ৮৪
#৩০যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা ৮৭
#৩১ বিশ্বাসীদের পরিপক্ক করার জন্য পরামর্শ দান ৯১
#৩২ পরিপক্ক বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা ৯৪

জীবনের উৎস এবং প্রশিক্ষণ

#৩৩ প্রধান উদ্দেশ্য ৯৯
#৩৪অভ্যন্তরীণ কর্মসমূহ ১০৩
#৩৫নেতৃত্ব বিকাশ ১০৯
#৩৬ মণ্ডলীগুলিতে প্রশিক্ষণ ১১৩
#৩৭ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলির একীকরণ ১১৭
#৩৮ খ্রীষ্টিয় কে-১২ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রশিক্ষণ ১২১
#৩৯একটি দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের আশা ১২৪
#৪০ জীবনী শক্তি ১২৭

পরিশিষ্ট #১৬-১৮

পরিশিষ্ট ১: পরমোৎকৃষ্ট শিক্ষার সহায়িকা ১৩১
পরিশিষ্ট ২: জীবনের উপমাসমূহ ১৩২
পরিশিষ্ট ৩: প্রবাহ ১৩৪
পরিশিষ্ট ৪: লেখক সম্পর্কে কিছু কথা ১৩৫

জীবনের উৎস

১-৮ অধ্যায়

#১
একটি সফল কাহিনী

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উপর ব্যর্থতার এক ঘন মেঘ স্থির হয়ে আছে। অত্যাচারী সংস্কৃতি খ্রীষ্টানদের তাদের জীবন প্রকাশ করার এবং আরাধনা করার স্বাধীনতা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে দমন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু খ্রীষ্টানরাও তাদের নৈতিক জীবন যাপনের আদর্শ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। পালক এবং বিশ্বাসীরাও একই ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ, অশ্লীল চিত্র, জুয়া, এবং জগতের সঙ্গে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে আজ কলঙ্কিত।

আরও ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে আজ পারিবারিক ভিত্তিও ভঙ্গুর হয়ে গেছে। প্রভুর প্রতি আমাদের সন্তানদের ভালোবাসাও ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে আসছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে কিশোর কিশোরীরা মণ্ডলীর মধ্যে বড় হয়ে উঠছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই আজ প্রভুকে এবং মণ্ডলীকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, যা মণ্ডলীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমাদের সকলের সম্পর্কেই এই বিপদগুলি ওৎ পেতে আছে। মণ্ডলীর মধ্যে এই পচন এত স্পষ্ট হওয়ায় আমার মনে হয় বিষয়গুলিকে আরও অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলা উচিত। সারা দেশে পরাজয়ের একটি মানসিকতা ধীরে ধীরে সকলকে আচ্ছন্ন করছে। এই মানসিকতা যখন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আমরা সমস্ত প্রচেষ্টা ত্যাগ করার অনুভূতি লাভ করি। এমনকী আমরা যে সত্যগুলির প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করেছি, সেই সত্যগুলি প্রকৃত এবং সব থেকে উত্তম কি না সেই বিষয়টির প্রতিও আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করি।

আমরা কী করতে পারি?

পরাজয়ের এই মন্দ পরীক্ষার সঙ্গে লড়াই করার সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রীয় মৌলিক বিষয়গুলির কাছে ফিরে আসা। "এই সকল ধরিয়া আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?" (রোমীয় ৮:৩১)? সত্যই ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আছেন।

পুরাতন নিয়মে অসংখ্য সফল কাহিনী আছে। এই সফল কাহিনীগুলি প্রচলিত কাহিনীগুলির মতো নয়, যে কাহিনীগুলি মানুষের চতুরতা প্রদর্শন করে। পরিবর্তে ঐ কাহিনীগুলি সেই সমস্ত মানুষের ভয়ঙ্কর পরাজয়ের অন্ধকারতম সময়ে মানুষের একটি চিত্র চিত্রিত করে। কেবল এই সময়গুলিতেই বাইবেল আমাদের দেখায় কীভাবে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন এবং সেই সমস্ত লোকদের অলৌকিক ভাবে উদ্ধার করেন যারা তাঁকে ডাকে।

এই সত্য কাহিনীগুলি আমাদের অপরিবর্ত্তনীয় সত্যগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা একইভাবে, এমনকী এই মন্দ সময়েও অসাধারণ শক্তিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারি এবং তাঁর উদ্ধার কার্য দেখতে পাই। সর্বোপরি ঈশ্বর কী করছেন আমরা তা নাও জানতে পারি, কিন্তু আমরা জানি যে ঈশ্বর কীভাবে এই বর্তমান কালেও আমাদের জীবনের মধ্যে কাজ করতে চান। প্রভু আমাদের যে কাজের ভার দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি আমাদের শক্তিশালী করতে চান।

আমরা আমাদের মধ্যে যত অধিক তাঁর শক্তি স্মরণ করবো, তত অধিক আমরা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করতে পারবো। তত অধিক আমাদের সাফল্যের সঙ্গে লাভ করার জন্য সম্পগুলির পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। তিনি এমন এক জন হতে চান যাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তিনি আমাদের পক্ষে আছেন। আমরা যদি জানি এবং বিশ্বাস করি যে এটি হচ্ছে সমস্ত বিষয় যা প্রকৃতরূপে প্রয়োজন, তবে এটি একটি প্রকৃত উন্নতির বিষয় হবে। ঈশ্বর আমাদের সফল হওয়ার জন্য তৈরী করেছেন, "এবং সকলই সম্পন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পার" (ইফিষীয় ৬:১৩)। ঈশ্বরের লোকেরা দৃঢ়রূপে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কারণ ঈশ্বর শয়তান সম্পর্কে সামান্যতমও দুশ্চিন্তাও করেন না। আমাদের দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

আমাদের সব থেকে বড় বিপদ

ঈশ্বর একটি প্রচণ্ড নদীর মতো, অবিরত আমাদের স্রোতের ভাটির অভিমুখ থেকে বৃহত্তর বৃদ্ধির মধ্যে টেনে আনেন। নদীর কিনারায় আমাদের ভেলাটিকে ভাসতে দেওয়া এবং নদী থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি আমাদের সব থেকে বড় বিপদের বিষয়। খ্রীষ্টানদের অবশ্যই মনোযোগ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং কোনও কাজে লিপ্ত থাকতে হবে। আমরা অবিরত ঈশ্বরের সত্যগুলি সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করার দ্বারা লড়াই করি যাতে তিনি আমাদের জীবনের কলরোলপূর্ণ প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করতে পারেন, এমনকী যখন প্রলোভনগুলি পেছনের দরজা দিয়ে তাদের শয়তানিপূর্ণ পরামর্শ সহ আমাদের কাছে আসে তখনও।

ঈশ্বরের থেকে বড় আর কোনও ক্ষমতা অথবা শক্তি নেই যা তাঁর মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যগুলিকে নিরাশ করতে পারে। আমরা যদি তাঁর সঙ্গে থাকি-অথবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে-তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, তবে ঈশ্বর আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে যা কিছু করতে চান সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা সম্পাদন করতে পারি। তিনি যা বলেছেন সেই বিষয়টিকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং তাঁকে বিশ্বাস করার দ্বারা আমরা সব থেকে খারাপ বিরোধীতার মধ্যেও তাঁকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে পারি।

আমরা যত অধিক আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অবিরত, পরাক্রমী এবং প্রাসঙ্গিক কার্যকলাপের বিষয় সচেতন হবো, তত অধিক আমরা তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করবো এবং আমাদের জীবনের অস্থির সময়ে আমাদের হৃদয়কে তাঁর বিস্ময়ে বিহ্বলকারী শান্তি কীভাবে ধরে রাখে তা আমরা দেখতে পাবো। এই সচেতনতা এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির আশ্বাস আমাদের জীবনের একটি শক্তিশালী কর্মশক্তিতে পরিণত হবে।

পাঠ

• যুদ্ধ জয় হয়েছে। ঈশ্বর বিজয়ী হয়েছেন। আমাদের অবিরত ঈশ্বরের পরাক্রম স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

• ঈশ্বর চান আমরা যেন যোষেফ, দানিয়েল, যীশুর মতো শক্তিশালী হই - যাতে আমরা তাঁদের মতো ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি যাতে তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা সম্পাদিত করতে পারেন।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

• রোমীয় ৮:৩১

• ইফিষীয় ৬:১৩

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি আত্মিকভাবে আহত ? কোন্ ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে পরাজিত বলে মনে করেন ? আপনার মনে যে বিষয়টি প্রথমে যে বিষয়টি আসছে তা লিখুন।

γ

γ

γ

γ

• আপনি যদি আপনার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ভেলা থেকে বাইরে পদক্ষেপ ফেলে থাকেন, তবে আপনার সন্দেহ স্বীকার করার দ্বারা প্রভুকে বলুন যে আপনি দুঃখিত, ক্ষমা দাবি করুন, ভেলার মধ্যে ফিরে আসুন, এবং নদীর মধ্যে অবিরত ভাসতে থাকুন।

• এখনই উচ্চরবে প্রার্থনা করুন (অথবা লিখুন) যে যাই ঘটুক না কেন এবং লড়াই যতই কঠিন হোক না কেন আপনি লড়াইয়ে টিকে থাকবেন। বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং তাঁর নামের গৌরব আনার জন্য পরিস্থিতি যতই বেপরোয়া হোক না কেন, আমাদের সঙ্গ দানের বিষয়ে তাঁর ইচ্ছুক থাকার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন।

#২
দৃষ্টিভঙ্গি গণনা

আমরা কীভাবে চিন্তা করি, জীবনের সঙ্কটগুলিকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করি এবং কীভাবে আমরা সমস্যাগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করি সেই বিষছয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গি রূপ দান করে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সাহায্য করবে নাকি আমাদের আঘাত করবে, তা নির্ভর করে সেগুলি কতটা বাইবেল সম্মত তার উপর। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে আমরা জগতটাকে যেভাবে দেখি তার থেকে মহাকাশ থেকে পৃথিবীটাকে ভিন্ন রকমের দেখতে লাগে। এটি সেই একই পৃথিবী কিন্তু একটি ভিন্ন অবস্থান থেকে দেখা।

বাইবেল সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে একটি নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি দান করে যার মাধ্যমে আপনি এই পৃথিবীটাকে দেখতে পারেন। আমাদের ধারণাগুলি যত অধিক অসত্য অনুমানগুলিকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবে, ততই এই ধারণাগুলি আপনাকে আরও অধিক খ্রীষ্টের মতো হওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাঁর সৎ কার্যগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার আত্মিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠবে।

মণ্ডলী যখন আর ঈশ্বরীয়, জীবনীশক্তিপূর্ণ বিশ্বাসে জীবন যাপন করবে না তখন মণ্ডলীর কাছে এটি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়ে উঠবে যে মণ্ডলী মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কবলিত হয়েছে। একটি দুর্বল মণ্ডলী এবং অধার্মিক আচরণ প্রকাশ করে যে খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাস পতিত হয়েছে। একই সময় এটি প্রকাশ করে যে আমরা অন্য কোনও বিষয়কে অধিক বিশ্বাস করছি এবং আস্থা রাখছি (প্রতিমাসমূহের প্রতি)।

জগৎ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে হৃদয় এবং ঘরগুলি দখল করছে। অনেক ক্ষেত্রে, এই প্রজন্ম অজ্ঞাতসারেই মিউজিক, ভিডিও, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ঈশ্বরহীন সম্পদগুলির দ্বারা প্ররোচিত হচ্ছে। আমাদের কল্যাণের পক্ষে জগতের অনৈতিকতা অত্যন্ত ভীতিজনক কারণ আমরা অজ্ঞাতসারে জগতের মানসিকতা আরোপ করছি। আমরা যদি এই বিষয়গুলিকে আমাদের মধ্যে আমন্ত্রিত করি তবে আমাদের খ্রীষ্টিয় গৃহ অথবা মণ্ডলীকে আমরা আর মন্দতা থেকে সুরক্ষিত করতে পারবো না।

গুরুত্বপূর্ণ পছন্দগুলি তৈরী করা

একটি গৃহ যুদ্ধের সময় মণ্ডলী অনেকটা একটি দেশের মতো। পছন্দ না করলেও আমরা একটি পক্ষ গ্রহণ করার জন্য এবং লড়াই করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতে বাধ্য হই। আমরা, মণ্ড লী, হয় আমাদের সন্তানদের আত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার প্রশিক্ষণ দান করবো, অথবা তারা পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির বশীভূত হবে, অনেকটা ইস্রায়েলের মতো যাদের চারিদিকের দেশগুলিকে প্রতিরোধ করতে হয়েছিল।

সারা বিশ্বের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলি একই সমস্যায় ভুগছে। এই আন্দোলন প্রত্যেকটি দেশ এবং সংস্কৃতিকে অন্-লাইন সংযোগের মাধ্যমে আক্রমণ করছে। আমি দক্ষিণ মালয় দ্বীপের একটি শহরে পালকদের এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সবেমাত্র ফিরে এসেছি। আমি কী অনুমান করেছিলাম তা অনুমান করুন? তরুণ তরুণীরা স্মার্ট ফোনে ওয়েব সমস্যায় ভুগছিল। তথাপি তাদের মনগুলিকে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর প্রভাব লাফিয়ে লাফিয়ে সীমানা এবং দারিদ্র অতিক্রম করে তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

আক্রমণ এসেছে। যেহেতু জগৎ এর সমস্ত অহঙ্কার, উগ্রতা এবং মিথ্যা চিন্তাভাবনা নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করছে, সেহেতু আমাদের বাইবেল সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অঙ্গীকারবদ্ধ তাকে আরও তীব্র করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

এমনকী আমরা যদি এই বিপটির বিষয়ে মণ্ডলীকে জাগিয়েও তুলি, তবে কি তা সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে? না। নিজের চারিদিকে সুরক্ষার পরিখা খনন করার দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে মারা যায়। আমাদের ভুলগুলির মূর্খতা স্বীকার করা কঠিন হয়, কিন্তু লড়াই করার জন্য এবং জয়ী হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রভু যুগিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বাসীরা যাইহোক না কেন, প্রথম খড়্গ ধরা একটি মানুষের মতো তাঁর বাক্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয়েছে।

পরিবর্তন আসছে

পরিবর্তন অবশ্যই আসতে হবে। এটি আসবে, কিন্তু সেই পরিবর্তন আবার জগতের বিভিন্ন পথের দাসত্বের মধ্যে দিয়ে নয়। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সত্যগুলিকে অনুধাবন করতে হবে এবং ধার্মিকতার মধ্যে অন্যদের প্রশিক্ষিত করার দ্বারা বিজয়ী হতে হবে।

অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না-আমরা নতুন সত্যগুলির কথা বলছি না, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ত বাক্যের কথা বলছি। "ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ; তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ" (হিতোপদেশ ৩০:৫)। কোনও কিছুই পরিবর্তিত হয়নি।

আমাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্যতা প্রকাশিত হয়েছে। অন্ধকার অবৈধভাবে মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখন আমাদের বাইবেলসম্মত মানসিক স্থিতির কাছে ফিরে আসার সময়। খ্রীষ্টিয় শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সার্বিকভাবে জাগতিক পদ্ধতিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যারা সেমিনারী এবং খ্রীষ্টিয় বিদ্যালয়গুলি থেকে স্নাতক হচ্ছে তারা সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হচ্ছে না। এটি তাদের সামঝোতাপূর্ণ জীবন যাপন এবং মণ্ডলীগুলিতে

তাদের কার্যকারীতাহীন পরিচর্য্যা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে।

ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

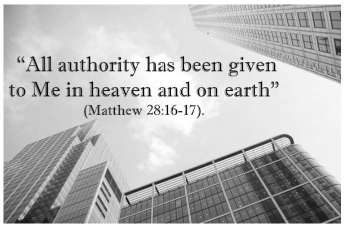

আমাদের পরিস্থিতিগুলির উপর আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। আমরা কী দেখি? শক্তিশালীরূপে এবং প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য ঈশ্বর প্রাচ্য এবং পাশ্চত্যের মণ্ডলীকে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দিয়েছেন। তিনি এটি করেছেন যাতে তাঁর লোকেরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার কার্য সম্পাদন করার জন্য চরিত্রে, বিশ্বাসে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে খ্রীষ্টের স্বরূপতাকে প্রতিফলিত করতে পারে।

আর তারা যখন তাঁকে দেখবে, তারা তাঁকে আরাধনা করবে;কিন্তু কিছু লোক সন্দেহপ্রবণ ছিল। আর যীশু এসেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছিনে, তিনি বলেছিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে" (মথি ২৮:১৬-১৭)।

ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞাত দেশটি জয় করার জন্য কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, সেইরূপে তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব আছে। আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করবো নাকি সন্দেহ করবো?

পাঠ

- আমাদের মনে এবং জীবনে জগতের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কারণে সারা বিশ্বের মণ্ডলী একটি বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আছে।
- মণ্ডলী এর পুরাতন ত্বক মোচন করার জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্য এবং পৃথিবীর চারিদিকে যারা আছে তাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের সত্যের পূর্ণ গৌরব আরোপ করার জন্য একটি সুযোগের ভূমিতে দণ্ডায়মান।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- হিতোপদেশ ৩০:৫
- মথি ২৮:১৬-১৭

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি মনে করেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং উপস্থিতিসহ ঈশ্বরের সত্য থাকায়, মণ্ডলী কি ঐ সমস্যাগুলিকে জয় করতে পারবে? অথবা আপনি কি পুরাতন শিষ্যদের মতো সন্দেহ করবেন? যদি তাই হয়, আপনার সন্দেহের বিষয়টি কি?

○ আপনার পরিস্থিতিগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করুন;আপনি যে স্থানগুলিতে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজয় দেখেছেন সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করুন।-

γ ব্যক্তিগত জীবনে

γ কর্মক্ষেত্রে

γ পরিবার এবং ঘরে

γ পরিচর্যায়

γ অন্যান্য স্থানে

#৩
অবশ্যই পরিবর্তন আসতে হবে

পরিবর্তনে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি বলে যে কোনও পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করার বিষয় আমাদের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা যায়। বাইবেলের একজন অধ্যক্ষ আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর স্কুল সমস্ত অধ্যক্ষদের কম্পিউটার ব্যবহার করার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করেছে! মণ্ডলী যে ধরণের চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েছে তাদের তুলনায় এই ধরণে পরিবর্তন একটি গৌণ বিষয়; সঙ্গতির মধ্যে টিকে থাকার জন্য এটিপ্রয়োজনীয়।

বৃদ্ধি পাও অথবা মৃত্যুবরণ কর। বিজয়ী হও অথবা পরাজয় ভোগ কর। এগুলিই হচ্ছে আমাদের পছন্দের বিষয়। আমাদের চারিদিকের মণ্ডলীগুলি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় সংস্কারমুক্ত মণ্ডলীগুলি একে একে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন এমনকি সুসমাচার প্রসারে বিশ্বাসী মণ্ডলীগুলিও মারা যাচ্ছে। কীভাবে এটা হতে পারে? বাহ্যিক জগৎ ভ্রান্তভাবে মনে করতে পারে যে সুসমাচারের বাণী এখন অপ্রাসঙ্কিক এবং অক্ষম, কিন্তু আমরা কি তাদের দোষারোপ করতে পারি? একবার মণ্ডলী যখন যীশুর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে সরিয়ে রাখে, তখন এটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। এর ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

তথ্যসংক্রান্ত নেটওয়ার্ক আমাদের উপর অসংখ্য জিগাবাইট তথ্য নিক্ষেপ করার দ্বারা আক্রমণ করেছে, আমাদের চোখ এবং মনকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ঈশ্বর কি তাঁ সত্য পরিবেশনকে ত্বরান্বিত করার জন্য জ্ঞানের এই বন্যাকে পূর্ণপ্রকাশিত করেছেন? অবশ্যই তিনি করেছেন, কিন্তু একই সময় শত্রু তার নারকীয় পরিকল্পনার জন্য একই হাতিয়ার ব্যবহার করছে।

যাইহোক, আমরা যেন বিহ্বল না হয়ে পড়ি। মন্দ ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য যে অস্ত্রই ব্যবহার করুক না কেন আমাদের সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর উপস্থিত থাকবেন। ঈশ্বরের লোকদের ব্যর্থ করার জন্য শয়তানের উপায়গুলি পরিবর্তিত হলেও, তাঁর কৌশল সর্বদা একই থাকে। ঈশ্বরের তাঁর লোকদের সাহায্য করার সামর্থ দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত।

ঈশ্বরের গোপন অংশগ্রহণ

আদিমণ্ডলী চূর্ণিত পিঁপড়ের বাসার পিঁপড়েদের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলেও, চারিদিকে ছোটাছুটি করলেও, ঈশ্বর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থেকেছিলেন, তিনি কখনও তাদের ত্যাগ করেননি। "ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ...।" (প্রেরিত ১১:১৯)।

ঈশ্বর কি মণ্ডলীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন? অবশ্যই তিনি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দমনের এই সময়টিকে মণ্ডলীর মাধ্যমে তাঁর বাক্য আরও দ্রুত ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর সত্যকে প্রচার করেছিলেন। তাড়না তাঁর এই মহত্তর উদ্দেশ্যগুলিকে সম্পূর্ণ করেছিল।

প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ে আমরা কী দেখি? আংশিকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিষ্যদের নিয়ে গঠিত মণ্ডলী জগতে ঈশ্বরের মহান কাজের ভারটি সম্পাদন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। "তখন আন্তিয়োখিয়ার মণ্ডলীতে ... তাঁহারা প্রভুর সেবা করছিলেন" (প্রেরিত ১৩:১-৩)।

১৩ অধ্যায়ের উল্লেখের মতো কয়েক জন ঈশ্বরের লোক সূক্ষ্ম এবং সরাসরিভাবে অত্যাচালিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার আমার পালক বন্ধুদের মধ্যে একজন নিয়মিত পুস্তিকা বিলি করা বন্ধ করার জন্য প্রাণের হুমকি পাচ্ছিলেন।

অন্যরা, যদিও অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভীতিপ্রদর্শনের সম্মুখীন হচ্ছেন। মণ্ডলী আগের মতো একই কার্যকলাপ করে চলেছে, কিন্তু তা একই প্রভাব বহন করছে না। এমনকি বেসবলের একটি ছোট সঙ্ঘও ঈশ্বরের লোকদের আরাধানা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে!

সমাধানের প্রত্যাশা

আমাদের আরাধনা সভাকে আর সংক্ষিপ্ত করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। আমরা বলি এটি অন্বেষকদের জন্য, কিন্তু আরও গভীরভাবে বলা যায় যে ঈশ্বরের লোকদের জন্যেও এটির প্রয়োজন আছে। আমরা তাড়াতাড়ি ঘরে যাই এবং আমাদের খুশী মতো কাজ করি। খুব কম সংখ্যক লোক আছেন যাঁরা তাদের অনেক ঘণ্টা অবসর সময়ের মধ্যে প্রার্থনার জন্য দশ মিনিট সময় ব্যয় করেন। ঈশ্বরের বাক্যের জন্য উত্তেজনা চলে গেছে কারণ এটি কীভাবে আমাদের সাহায্য করে সেই বিষয়টি আমরা আর আমাদের জীবনে দেখি না।

যাইহোক, কোনও কিছুই প্রকৃতরূপে পরিবর্তিত হয়নি। ঈশ্বরের বাক্য পরাক্রমের সঙ্গে যে কোনও প্রজন্মের সঙ্গে এবং জগতের যে কোনও সংস্কৃতি অথবা যে কোনও ধর্মের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, উত্তর-আধুনিক মনস্ক লোকেরাও এর অন্তর্ভূক্ত। ঈশ্বরের লোকদের উপর আসা জাগতিক চিন্তাগুলিকে আক্রমণ করার জন্য মণ্ডলীগুলিকে খাওয়ানোর এবং তত্ত্বাবধান করার পুরাতন পদ্ধতি পর্যাপ্ত নয়।

প্রশ্নটি হচ্ছে, "কীভাবে আমরা বিষয়গুলিকে পরিবর্তিত করতে পারি?" একটি নতুন কর্মসূচী? একটি উন্নত পাঠমালা? এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত দেরী হয়েগেছে এবং অত্যন্ত মন্থর। ইতিমধ্যেই জগতের চারিদিকের ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সামঝোতাপূর্ণ জীবনে সত্যের ক্ষমতার উজ্জ্বলতা অভাবে ভুগছে।

কেবল গড় বিবাহের দিকে তাকান। আমরা কি ঈশ্বরের প্রেম, তত্ত্বাবধান এবং সংহতি সেখানে দেখতে পাই? আমি সারা পৃথিবীর পাস্টরদের প্রশিক্ষণ দিই এবং তাদের জন্য বিবাহের প্রশিক্ষণও দিই। মেষপালক এবং মেষ, একই গল্প। অনেকের বিবাহ ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে।২

পরিবর্তন প্রয়োজন

আমাদের অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে অথবা আমরা আবার জগতের মধ্যে আত্মভূত হবো। নতুন কর্মসূচী কিছুটা পরিবর্তন দেয়, কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলি ভাসা ভাসা, মূল সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার বিষয়টিকে অবহেলা করে। সেই একই সমস্যা চলতে থাকে।

আমরা কঠোর পরিশ্রমী পালকদের, শিক্ষকদের এবং সুসমাচার প্রসারকদের প্রশংসা করি। তারা মনে করে যে তারা যদি কেবল উচ্চরবে কথা বলি এবং আরও অধিক ভালোবাসার আবেগ উৎপন্ন করি, ঈশ্বরের লোকদের সাহায্য হবে। এটি কোনও কাজে লাগে না।

অন্যরা বিভিন্ন মণ্ডলী, খ্রীষ্টিয় বিভিন্ন সমাজ থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টিকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করে, অথবা টিএম, যোগাসন, ইত্যাদি প্রাচ্য ধর্মীয় বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে। তারা আশা করে যে এই বিষয়গুলি তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টি দিতে পারবে। কিন্তু তারা সেই বিষয়টি তাদের দিতে পারে না কারণ এই বিষয়গুলি তাদের জীবনের উৎস, যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

ঘরে ফেরার পথ

আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে আসতে হবে। অনুতাপ হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার পথ। "অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, যেন তোমদের পাপ এইরূপে প্রভুর সম্মুখে হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়" (প্রেরিত ৩:১৯)। লোকদের অভ্যন্তরীন পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত করার পরিবর্তে পরিবর্তনের একটি ভঙ্গি তৈরী করার জন্য লোকদের আন্দোলিতকারী আরেকটি পদ্ধতি যেন না হয়।

একই সময় এবং একই স্থানে অসংখ্য হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপের কারণে জাগরণ ঘটে। এটি হচ্ছে সেই ব্যক্তিগত পরিবর্তন যা আমাদের সংস্কৃতিতে সব দিক থেকে পরিবর্তনের জন্য প্রকৃতরূপে প্রয়োজন। নিস্তেজ সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা চিন্তা করবেন না যা আপনাকে সমুদ্র-সৈকত রেখার অল্প কিছুটা ঢলের দ্বারা পেছনে ধরে রাখবে, কিন্তু একটি সুনামীর কথা চিন্তা করুন যা আমাদের 'খ্রীষ্টিয়' জীবনের মধ্যে সময়কে চিহ্নিত করার প্রথাগত আবেদনকে ভেদ করে।

প্রচুর বলিদানের বিষয়টি প্রভাব বিস্তারকারী হলেও, ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের লোকদের হয়ে শলোমনের প্রার্থনার বিষয়টিই মন্দিরের পুনরায় উৎসর্গকরণ এক অসাধারণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আমাদের একটি হৃদয়ের প্রয়োজন যা আমাদের বেদির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে যেখানে আমরা শলোমনের মতো প্রার্থনা করবো। "আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব" (২ বংশাবলি ৭:১৩-১৪)।

অন্য কোনও পথ নেই। আমাদের অবশ্যই সর্বদা বেদির কাছে ফিরে আসতে হবে যেখানে ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অথবা বন্দীত্ব যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন সেটা কোনও বিষয় নয়, ইস্রায়েল যদি বেদির কাছে ফিরে আসে, ঈশ্বর তাদের কথা শুনবেন এবং তাদের আরোগ্য দান করবেন। নতুন নিয়মের অধীনে, আমাদের বেদি হচ্ছেন যীশু খ্রীষ্ট যিনি আমাদের ক্ষমা করতে পারেন এবং যিনি আমাদের পুনরুদ্ধার করতে চান।

এই প্রজন্মে মণ্ডলী যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলি ক্ষুদ্র নয়। আমরা বাইবেলের পদ দিয়ে সেগুলিকে কম করে দেখানোর চেষ্টা করছি না। পরিবর্তে আমরা যা করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিটি যেখানে আমাদের বোধগম্য হতে পারে সেই স্থানে আনার জন্য আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করতে শুরু করার জন্য আমাদের অল্প বিশ্বাস ব্যবহার করছি।

জ্ঞানের এই বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি তে ঈশ্বর ভীত নন। তিনি এটি ব্যবহার করেন! শয়তানের আক্রমণে তাঁর পরিকল্পনা কম্পিত হয় না। সদাপ্রভু স্বর্গে বসে আছেন এবং তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্যে তিনি হাস্য করেন (গীত ২)। আমাদের হৃদয়কে নত করার দ্বারা, সদাপ্রভুর কাছে জানপাত করার দ্বারা এবং আজকের দিনেও সুসমাচারের প্রাসঙ্গিকতা এবং পরাক্রমের বিষয় বিশ্বাস না করার জন্য আমাদের অবিশ্বাসের বিষয়টি স্বীকার করার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে।

আমরা যদি তাঁর কাছে আসি, তাহলে তিনি আসবেন এবং তিনি আমাদের দেখাবেন কীভাবে মণ্ডলী তাঁর জ্যোতিসহ পরাক্রমের সঙ্গে জগতের মধ্যস্থ অন্ধকারের মোকাবিলা করতে পারে।

২ https://vimeo.com/channels/170337/19698044

পাঠ

- ঈশ্বর আমাদের কোনঠাসা করার জন্য মণ্ডলীর উপর আক্রমণগুলিকে ব্যবহার করেন যাতে আমরা আমাদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসি এবং আবার আমরা তাঁর গৌরবময় সত্যগুলির ক্ষমতা আবিষ্কার করতে পারি।
- মণ্ডলীর যে প্রকৃত সমস্যাটির সম্মুখীন হচ্ছে সেই হচ্ছে অবিশ্বাস।
- ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার দ্বারা, আমাদের হৃদয়কে নত করার দ্বারা বেং আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করার দ্বারা পরিবর্তন শুরু হয়।
- ঈশ্বরের লোকদের অবশ্যই কাজ করতে হবে নতুবা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ভূমি তারা হারিয়ে ফেলবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ২ বংশাবলি ৭:১৪
- ২ বংশাবলি ৬:৭
- নহিমিয় ১:(ভিডিও দেখুন).৩

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার মধ্যে এবং আপনার চারিদিকে পপের দ্বারা আপনি কি ভেঙ্গে পড়েছেন, অথবা আপনি কি বিষয়গুলি যেভাবে ঘটে সেই ভাবেই এটি গ্রহণ করেন?

○ নহিমিয়ের মতো, কেবল আপনার হৃদয় এবং চোখের বিপথগামীতার সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের বেদিতে আসবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের সদাপ্রভুর পূর্ণ শক্তিতে জীবন যাপন করার পরিবর্তে তারা যেভাবে পরাজয় এবং হতাশার মধ্যে অপ্রয়োজনে ডুবে যাচ্ছে সেই বিষয়ে ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য বেদিতে আসুন।

3 http://www.foundationsforfreedom.net/References/OT/Historical/Nehemiah/Nehemiah01_Prayers_Video.html

#৪
জীবনের গৌরবময় প্রকাশ

জীবন হচ্ছে জগতের বৃহত্তম গোপনীয়তা ধরে রাখার একটি আশ্চর্য রহস্য। শারীরিক জীবন কী তা আমরা সকলে জানি, কিন্তু আমরা কেবল পর্যবেক্ষণের দ্বারা এটির সংজ্ঞা দিতে পারি: জীবন গমনশীল, শ্বাসপ্রশ্বাস চালনা করে, পুনরুৎপাদন করে, বৃদ্ধি পায়, খাদ্য গ্রহণ করে, ইত্যাদি। আমরা আমাদের DNA মানচিত্র অঙ্কনে মানবজাতির কৃতিত্বের প্রশংসা করলেও, যখনই জীবনের প্রকৃতিব্যাখ্যা করার বিষয়টি আসে তখনই আমরা সেই বিষয়ে অন্ধকারে থাকি।

আত্মিক জীবন হচ্ছে একটি আলোচ্য বিষয় যার সম্পর্কে খ্রীষ্টানরা প্রায়ই কথা বলে, কিন্তু বাস্তব বিষয় হচ্ছে যে অজ্ঞতার দ্বারা আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ, আমাদের জীবনে এর কার্যকর প্রভাবকে উন্মোচিত করার জন্য আমাদের কাছে শাস্ত্রীয় সংকেত আছে।

জীবনের উপমাসমূহ

শাস্ত্রের লেখকগণ এবং বিশেষ করে যোহন জ্যোতি, প্রেম এবং জীবনের মতো প্রতীকগুলি দ্বারা বিস্মিত হয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে যে শাস্ত্রীয় সত্যগুলির সংযোগ করতে চেয়েছিলেন সেই সত্যগুলি সম্পর্কে এই বস্তুগত পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য উপমা আছে।

ঐ তিনটি বিষয়ের মধ্যে জীবন হচ্ছে সব থেকে অধিক মৌলিক বিষয়। যোহন বলেছিলেন, "তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল" (যোহন ১:৪)। যোহন অবশ্যই যীশুর সম্পর্কে বলেছিলেন। যীশুর মধ্যে জীবন ছিল এবং এই জীবন মানবজাতির মধ্যে উপলব্ধি এবং স্পষ্টতা এনেছিল।

জীবনের এই প্রাথমিক ধারণা শিষ্যত্ব সম্পর্কে একটি উত্তম উপলব্ধি লাভের পক্ষে জটিল। আমরা যত অধিক জীবন সম্পর্কে ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো, তত সহজেই আমরা অন্যান্য সত্যগুলির অর্থ উপলব্ধি করতে পারবো। জীবন হচ্ছে একটি ফ্রেম যার উপর অন্য সত্যগুলি ঝুলে থাকে।

নতুন জীবন আত্মিক জীবনের সূচনা বর্ণনা করে। আমরা যখন পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করি, তখন আমি সহ আমাদের মতো অসংখ্য লোকেরা ঈশ্বরের বিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টা করে।

অবশ্যই, আমরা যদি এই বিষয় চিন্তা করি, আমরা জানবো যে জীবনের অবশ্যই একটি সূচনা আছে। এই বিষয়টিকে প্রায়ই নতুন জন্ম লাভের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু কীভাবে এই আত্মিক জীবন বিকশিত হবে সেই বিষয়ে খুব অল্পই শিক্ষা দেওয়া হয়।

জীবন হচ্ছে একটি ফ্রেম যার উপর অন্য সত্যগুলি ঝুলে থাকে

ঈশ্‌তাত্ত্বিক ক্লাসগুলি পবিত্রতা এবং পবিত্রীকৃত হওয়ার বিষয়ে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে (নিঃসন্দেহে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়), কিন্তু এই বিষয়গুলি আত্মিক জীবন যাপনের ব্যবহারিক পদক্ষেপ অপেক্ষা অধিক ধারণা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ, পবিত্রীকৃত হওয়ার বিষয়টি কি সেই বিষয়গুলি অনেকে বর্ণনা করতে পারলেও, খুব কম জনই ব্যাখ্যা করতে পারে কীভাবে আত্মিক জীবন লাভ করা যায়।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করার বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা হচ্ছে সমস্যাটির একটি দিক মাত্র। এই দিকগুলিও অবহেলিত হয় অথবা সঠিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা যে বিষয়টি নিজেরা জানি না সেই বিষয়টি অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যায় না।

দৃষ্টির অন্তরালে

মণ্ডলীর নের্তৃবর্গ সত্যের এই ধনভাণ্ডারগুলিকে এমনভাবে ঢেকে রাখেন যে কেবল সেমিনারীর শিক্ষার্থীরা এবং ঈশ্‌তাত্ত্বিকগণ ঐ সত্যগুলিকে বুঝতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলিকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য যেভাবে দৈনিক অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন এটি তার বিরোধী।

যারা ঈশ্‌তাত্ত্বিক বইগুলি পাঠ করতে ভালোবাসেন তারা ছাড়া এই অপরিহার্য সত্যগুলি অন্যদের কাছে শিক্ষার অযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এটি আগ্রহের বিষয় কারণ ঈশ্‌তাত্ত্বিকদের প্রায়ই এই শিক্ষাগুলির প্রতি সবথেকে শীতল এবং শত্রুতাপূর্ণ মানসিকতায় পরিণত হয় বলে মনে হয়। ঐ সত্যগুলিকে তাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হতে পারে?

যে কোন ক্ষেত্রেই, ঈশ্বরের লোকেরা সংরক্ষিত বেঞ্চে অথবা মাদুরে বসে, তারা যেখানে আরাধনা করে সেই স্থানের উপর নির্ভর করেন,যদিও তারা ঈশ্বরকে জানতে ভালোবাসেন, ব্যাপকভাবে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ব্যবহারিকভাবে কীভাবে বৃদ্ধি লাভ করা যায় সেই বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যান। কয়েক জন এমনকী ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাও ভুলে যান। মূল্যবান সত্যগুলিকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়, যেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

সৌভাগ্যবশতঃ, কয়েকটি আন্দোলন হয়েছে যেখানে আত্মিক বৃদ্ধি র উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন কেসউইক আন্দোলন, কিন্তু এগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা আরও কিছু সংখ্যক শক্তিশালী আন্দোলনের বিষয় চিন্তা করতে পারি যা ঈশ্বরের লোকদের মৌলিকভাবে পুনর্গঠিত করেছে যেখানে তিনি তাঁর সত্যের প্রতি তাদের হৃদয় এবং মন উন্মুক্ত করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাই, যে যেখানে নির্দেশের তুলনায় অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে-কীভাবে তাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আসতে হবে সেই বিষয়ে তাদের শেখার প্রয়োজন হয়নি, তিনি সেখানে তাঁর উজ্বল গৌরবের মধ্যে উপস্থিত থেকেছেন। তারা সহজেই এটি অনুভব করেছিল।

অনুগ্রহ দান এবং আরোগ্যের বিষয় অনেক আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য এবং কয়েকজন ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা সত্যগুলিকে "পুনরুদ্ধার" করতে পেরেছেন, কিন্তু এগুলি খুব অল্পই মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় আলোকপাতের বিষয়, অন্ততঃপক্ষে এই বিষয়গুলি মূল লক্ষ্য হওয়াও উচিৎ নয়। যদিও অলৌকিক কার্য থেকে আসা বিশ্বাসের বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মিক বৃদ্ধি আসে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক ঈশ্বরের লোকদের প্রাথমিক বিশ্বাস আত্মিক বৃদ্ধির প্রতি পরিচালিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর এই বিষয়গুলিকে আদর্শ উপায় হিসাবে তাঁর অধিকাংশ লোকদের জন্য ব্যবহার করেননি। এই বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজের বিষয়টিকে সমর্থন করে, আমাদের সর্বেসর্বায় পরিণত করার জন্য ব্যবহার করেন না।

অলৌকিক কার্যগুলির জন্য ঈশ্বরের আরও বৃহত্তর লক্ষ্য আছে। এগুলি কেবল একটি সূচনা। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি পৃষ্ঠদেশের আঘাত থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেন এবং খ্রীষ্টের অন্বেষণ করেন, তথাপি পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা তাকে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার প্রয়োজন থাকে। আরোগ্য তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে কিন্তু এই বিষয়টি ক্রোধের সময় তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যর মতো একই বিষয় নয় (ইফিষীয় ৪:১৬-২৯)। এই বিষয়ে আত্মা তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেই বিষয়টি সে যদি শিখতে না পারে, তবে সে তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করবে এবং সম্ভবতঃ মণ্ডলীতে একটি কর্তৃত্বকারী মানসিকতা চালিয়ে যাবে।

আত্মিক শৃঙ্খলা

খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র সঙ্গে যুক্ত খ্রীষ্টিয় শৃঙ্খলার বিষয়গুলির উপর যখন জোর দেওয়া হয় তখন খ্রীষ্টিয় বিকাশের বিষয়টি আরও ভালোভাবে করা যায়, কিন্তু কয়েক সময় এটি এতো অধিক পদ্ধতিমূলক হয়ে যায়, যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার কারণ হতে পারে। আপনি কোনও একদিন বাইবেল পাঠ করেছেন অথবা প্রার্থনা করেছেন বলে নিজেকে কখনও অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু পরে আপনি আবিষ্কার করেছেন যে এটি আপনার জীবনে খুব বেশী নবীকরণ আনতে পারেনি? এ ক্ষেত্রে, ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি আপনার প্রয়োজনীয় নবীকরণকে প্রতিস্থাপন করেছিল।

বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি লাভ করার বিষয়ে উৎসাহিত করার বিষয়টি অনেকটা তাদেরকে বলা যে তোমরা যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে চাও তবে গাড়ী চালিয়ে যাও। প্রথমে, তারা গাড়ী পাওয়ার বিষয় উৎসাহিত হবে এবং যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু ধীরে ধীবরে, গাড়ী চালাতে চালাতে তারা যখন তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, তারা তাদের লক্ষ্যবিন্দু হারিয়ে ফেলতে শুরু করবে এবং জিজ্ঞাসা করবে "কেন আমি এটি করছি?"

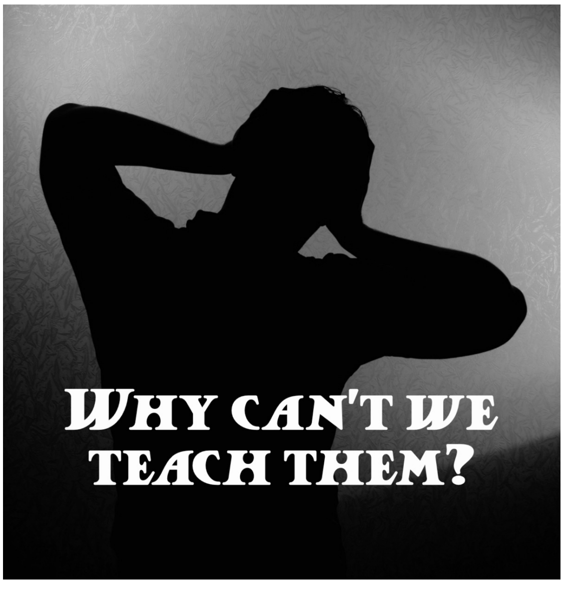

বিশ্বাসীরা কোথায় যাবে এবং সেখানে তারা কীভাবে যাবে (আমি স্বর্গের বিষয়টি বুঝাতে চাইছি না) সেই বিষয়টি চিহ্নিত করণের কাজটি খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা অত্যন্ত দুর্বলভাবে করেছে। প্রভু এই প্রাথমিক সত্যগুলিকে অত্যন্ত সরল এবং বোধগম্য করেছেন। মণ্ডলী এই বিষয়গুলি শিক্ষাদানে এত অসফল কেন? ঈশ্বরের বাক্য সহজে পাঠ এবং অধ্যয়ন করা যেতে পারলেও মণ্ডলী কেন অপ্রয়োজনীয় অজ্ঞতা এবং উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে বিষয়গুলিকে এত জটিল করে তুলছে।

এখন কেবল শেখার সময় নয় কিন্তু পূর্ণ এবং প্রাচুর্যতাপূর্ণ খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্যদের জানানোর সময়। যীশু যোহন ১০:১০ পদে বলেছিলেন, "চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।" পিতর বলেছিলেন, "তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ" (১পিতর ২:২৪)।

পাঠ

- ঈশ্বর চান আমরা যেন এই সত্যগুলি বুঝতে পারি এবং এবং সেই সত্যগুলিকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করতে পারি।
- হৃদয়ঙ্গম এবং উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য যীশু এবং শাস্ত্রের রচয়িতাগণ 'জীবন' শব্দটি সহ বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছিলেন।
- সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী জীবনের এবং এর উদ্দেশ্যের এই ধারণাটি কখনও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।
- খ্রীষ্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে গোপন রেখেছে, কেবল তাদের জীবনকে পঙ্গু করে দেয়নি কিন্তু পরিণতিস্বরূপ তারা মণ্ডলীর অনেকটা অংশকেই পঙ্গু করে দিয়েছে।

মুখস্থ্ করুন এবং ধ্যান করুন

- যোহন ১:৪
- যোহন ১০:১০

প্রদত্ত কাজ

○ আত্মিক জীবন এবং কীভাবে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করা যায় সেই বিষয়টি বর্ণনা করুন।

প্রদত্ত কাজ

○ খ্রীষ্টিয় জীবনের লক্ষ্য কী? যতটা সম্ভব নির্দিষ্টরূপে বর্ণনা করুন।

○ আপনি কি লোকদের খ্রীষ্টিয় জীবনের উপচয়ের মধ্যে জীবনযাপন করতে দেখেন? আপনার উত্তর ব্যাখ্যা করুন।

○ আত্মিক জীবন এবং এর পূর্ণতার বিকাশ সম্পর্কে অস্পষ্ট শিক্ষার কারণে কী কী সমস্যা তৈরী হয়? কেন ব্যাখ্যা করুন।

#৫
জীবনের জন্য তৃষ্ণা

সরলতা সব থেকে উত্তম ! বারংবার প্রমাণিত হয়েছে যে সরলতম বিষয় সর্বোত্তম। আত্মিক বৃদ্ধির মধ্যে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও এটি সত্য !

বিভিন্ন নীতিগুলির মাধ্যমে জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি ঈশ্বর স্থাপন করেছেন যা সৃষ্টির মধ্যে সহজেই দেখা যায়। এই কারণেই যীশু সৃষ্টি থেকে সরল নীতিগল্পগুলি বর্ণনা করারা জন্য ব্যবহার করতে পেরেছেন অন্যথা যে বিষয়গুলি অস্পষ্টরূপে বর্ণিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, সৃষ্টি, আত্মিক বৃদ্ধি র একটি স্পষ্ট চিত্র দেয়। আত্মিক প্রকৃতির কারণে আত্মিক জীবন বর্ণনা করা কঠিন হলেও, আমরা এর সূচনা এবং বিকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

আমরা কীভাবে প্রকৃতরূপে বেঁচে থাকি সেই বিষয়টি সম্পর্কে এক মুহূর্ত চিন্তা করুন। আপনি কখনও কি বাবা মাকে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে, দ্রুত শিশুটির কাছে যেতে এবং বলতে শুনেছেন, "বড় হও, বড় হও, বড় হও"? এটি হাস্যকর বিষয় হতে পারতো, কিন্তু তা হয় না, কারণ আমরা চাই না তারা বড় হোক। সমস্ত বাবা মায়েরা চিন্তায় পড়ে যান যদি তাদের সন্তানরা ঠিক মতো বড় না হয়। আমাদের এরকম না বলার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ, আমাদের পরিকল্পনা, উৎসাহ অথবা দুশ্চিন্তার আচ্ছন্নতা ছাড়াই বৃদ্ধি আসবে। বৃদ্ধি জীবনের একটি অংশ। জীবন জানে কীভাবে নিজে থেকেই বিকশিত এবং বৃদ্ধি লাভ করতে হবে।

আত্মিক জীবনেও এটি একই ভাবে সত্য। একবার উপস্থিত হলেই, এক জন ব্যক্তি সহজেই এর বৃদ্ধি র নিজস্ব সঙ্কল্প দেখতে পাবে। কাউকে একজন খ্রীষ্টানের কাছে এসে বলতে হবে না, "বড় হও, বড় হও, বড় হও!" এটি একজন বিশ্বাসীকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে না, কিন্তু এটি তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে।

জীবনের উপস্থিতি

জীবনের এই সকল প্রতিমূর্তিগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মা সংযুক্ত কারণ আত্মাই জীবন। "আত্মা জীবন দান করে" (২ করিন্থীয় ৩:৬)। পবিত্র আত্মা যখন ঐ নতুন জীবনটি শুরু করেন তখন বিশ্বাসীদের মধ্যে আত্মিক জীবন আবির্ভূত হয় (রোমীয় ৫:৫)। একবার পবিত্র আত্মা যখন বিশ্বাসীর জীবনে বাস করতে আসেন, তখন সেই ব্যক্তি বিকাশ এবং প্রকাশের পথে স্থিতধি হয়। শারীরিক বৃদ্ধির মতো, লক্ষ্যটি এর অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণের বিষয় নয়, কিন্তু পরিপক্কতার বিকাশ।

বিশ্বাসীরা যখন এটি উপলব্ধি করে, তখন তাদের আত্মিক বৃদ্ধির বিষয় ভীতিটিকে তারা একদিকে সরিয়ে রাখতে পারে। বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি তাদের আশ্বাস দেয় যে আত্মিক জীবন থেকে পরিপক্কতা আনার শক্তি তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে আছে। অতীত অথবা বর্তমানের ব্যর্থতাগুলির কারণে তারা বৃদ্ধি লাভ করতে পারবে কিনা সেই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিবর্তে তারা তাদের বৃদ্ধির বিষয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের মধ্যে আনন্দ করতে পারে এবং তিনি কী কী ভাবে তাঁর লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করতে পারেন সেই বিষয়ের অন্বেষণ করে।

বিশ্বাস দুশ্চিন্তাকে স্থানান্তরিত করে। পূর্ব উপলব্ধি পরিচালনার অভাব দূর করে দেয়। আমরা পরিত্রাণ লাভ করার সময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যে কাজ শুরু করেন আমরা যখন ঈশ্বরের সেই কাজের প্রতি আলোকপাত করি তখন উত্তেজনা শুরু হয়। ঠিক এখানেই আমাদের বিশ্বাসের উদ্যোগের নবায়ন শুরু হয়। এটি কেবল ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জন্য সত্য নয় কিন্তু যারা ঈশ্বরের লোকদের প্রশিক্ষণ দেন তাদের জন্যেও সত্য। শিক্ষকদেরও ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত শক্তির বিষয়টি স্বীকার করতে হবে এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত কাজের বিষয়টির অন্বেষণ করতে হবে।

ঈশ্বর যা শুরু করেছেন, তা তিনি চালিয়ে যাবেন। তিনি যদি আমদের নতুন জীবন দিয়ে থাকেন, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে থাকাকালীন এটি বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। "ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন" (ফিলিপীয় ১:৬)।

আত্মিক জীবনের ওপর অন্তদৃষ্টিসমূহ

আমরা এর থেকে কয়েকটি সরল কিন্তু শক্তিশালী উপসংহারে উপনীত হতে পারি। কয়েক জন অবাক হয়ে চিন্তা করেন বিশ্বাসীরা কেন প্রায়ই আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে না। আত্মিক বৃদ্ধি র সমস্যাটি সাধারণতঃ এর গুণগত বিষয় নয়। শারীরিক জীবনের মতো, আমরা হয় বাঁচবো না হয় মারা যাব। এক জন ব্যক্তি কখনও বলতে পারেন না "আমি যথেষ্ট জীবিত নয়", যদিও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এক জন ব্যক্তির গুণগত জীবনকে প্রভাবিত করে।

একজন ব্যক্তি যখন প্রকৃতরূপে নতুন জন্ম লাভ করে, তখন তার মধ্যে আত্মিক জীবন এবং পূর্ণ কর্মশক্তি বর্তমান থাকে, যা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত।

আত্মিক জীবন সকলের জন্য সমান। আমাদের কেবল একটি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে যে জীবন আছে, আর তারপর আমাদের আস্থা থাকতে হবে যে জীবন ধাপে ধাপে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করবে। আত্মিক জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী অথবা উৎকর্ষ নেই। আমাদের এই উপসংহারে উপনীত হওয়া উচিৎ নয় যে আমাদের তুলনায় পালকের একটি সহজাত অপেক্ষাকৃত ভাল আত্মিক জীবন আছে।

খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধি জীবনের শক্তি অথবা উৎসের কারণে নাও হতে পারে। এর জন্য অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

পাঠ

- বিশ্বাসীদের নিজেদের বৃদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই কারণ সেই বৃদ্ধি হবে অস্বাভাবিক এবং তা সাধারণ বৃদ্ধি নয়। আত্মিক জীবন সহজাত ভাবে সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের জীবনের মধ্যে বৃদ্ধি এবং বিকাশের চেষ্টা করে।
- ঈশ্বরের জীবনের বিভিন্ন উৎকর্ষতা অথবা গুণাবলী থাকে না; ঈশ্বর সকলের মধ্যে সমান ভাবে থাকেন।
- আমাদের শারীরিক এবং আত্মিক জীবনের জন্য এবং মাধ্যমে তাঁর সঙ্কল্পের জন্য আমাদের অন্তর যখন ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা ব্যক্ত করতে পারবে তখনই নবায়ন শুরু হবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ফিলিপীয় ১: ৬
- ২ করিন্থীয় ৩:৬

প্রদত্ত কাজ

○ কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীরা নতুন জন্ম লাভ করেন ("উর্দ্ধ থেকে জাত" হওয়ার সমান)। আপনি কি আপনার নতুন জন্ম সম্পর্কে নিশ্চিত?

উদাহরণ: ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের ক্ষমার মধ্যে দিয়ে আপনি কি ঈশ্বরকে জেনেছেন? ব্যাখ্যা করুন।

○ একটি বিন্দু আঁকুন, তারপর আপনি কবে বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং কবে আপনার মধ্যে আত্মিক জীবন শুরু হয়েছিল তা সব থেকে ভালভাবে মনে রাখার জন্য তারিখ এবং সময়টা লিখুন। তারপর ডান দিকে একটি তীর চিহ্ন অঙ্কন করার দ্বারা একটি রশ্মি গঠন করুন। এই তীর চিহ্নটি আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বর বৃদ্ধি র উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনাটি করেছিলেন সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

○ ইফিষীয় ১:১৩-১৪ পদ পাঠ করুন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের মধ্যে কীভাবে পবিত্র আত্মা বাস করেন সেই বিষয়টি লক্ষ করুন। আপনার মধ্যে তাঁর কাজের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিন।

#৬
নতুন জীবনের চিহ্নসমূহ

আত্মিক জীবন অনেকটা শারীরিক জীবনের মতো যা একটি সূক্ষ্ম কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনের সহজাত পরাক্রমী শক্তি। আমাদের আত্মিক জীবন থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখবেন যে যীশু আমাদের শ্যামাঘাস এবং গমের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় সতর্ক করেছিলেন, অথবা বলা যায় যে যাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রকৃত জীবন নেই এবং যাদের মধ্যে এই প্রকৃত জীবন আছে তাদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় যীশু আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছিলেন (মথি ১৩:২৪-৩০)।

প্রথম দিকে এই পার্থক্য বুঝতে পারা প্রায় অসম্ভব। আমার মনে হয় শারীরিক জীবনের ক্ষেত্রেও এটি সত্য, এটি জঠরের মধ্যে লুকানো থাকে। কিন্তু চিহ্নগুলি থেকে আমরা এই জীবনের উপস্থিতির বিষয় টের পাই। একটি সোনোগ্রাফ আমাদের মায়ের জঠরের মধ্যে অজাত শিশুটির অস্তিত্ব এবং নড়াচড়া দেখাতে পারে যা মাকে তার শিশুটির স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করতে পারে। জঠরের ক্ষেত্রে যদি এটি সত্য হয়, তবে বাইরের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

আমাদের সন্তানটি জন্মানোর অল্প সময় পরেই, শিশুটির জন্য আপ্গার টেস্ট (Apgar test) করতে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় নবজাত শিশুটীর রঙ, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দনের হার, প্রতিবর্তক্রিয়া এবং পেশীর দৃঢ়তা পরীক্ষা করার দ্বারা শিশুটির স্বাস্থ্য পরিমাপ করা হয়। এই সমস্ত কিছু জীবনের উপস্থিতি বর্ণনা করে।

প্রাকৃতিক জগতে আমরা জল অথবা আবহাওয়া হিসাবে, জল অথবা বায়ু প্রবাহের মতো বিস্তৃত অংশের চলাচলের বিষয় বর্ণনা করি—এই বিষয়গুলি এতো বিস্তৃত যে একজন ব্যক্তি সহজেই অনুভব করতে পারে বা দেখতে পারে। আমরা আকাশে মেঘ চলাচলের দৃশ্য দেখতে পাই অথবা আমরা নদীর জল প্রবাহে গাছের পাতা ভেসে যেতে দেখতে পারি।

যীশু ঈশ্বরের আত্মার গমনাগমনের বিষয়টিকে বায়ূ এবং জল, উভয় বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যোহন ৩ অধ্যায়ে বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, "বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ" (যোহন ৩:৮)। যোহন ৪ অধ্যায়ে যীশু আত্মিক জীবন আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য জল প্রবাহের বিষয়টি ব্যবহার করেছেন, "কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ তাহা পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না;বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে" (যোহন ৪:১৪)।

এই উপমাগুলি জীবনের সহজাত শক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট অন্তদৃষ্টিগুলি উপলব্ধি করে, প্রত্যেকটি উদাহরণ নির্দিষ্ট দিক সহ জীবনের মহৎ শক্তির বিষয় কথা বলে। যোহন ৩ অধ্যায়ে বায়ুর এদিক-ওদিক প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে আত্মার বিষয়টিকে বর্ণনা করা হয়েছে। শক্তিটি ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত হয়, আর এই কারণে এটি আত্মিক জীবন-পরিবেষ্টিত এবং স্বাধীন , তথাপি এটি খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ।

আত্মার কাজের প্রকাশ সমূহ

যোহন ৩:৮ পদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসীরা 'আত্মা থেকে জাত।' তার আত্মিক জীবন ঈশ্বরের আত্মার আত্মিক জীবনের উপস্থিতি সহ চিহ্নিত হয়। তাহলে, আত্মিক জীবনের নিজস্ব 'জীবনের চিহ্নগুলি আছে' যা পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে আত্মার দ্বারা জাত নতুন জীবনের কয়েকটি চিহ্ন দেওয়া হল।

- ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকাঙ্ক্ষিত
- অন্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে চায়
- ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে চায় (প্রার্থনা)
- এক জন ব্যক্তির পাপের বিষয় সচেতন হয়
- যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্ষমার প্রয়োজন অনুভব করে
- ঈশ্বরের এবং তাঁর পথগুলির জন্য ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ
- অন্যদের বিষয়ে সচেতন হয় এবং তাদের প্রয়োজনগুলির বিষয় যত্নশীল হয

এই তালিকাটি আরও বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু কয়েকটি প্রাথমিক ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে খ্রীষ্টে নতুন জীবনের বিষয়টি জোরালো ভাবে প্রকাশ করার জন্য এগুলি পর পর উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক যেমন একটি নবজাত শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, নড়াচড়া করে, কাঁদে এবং ক্ষুধার্ত হয়। যীশু বলেছিলেন, "অতএব মন পরিবর্ত্তনের উপযোগী ফলে ফলবান্ হও !" (মথি ৩:৮)। তিনি কী বুঝাতে চেয়েছিলেন ?

যীশু সরল ভাবে বলেছিলেন যে তারা যদি ঈশ্বরের সম্মুখে জীবন যাপন করার কথা ঘোষণা করে, তাহলে তাদের মধ্যে জীবনের চিহ্নগুলি স্পষ্ট হওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে, তারা তাদের সমস্ত পাপ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তার জন্য তারা নিজেদের নত করবে, এবং লোকদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার

করার পরিবর্তে, তারা তাদের সেবা করবে। নতুন জীবনের অসংখ্য চিহ্ন আছে, কয়েকটি চিহ্ন অন্য চিহ্নগুলির থেকে অধিক স্পষ্ট, যা আমাদের পরিস্থিতিগুলির উপর নির্ভর করে। আমাদের অন্তরের গভীরে পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্ম নেওয়া নতুন জীবন থেকে এই ইচ্ছাগুলি অঙ্কুরিত হবে। যত দিন যাবে এই বিষয়গুলি আমাদের চিন্তা এবং আচরণকে আকার দান করবে। আর এই ভাবে তা অন্যদের কাছে আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি কে স্পষ্ট করবে।

পাঠ

- বায়ু এবং নদীগুলি আমাদের পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, উদ্দেশ্য এবং শক্তির বিষয় শিক্ষা দেয়।
- আমাদের প্রাণের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি থেকে নতুন জীবন আসে।
- শারীরিক জীবনের মতো আত্মিক জীবন নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রত্যাশিত চিহ্নের মাধ্যমে এর সত্যতা প্রকাশ করে।
- আত্মিক জীবনের এই চিহ্নগুলি একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর মধ্যে সর্বদা উপস্থিত থাকে যদিও অবিরত পাপের মধ্যে থাকার দ্বারা এই চিহ্নগুলি দমিত অথবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মথি ৩:৮
- ১ যোহন ৩:১০, ২৩-২৪

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি যখন প্রথম যীশুকে জেনেছিলেন সেই সময়কার কথা চিন্তা করুন। উপরোক্ত তালিকাভুক্ত চিহ্নগুলি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি আপনার নিজের জীবনে এই চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন? সব থেকে অর্থপূর্ণ চিহ্নগুলি লিখুন।

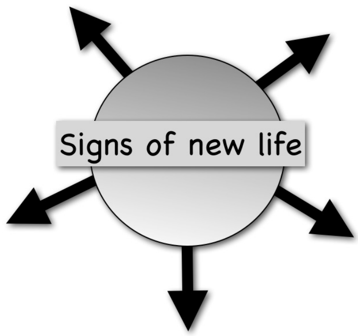

○

○

○

○

○ আজকের বিষয়টি কী? এই চিহ্নগুলি এখনও সেখানে থাকতে হবে। হাঁ, প্রলোভন এবং প্রভুর কাছ থেকে সরে আসার বিষয়টি চিহ্নগুলিকে দমিত করবে, কিন্তু আপনার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কী? উপরোক্ত জীবনের কোনও একটি চিহ্ন যদি আপনার কাছে সত্য হয়, তবে নিম্নলিখিত ডায়াগ্রামের পরে সেগুলি লিখুন।

○ নিচে সেগুলি লেখার পর, প্রত্যেকটির জন্য এই ভাবে উচ্চরবে প্রার্থনা করুন, "প্রভু আমি তোমার বাক্য ভালোবাসি।" (এইগুলি নিয়ে প্রার্থনা করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ!)

○ এই ইচ্ছাগুলি আপনার কাছে যদি সত্য না হয়, তবে বলা যেতে পারে যে আপনার মধ্যে আত্মার জীবন নেই। আপনার প্রভুকে জানার জন্য আসা প্রয়োজন। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আপনাকে পরিত্রাণ করার জন্য ঈশ্বরকে ডাকুন।

○ সময় থাকলে যোহন ৩:১-৮ পদ এবং যোহন ৪:১০ পদ অধ্যয়ন করুন। বায়ু এবং জলের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপনকারী উক্তিগুলি খুঁজে বের করুন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পবিত্র আত্মা হচ্ছে অনন্ত জীবনের উৎস।

#৭
জীবনের উৎস

আত্মিক জীবন শারীরিক জীবনের মতোই প্রত্যেকটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মধ্যে একটি সহজাত শক্তিশালী প্রভাব। একবার স্বীকার করলেই, নতুন জীবন বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে।

এই জীবন, শক্তিশালী বিদ্যুতের মতো, দৃষ্টিগোচর এবং পরিচালিত হয়। এই জীবনের প্রভাব, উদাহরণ স্বরূপ, অন্যদের সম্পর্কে অন্যায় চিন্তা করতে দেয় না। এর কারণ হচ্ছে এই প্রভাবের উৎস হচ্ছে পবিত্র আত্মা, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ৪

যীশু বলেছেন যে আমরা নতুন জন্মপ্রাপ্ত অথবা উর্দ্ধ থেকে জাত। "যীশু উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, ' সত, সত্য,আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই;আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই' " (যোহন ৩:৫-৬)। আমাদের নতুন জীবনের প্রভাবের উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাহলে এই নতুন জীবন হচ্ছে আমাদের মধ্যে বাসকারী পবিত্র আত্মার সমান। এই কারণেই শাস্ত্রে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসীর 'আত্মায় নতুন জীবন' অথবা আত্মা আছে (বাইবেলে গ্রীক শব্দটির একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)।

ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে কাজ করেন

এই বিষয়টি উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বরের আত্মা কী কী ভাবে আমাদের সর্বদা সাহায্য করেন তা আমরা এর থেকে দেখতে পারি। তিনি চান আমরা যেন আরও অধিক পিতার মতো হই, তাই তিনি এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁর শক্তি কার্যকরী করেন (তিনি কেবল একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রভাব নন কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর)। একই ভাবে, অন্যায় মন্দ কাজ করানোর জন্য অথবা তাঁর উত্তম এবং পবিত্র উদ্দেশ্য বিরোধী কোনও কিছু করার জন্য আত্মা তাঁর শক্তি ব্যবহার করেন না।

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের মধ্যে এবং মাধ্যমে কী করতে চান তা চিহ্নিত করার দ্বারা অধিকাংশ খ্রীষ্টানদের জীবন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং তারপর তারা বিশ্বাসে সেই উদ্দেশ্যটি বহন করে। আত্মার শক্তি পরাক্রমী। আমরা কখনও এই শক্তিকে দমন করতে পারি না বা সাফল্যের সঙ্গে এর বিরোধীতা করতে পারি না, যদিও আমরা তাঁকে দুঃখিত করতে পারি (ইফিষীয় ৪:৩০)। খরস্রোতা নদীতে ভেসে থাকা ভেলার মতো আমাদের সব থেকে ভাল আশা হচ্ছে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে আত্মার পরাক্রমী গতিপথের সঙ্গে টিকে থাকা।

পাঠ

- আমাদের নতুন জীবনের প্রভাবের উৎস হচ্ছেন পবিত্র আত্মা, তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কাজ করার জন্য শক্তি দেন।
- আমাদের নিজে থেকে শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা ভয়ঙ্কর নদীর উত্তাল ঢেউয়ের উপর ভেসে যাওয়া ভেলার মতো এবং ঈশ্বর আমাদের জীবনে যা করতে চান সেই বিষয়টির উপর আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা উচিৎ।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মথি ৩:৫-৬
- ১ যোহন ৫:১,৪

---

4 Not wanting to get too technical here, but the contrast is interesting. John 3 mentions being born of the Spirit while 1 John uses the phrase, "born of God" seven times, illustrating John's understanding that the Spirit is co-equal with God.

প্রদত্ত কাজ

○ পবিত্র আত্মা আপনাকে দিয়ে করাতে চান এমন তিনটি বিষয় লিখুন

γ
γ
γ

○ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার এবং এই কাজগুলি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার মনে বাসনা দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান, শক্তি এবং সাহায্য যাচ্ঞা করুন যাতে আপনি পবিত্র আত্মার সাহায্যে ঈশ্বরের গৌরবার্থে এই কাজগুলি সঠিকভাবে করতে পারেন।

#৮
আত্মাকে উপলব্ধি করুন

বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার প্রবাহিত শক্তির বিষয়টিকে বড় নদীর জলস্রোতের দ্বারা একভাবে চিত্রায়িত করা হয়। আরেকটি উপায় হচ্ছে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ। ঝড়গুলি ঝড়ো বাতাস থাকলেও, সেই ঝড়ো বাতাসগুলির মধ্যে ব্যাপক বায়ু প্রবাহের শক্তি থাকে যা অপেক্ষাকৃত বড় প্রক্রিয়ার একটি অংশ। বায়ু প্রবাহের একটি দিক আছে এবং তা নির্দিষ্ট স্থিতিমাপের মধ্যে কাজ করে।

এই প্রচণ্ড প্রবাহের বিষয়গুলি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মা কাজের বিষয়টিকে আরও অধিক স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে। প্রথমতঃ, পূর্ব অধ্যায়টিতে আলোচিত বিষয়টিকে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করেন। ঝড়ের মধ্যে বায়ু প্রবাহের দিকটি সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্ত হতে পারি। আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। দুষ্ট শক্তির উত্থান হলেও সমস্ত কিছু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্তর উদ্দেশ্যগুলিকে দৃঢ়রূপে সমর্থন করা এবং ক্ষুদ্র হলেও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করা। যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন আপনি স্বীকার করুন যে আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে চান। মনে রাখবেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি আমাদের আছে।

বায়ু প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের সাহায্যের জন্য কীভাবে ঈশ্বরের আত্মার প্রয়োজন হয় সেই বিষয় একটি ছবি দেয়। ঈগলের শক্তিশালী ডানা আছে কিন্তু ওপরে ওঠার জন্য তাদের ডানাগুলির মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহের প্রয়োজন হয় অথবা "উষ্ণতাসংক্রান্ত" বিষয়গুলির প্রয়োজন আছে।

আমার একটি বন্ধু আছে যে আকাশে অনেক উচুতে ভেসে থাকে (উপরে তার ছবি দেখুন)। আমি এটি করতে চাই না। ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে জীবন যাপন না করে আমরা গ্লাইডে চড়ে আকাশে ভেসে থাকবো কিনা সেটা আমাদের বেছে নিতে হবে। প্রশ্নটি হচ্ছে, "আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের বিষয়ে আমরা কতটা সচেতন?" এই বিষয়টির কাছে এসে অসংখ্য বিশ্বাসীদের বিশ্বাস অস্পষ্ট হয়ে যায়, আর তারা বলে, "আমি জানি না ঈশ্বর কী করছেন।"

"Yet those who wait for the LORD
Will gain new strength; They will
mount up with wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become
weary" (Isaiah 40:31).

জীবনের অসম্ভব পদক্ষেপগুলি

আত্মা আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করার পথে পরিচালিত করেন। কয়েক সময় এটি আমাদের এমন এমন পথে নিয়ে আসে যা অসম্ভব মনে হয়। বিষয়গুলিকে কেন অসম্ভব বলে মনে হয়।

- শারীরিকভাবে আমাদের সামর্থ্যের বাইরে
- সময়ের অভাব
- আর্থিকভাবে আমাদের উপায়গুলির উর্দ্ধে
- পরিবার এবং বন্ধুদের দ্বারা বিরোধীতা
- সামর্থ্য এবং অনুগ্রহ দানগুলির অভাব
- নিজের প্রতি আস্থার অভাব

তালিকাটি আর ও বৃদ্ধি করা যায়! যাইহোক, আত্মা এই সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চালিত করে। আপনি কি কখনও একটি কঠিন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? নিশ্চয়। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে তিনি আমাদের ধৈর্য্য অথবা তাঁকে ভালোবাসার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা দেবেন। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের পথের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন - যা আমাদের স্বাভাবিক সামর্থ্যের উদ্ধে যাওয়ার কথা বলে যাতে আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি।

আমরা প্রায়ই আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং সহজাত ধারণার উপর নির্ভর করে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির সঙ্গে চলতে থাকি। কয়েক জন লোক অনেকটা পিতরের মতো সাহসী হয়। তারা সর্বদা সফল হয় না। অন্যরা অনেকটা থোমার মতো ভীতু হয়। তারা সন্দেহ বশে প্রচেষ্টা ত্যাগ করে।

কীভাবে ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে কাজ করতে হবে তা দেখানো আমাদের এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে ভাবে কাজ করেন সেই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, সেই কারণে কীভাবে তাঁর সাহায্যের উপর আস্থা রাখতে হবে তা আমাদের শেখা প্রয়োজন। (আত্মিক বৃদ্ধির প্রেরণা এবং আত্মিক যুদ্ধের বিষয়টি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিষ্যত্বের দ্বিতীয় স্তরটির উপর আমাদের "রিচিং বিয়োণ্ড মিডিওক্রিটি বইটি দেখুন)। বিশেষ করে আমাদের মৃত্যুর অন্বেষণকারী দিয়াবলের মতো চতুর শত্রুর সঙ্গে কীভাবে তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করতে হবে সেই বিষয়ে কেবল ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি আছে।

মূল বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং সতর্ক থাকুন

যীশু বলেছিলেন, "জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়;আত্মা ইচ্ছুক বটে কিন্তু মাংস দুর্বল" (মথি ২৬:৪১)। প্রকৃত বিশ্বাসীর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বাসনা আছে, কিন্তু কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন সেই বিষয়টি আমরা যখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না তখন আমাদের পরীক্ষায় পতিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। ঈশ্বর কী চান কেবল সেই বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য নয় কিন্তু কীভাবে তাঁর কাছ থেকে বিশ্বাস, শক্তি এবং জ্ঞান লাভ করা যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যেও আমাদের প্রার্থনায় প্রভুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আমরা যখন প্রার্থনা করতে শুরু করি তখন আমাদের এই বিষয়গুলির প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা যখন প্রার্থনায় তাঁর কাছে আসি তখন তিনি আমাদের ঐ বিষয়গুলি দেন।

ঈশ্বরের বিষয়গুলির জন্য ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের বিষয়গুলি সাগ্রহে গ্রহণ করার ইচ্ছাগুলি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসে;আমরা যখন প্রাথমিক ভাবে পরিত্রাণের জন্য এবং নতুন জন্মের জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি তখন ঐ বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে রোপিত হয়। আমাদের নিজেদের ঐ অনুভূতিগুলি উদ্ভাবন অথবা উৎপন্ন করার প্রয়োজন নেই। নতুন বিশ্বাসীরা অভিজ্ঞ খ্রীষ্টানদের মতোই গভীর ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে। ঐ ইচ্ছাগুলি বিকশিত করার জন্য আমাদের কষ্ট করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি আমরা কী ভালোবাসি, আমরা কে এবং আমাদের কী করা উচিৎ, তখন আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসতে পারে। ঈশ্বরের সত্য হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়টি খ্রীষ্টে আমাদের প্রকৃত সত্তাকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, যখন মন্দ ব্যক্তি বা শয়তান আমাদের প্রকৃত পরিচিতি ছিঁড়ে ফেলে বা হরণ করে।

ঈশ্বর আমাদের শক্তি ! আমরা যখন তাঁর নীতিগুলি মেনে চলি এবং সাহায্যের জন্য তাঁকে ডাকি তখন ঐ শক্তিশালী বায়ু আমাদের বহন করে।

পাঠ

- তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য জ্ঞান, সময়, সুযোগ, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্য ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর উপর নির্ভর করি।।
- ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আমাদের দেবার জন্য আগ্রহের সঙ্গে চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা নিজেদের সম্পদগুলির উপর আস্থা রাখি এবং স্পষ্টরূপে আমরা ব্যর্থ হই।
- কয়েক সময় আমরা অসম্ভব লোক এবং পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হই কিন্তু প্রভু আমাদের সাফল্য লাভে সাহায্য করার জন্য সেখানেও আমাদের সঙ্গে থাকেন, এমনকি প্রয়োজনে তিনি অলৌকিক কার্যও সম্পাদন করেন।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মথি ২৬:৪১
- গীত ৫:৩, যিশাইয় ৪০:৩১

প্রদত্ত কাজ

○ কী কী ভাবে আপনি নিজের সম্পদের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করেছেন এবং হতাশ হয়েছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন ?

γ
γ

○ আপনার কী প্রকারের ব্যক্তিত্ব আছে? আপনি কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিগুলি থেকে বেরিয়ে আসবেন সেই বিষয়টিকে ঐ ব্যক্তিত্ব কীভাবে রূপ দান করতে পারে?

○ মথি ২৪:৪১ পদটি মনে রেখে, আপনি যখন কোনও বিষয়কে কঠিন পরিস্থিতি বলে মনে করবেন কেবল তখনই কি " জেগে থাকবেন এবং প্রার্থনা করবেন', নাকি আপনি এই বিষয়টিকে একটি দৈনিক আত্মিক নিয়মরূপে পালন করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

জীবনের উৎস এবং আপনি

৯-১৮ অধ্যায়

#৯
সচেতন হওয়া

আত্মা সাধারণতঃ কীভাবে কাজ করে সেই বিষয়টি বর্ণনা করার পর, আমাদের তাঁর কাজকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা প্রয়োজন। পরে বইটির শেষ ভাগে আমরা শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় আলোচনা করবো।

শারীরিক জীবনে, আমরা প্রায়ই জীবনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকি না। এই শক্তিশালী জীবনীশক্তি দ্বারা চালিত হলেও এবং সম্পূর্ণরূপে এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও, কোনও না কোনও ভাবে আমরা এর দৈনিক জীবন দানকারী গুণগুলি ভুলে যাই।

বয়োসন্ধিকালে ছেলে এবং মেয়েরা তাদের শরীরের পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়। তারা তাদের পরিবর্তিত শারীরিক অবস্থার এবং আগ্রহগুলির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়, কিন্তু তথাপি খুব সামান্যই তারা এই পরিবর্তন দানকারী জীবনের বিষয় চিন্তা করে। যার ফলে, এই ছেলে মেয়েরা তারা কে সেই বিষয়ের উপর অধিক মনোযোগ দেয়। পরবর্তী জীবনে, লোকেরা তাদের কী আছে সেই বিষয়ের উপর অধিক আলোকপাত করে। এমনকি আরও অল্প সংখ্যক ছেলে মেয়েরা গভীর ভাবে চিন্তা করে যে কীভাবে তারা শৈশব থেকে যৌবনে বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে অথবা আরও পরে কীভাবে তারা একটি চাকরী পেতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক দিনের জীবন যাপনের কাজটির শারীরিক এবং আত্মিক , উভয় প্রকার জীবনের উপলব্ধি এবং সচেতনতাকে মুখোশের অন্তরালে ঢেকে দেয়।

ঈশ্বরের জীবন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং মনোযোগের অভাব, তিনি আমাদের মধ্যে যে সমস্ত কিছু শক্তিশালী করার শ্বাস বায়ু দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে, জীবনের রহস্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিহীন করে। অকৃতজ্ঞতা আমাদের স্বশাসিত জীবনের প্রতি পরিচালিত করে যা আমাদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের অনুভূতি জন্ম দেয়।

এটিই হচ্ছে বর্তমান বস্তবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুগের হৃদস্পন্দন। সমস্ত কিছু রসায়ন এবং বস্তুর দ্বারা সংজ্ঞায়িত করার মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে তাদের জীবনের পশ্চাতে বিদ্যমান শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করার দিকে আর কোনও প্রেরণা থাকে না। তাদের যা কিছু আছে তার জন্য তারা আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর উপর নির্ভর করলেও এই জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে যে ঈশ্বর যুক্ত আছেন সেই চিন্তাগুলি তাদের কাছে খুব সহজেই রুদ্ধ হয়ে যায়।

একটি গোপন আধ্যাত্মিক সমস্যা

এই অজ্ঞতা মণ্ডলীকেও প্রভাবিত করে, কিন্তু অন্য আরেকটি স্তরে। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পশ্চাতে জীবন-দানকারী শক্তির বিষয় অমনোযোগী হই। কী আমাদের দৃষ্টি এবং গভীর অনুরক্তিকে সক্ষম করে সেই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর না করে আমরা যা দেখতে পাই এবং যা স্পর্শ করতে পারি সেই বিষয়গুলির উপর আমরা অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকি।

আমার জীবনকালে আমি ঈশ্বরের অনেক সক্রিয়তা দেখেছি যা মণ্ডলীকে প্রাণবন্ত করেছে। রে স্টেডম্যান কর্তৃক রচিত বডি লাইফ নামক বইটি ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের আত্মা বিষয়টির সঙ্গে আত্মিক অনুগ্রহ দানগুলির বিষয় সচেতন করেছিল। এই অনুগ্রহ দানগুলি তাঁর লোকদের ক্ষমতা প্রদান করে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ ব্যবহারিকভাবে এবং ঈশ্‌তাত্ত্বিকভাবে সঠিক। ঈশ্বরের লোকেরা আশীর্বাদযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিকাশটি অন্যান্য ঈশ্‌তাত্ত্বিক বিকাশের পশ্চাতে অল্পকালস্থায়ী এবং গোপন ছিল।

বরদান সম্পর্কিত আন্দোলন একই ভাবে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দানগুলি এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত কিন্তু তা অনেক বেশী বিস্তৃত, সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছিল। এমনকি প্রাণহীন মণ্ডলীগুলিতেও লোকেরা বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনা সভাগুলি করতে শুরু করেছিল। এই অনুগ্রহ দানগুলি সম্পর্কে একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে, এবং নিশ্চিতভাবে কয়েকটি স্থানে চিহ্নকার্যগুলির উপর অত্যধিক জোরালো প্রকাশ থাকলেও, আমাদের জীবনে আত্মার কাজের উপর এই নবায়িত মনোযোগ মৃত মণ্ডলীসংক্রান্ত বিন্যাসগুলির মধ্যে জীবন ফিরিয়ে এনেছিল।

আমরা যত অধিক আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবন থেকে আমাদের মধ্যে কার্যকরী ঈশ্বরের বাসকারী আত্মার সচেতনতাকে পৃথক করবো তত অধিক আমরা আত্মিকভাবে মৃত হয়ে যাব। একটি মণ্ডলী সম্পর্কে জানার বিষয়টি আমাদের একটি মণ্ডলীর সদস্য করে না, ঈশ্বর সম্পর্কে অধিক জানার বিষয়টিও আমাদের একটি মণ্ডলীর সদস্য করে না। আমরা যদি এই বিষয়গুলি জানি তবে সেটি উত্তম বিষয়, কিন্তু আমাদের জীবনে ঈশ্বরের মূল স্থানটির উপর গুরুত্ব দানের বিষয়টিকে আমরা যদি অবহেলা করি, তবে প্রশিক্ষণটি একটি প্রধান বাধায় পরিণত হতে পারে। এই আত্মিক অন্ধত্বকে অবিশ্বাস বলা হয় এবং এটি আমাদের নিশ্চিত বিজয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

পুরাতনের পুনঃপ্রবর্তন

আগের পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি ঈশ্বরের উপস্থিতির এক মহান সচেতনতা পুনরুদ্ধার করেছিল। লোকেরা জেনেছিল যে তারা যা করেছিল তা কোনও পার্থক্য তৈরী করেনি কিন্তু তাদের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মার কাজই পার্থক্য তৈরী করেছিল। আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের আত্মার এই সক্রিয় ভাবে কাজ করার বিষয়টিই হচ্ছে মৌলিক বিষয়। যখনই এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হবে, তখনই বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি উত্থিত হবে যেমন ধর্মভাব, ঈশ্তাত্ত্বিক অহঙ্কার, আত্মিক এক-ঘেয়েমীযুক্ত বিরক্তি এবং নৈতিক মানের অধঃপতন। এগুলি হচ্ছে ঈশ্বর কীভাবে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মাধ্যমে কাজ করেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট না হওয়ার ফল।

এই বিশ্বাসের ফল ধর্মীয় মানবতাবাদের মাসতুতো ভাইয়ে পরিণত হওয়ার পরিণতিতে শেষ হয়। ঈশ্বরের উপর আলোকপাত করার পরিবর্তে এখানে মানুষের প্রচেষ্টা এবং চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করে। ঠিক এই বিষয়টিই আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাই।

ব্যবহারিক নাস্তিকতাবাদ

আমি অসংখ্য বহু বছরের পুরাতন বিশ্বাসীদের মানসিকতা বর্ণনা করার জন্য ‘ব্যবহারিক নাস্তিকতাবাদ’ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি- যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না হয়েই তাদের খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করে আসছে। গীত রচয়িতা ঈশ্বরের লোকদের ক্ষেত্রের পশুদের মতো তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির দ্বারা চালিত হওয়ার বিষয় সতর্ক করেছিলেন। “ যে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী অথচ অবোধ, সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ” (গীত ৪৯:২০)।

খ্রীষ্টানরা তাদের জীবনকে উদ্দীপ্তকারী ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রকৃত সচেতনতা ছাড়া এক মহা বিপজ্জনক জীবন যাপনের সম্মুখীন হয়। ঈশ্বর প্রতিটি দৃশ্যের পশ্চাতে থাকেন, কিন্তু বিশ্বাসীরা এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারেত। যারা ঈশ্বরের সেবা করছেন তাদের জন্যেই এটি সত্য। তারা প্রচার করতে পারে, শিক্ষা দিতে পারে এবং সুসমাচার প্রসারিত করতে পারে কিন্তু তারা আত্মার অভ্যন্তরীণ কাজের বিষয় অসচেতন থাকে। আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে, “সত্যিই কি ঈশ্বর তাদের বিশ্বাস প্রক্রিয়ার একটি অংশ?” তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপগুলি কি ঈশ্বর ছাড়াই সম্পাদিত হচ্ছে? যদি তাই হয়, তবে এটি কি ঈশ্বর-কর্তৃক তৈরী অপেক্ষা মানুষের-তৈরী কার্য হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে না?

মণ্ডলীতে যে রণকৌশলটি অবশ্যই ফিরে আসা উচিৎ তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অবিরত সচেতনতা। এটি কেবল একজন ব্যক্তির দান, মণ্ডলীতে যাওয়া অথবা গরীবদের সাহায্য করা নয়; আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে বাস করি, এবং তিনি আমাদের জীবনের মাধ্যমে তাঁর উত্তম উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করেন।

> মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, ‘ঈশ্বর নাই’। তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়াছে;সৎকর্ম্ম করে এমন কেহই নাই। সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিতে চাহিলেন, বুদ্ধিপূর্বক কেহ চলে কি না, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। সকলে বিপথে গিয়াছে, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে;সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই, এক জনও নাই। অধর্ম্মচারী সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার জন্য আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে, সদাপ্রভুকে ডাকে না। (গীত ১৪:১-৪)।

তাঁর উপস্থিতির অন্বেষণ করা

আমরা যখন আবার ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে উপযুক্ত স্থান দিতে ইচ্ছুক হই তখন উদ্দীপনা আসে। আমরা যতক্ষণ নিজের উপর নির্ভর করি, আমরা আমাদের শক্তি এবং সম্পদগুলিকে কার্যকরী করি, আর ঈশ্বরের কোনও গৌরব হয় না।

আমরা যখন দিশাহারা হয়ে যাই, আমরা তখন তাঁকে ডাকি। আমরা যখন তাঁর উপস্থিতির বিষয় সচেতন হই এবং তাঁর প্রার্থনার উত্তরগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করি, তখনই প্রকৃত আরাধনা শুরু হয়। এইভাবেই ঈশ্বর আমাদের পুনরায় নতুন করার উদ্দেশে আমাদের জীবনের কঠিন সময়গুলিকে ব্যবহার করেন (গীত ১১৯:২৩-২৪)। আমরা যদি কষ্টের দ্বারা উত্তেজিত হওয়া অপেক্ষা আমরা যদি নিয়মিত তাঁর মুখের অন্বেষণ করি, তবে কী ঘটবে?

আমাদের সমাজ সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কে এমন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে যে মনে হবে ঈশ্বর কাজ করেন না। এই একই জাগতিক চিন্তা মণ্ডলীর মধ্যেও প্রবেশ করেছে যেখানে আমরা জগৎ এবং নিজেদের বিশ্বাসীরূপে ঘোষণাকারীদের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য দেখতে পাই।

পাঠ

- অসংখ্য খ্রীষ্টানসহ, মানবজাতি, শারীরিক এবং আত্মিক জীবনদানকারী ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে অসচেতন হয়েই জীবন যাপন করে।
- আমাদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের বিষয় সচেতনাতা ছাড়া, আমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং উগ্রতা বৃদ্ধি পায়।
- আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতির ওপর আলোকপাত করি, তখন আমরা নম্র হই, প্রশংসা করি, ঈশ্বর-কেন্দ্রীক হই এবং তাঁর উপর সঠিক ভাবে নির্ভর করি।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- গীত ১৪:১-২
- ফিলিপীয় ৩:১৭-১৯

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার জীবনে স্বশাসনের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করুন। আপনি কি যা অথবা আপনি যা করেন তার মধ্যে ঈশ্বরের সাহায্য এবং পরিচালনা ছাড়া আপনার খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করেন অথবা আপনার পরিচর্যা কাজ সম্পাদন করেন? ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনার চারিদিকে যার আছেন (মণ্ডলীতে এবং মণ্ডলীর বাইরে) তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সক্রিয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়টির মূল্যায়ন করুন। খ্রীষ্টানরা কি প্রার্থনা করে অথবা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করে? ঈশ্বর কি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন নাকি তারা কেবল তাঁর বাক্য পাঠ করে?

#১০
অভ্যর্থনা জানানো

ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয় এবং মনে থাকেন, তখন আমরা অবিরত তাঁর উপস্থিতির অন্বেষণ করি। যোহন তাঁর প্রথম সুসমাচারে এই বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বলেছেন। প্রথমে তিনি এই জীবনের সম্পর্কে বলেছেন (১:৪) যা এই জগতে এসেছিলেন এবং যোহন ১:১৪ পদে তিনি যীশু খ্রীষ্ট হিসাবে এই জীবনকে এবং জ্যোতিকে চিহ্নিত করেছেন।

পরের পদগুলি কৌতূহল জাগায়: "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। তাহার রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত" (যোহন ১:১২-১৩)। যারা তাঁকে গ্রহণ করেছিল তাদের ঈশ্বর তাঁর নতুন জীবন দিয়েছিলেন - ঈশ্বর আত্মায় তাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ নতুন জীবনকে অস্তিত্বের মধ্যে এনেছিলেন।

এই ব্যক্তিরা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারা তাঁকে গ্রহণ করেছিল অথবা তাঁকে অভ্যথনা জানিয়েছিল। গ্রীক শব্দটি একজন আতিথ্য দানকারী হিসাবে একই ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে একজন ব্যক্তিকে তার মধ্যে অথবা তার ঘরে শুভেচ্ছা এবং অভ্যর্থনা জানায়।

এক জন ব্যক্তি যে তার অতিথিকে অভ্যর্থনা জানায় এবং আপ্যায়ন করে তার সঙ্গে যে এমনকি তার অতিথির উপস্থিতিকে স্বীকার করে না তার মধ্যে কত পার্থক্য। ঈশ্বর কেবল একটি শক্তি অথবা প্রভাব হিসাবে আমাদের চারিদিকে বাস করেন না। তিনি একজন ব্যক্তি এবং আমরা সক্রিয়ভাবে তাঁকে আপ্যায়ন করি, সন্তুষ্ট করি এবং তাঁর সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করি যাতে তিনি নিজেকে একজন ঘরের লোক বলে মনে করেন। শক্তিশালী খ্রীষ্টান আত্মার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে একটি চলমান সম্পর্ক তৈরী করে।

ঈশ্বরের উপস্থিতির বিষয় সচেতন হওয়ায়, আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর অন্বেষণকারী একটি হৃদয়ের দ্বারা কাজ চালিয়ে যাই। 'তাঁর অন্বেষণকারী' উক্তিটি পবিত্র শাস্ত্রে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমি অনেকবার এই উক্তিটির উপর ধ্যান করেছি, এর অর্থটি এবং এর পূর্ণ ব্যবহারের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি।

'ঈশ্বরের অন্বেষণ করার বিষয়টি সেখানে ঈশ্বরের থাকার বিষয়টির উপর গড়ে উঠেছে। এখানেই বিশ্বাসের বিষয়টি চিত্রের মধ্যে আসে কারণ আমরা তাঁকে দেখতে পারি না। "কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা" (ইব্রীয় ১১:৬)। বিশ্বাস হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবন এবং এর জীবনের একটি জটিল প্রকাশের মেরুদণ্ড। বিশ্বাসের সঙ্গে জীবন থাকে। বিশ্বাস ছাড়া আত্মিক জীবন থাকতে পারে না। ঈশ্বর রহবিয়াম রাজার বিষয়ে বলেছিলেন, "রহবিয়াম সদাপ্রভুর অন্বেষণ করণার্থে আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করেন নাই বলিয়া যাহা মন্দ তাহাই করিতেন" (২ বংশাবলি ১২:১৪)।

এক জন ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, তখন তার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের সম্পর্কে সচেতনতা থাকে না, কিন্তু তাঁকে জানার এবং সন্তুষ্ট করার বাসনাও তার মধ্যে থাকে। তাঁর জন্য আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়টি তাঁকে জানার এবং তাঁর ইচ্ছা জানার ঐ বাসনাগুলির একটি প্রকাশ। আমরা তাঁকে জানতে চাই এবং তাঁর উপায়গুলি শিখতে চাই। আমরা তাঁর আরও কাছে আসতে চাই এবং তিনি যা করেন তাতে আমরা অংশ গ্রহণ করতে চাই।

একজন উত্তম আতিথ্য দানকারী তাঁর অতিথিকে ঘরোয়া পরিবেশ দেন। অতিথি সেই সময়ের জন্য আতিথ্য দানকারীর জীবনের এবং ঘরের একটি অংশে পরিণত হয়। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও শেষ হয় না। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে যীশু খ্রীষ্ট সক্রিয় হওয়ার পর, ঐ ব্যক্তির জীবনে এই বিশেষ অতিথির 'বাস করার' অর্থ কী সেই বিষয়টি সে ক্রমাগত অধিকরূপে অনুসন্ধান করে।

পাঠ

- বিশ্বাসী প্রাথমিকভাবে শুরু থেকেই (পরিত্রাণের সময় থেকে) কেবল যীশুকে তাঁর জীবনে অভ্যর্থনা জানায় না কিন্তু সারা জীবন সে অবিরত তাঁর মধ্যে বাসকারী যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে তার সচেতনতাকে আরও অধিক গভীর করার বিষয় সচেষ্ট হয়।
- আমাদেরকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত এই নতুন স্বভাব থেকে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বাস আমাদের সচেতন স্বীকারোক্তির প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং কাজকে অভ্যর্থনা জানায়।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইব্রীয় ১১:৬
- যোহন ১:১২-১৩

প্রদত্ত কাজ

○ ঈশ্বর প্রথম যখন তাঁর প্রতি সাড়া দানের বিষয় আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করেছিলেন তখনকার আপনার চিন্তাভাবনাগুলির কাছে ফিরে আসুন। যোহন ১:১২-১৩ পদগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করুন।

○ বাইবেলে 'প্রভুর অন্বেষণ কর' উক্তিটি অনুসন্ধান করুন। এই পদগুলি সম্পর্কে অথবা এর ব্যবহার সম্পর্কে দুটি অথবা তিনটি পর্যবেক্ষণ তৈরী করুন।

○ আপনার গত সপ্তাহের বিষয় চিন্তা করুন। কী কী ভাবে, কীভাবে আপনি প্রভুর অন্বেষণ করেছেন? এটি আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

খুব বেশী নয়............সামান্য...........অনেক? ব্যাখ্যা করুন।

#১১
ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বাস

যে ভাবে আমরা প্রভুকে স্বীকার করি, অন্বেষণ করি এবং গ্রহণ করি তার জন্য আমাদের খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র সঙ্গে অনেক কিছু করতে হয়। এই কাজগুলি আত্মিক বৃদ্ধির বিষয়টিকেও বর্ণনা করে, ঠিক যেমন শারীক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লম্বা হওয়া, পরিপক্ক হওয়া এবং শক্তিশালী হওয়ার বিষয়গুলি নির্দেশকের কাজ করে।

প্রভুর উপস্থিতির অন্বেষণকারী বিশ্বাসীরা এই বিষয়গুলি ব্যবহার করে এবং এই ভাবে তারা বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়। যারা তাঁর অন্বেষণ করে না তারা বিশ্বাসে জীবন যাপন করে না, কিন্তু তারা যা দেখে তার দ্বারা জীবন যাপন করার দিকে ফিরে যায়।

খ্রীষ্টানদের দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ আছে, প্রত্যেকটির জন্য তাদের বিশ্বাস ব্যবহারের প্রয়োজন হয়:

(১) সে যখন পতিত হবে তখন কীভাবে তাকে প্রভুর কাছে ফিরে আসতে হবে সেই বিষয়টি শেখা।

(২) এমনকি সমস্ত কিছু যখন ঠিকঠাক চলবে তখনও তার অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রভুর কাছে আসা প্রয়োজন।

উভয় ক্ষেত্রেই, বিশ্বাস প্রয়োজন। একজন বিশ্বাসী যখন প্রকৃত স্বীকারোক্তি সহ তার হৃদয়কে নম্র করে, তখন সে প্রভুর অন্বেষণ করার সময় প্রভুতে তার বিশ্বাসের অনুশীলন করে।

পিতা শলোমনের মতো, তাঁর পুত্র রাজা রহবিয়াম ভালোভাবে তার শাসন শুরু করেননি। তিনিবিজ্ঞ উপদেষ্টাদের কাছ থেকে ধারণাগুলি গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে ধারণাগুলি গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই অবনতি সত্ত্বেও, তিনি যখন সদাপ্রভুর অন্বেষণ করেছিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিলেন। প্রথম দিকে ঐ বছরগুলি অতিবাহিত হওয়ার পরেই কেবল তিনি সদাপ্রভুর কাছ থেকে দূরে চলেগেছিলেন।

রহবিয়ামের রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী হয়েছিল, তিনি এহং তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলের সকলে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা ত্যাগ করেছিলেন (২বংশাবলি ১২:১)।

রহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বছর থেকে তাকে যে সকল ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা সরাসরিভাবে সদাপ্রভুর প্রতি তাঁর অবিশ্বস্ততার সঙ্গে যুক্ত ছিল। "কারণ লোকেরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্য লঙঘন করিয়াছিল" (২ বংশাবলি ১২:২)। যাইহোক, তিনি যখন আবার সদাপ্রভুর অন্বেষণ করেছিলেন তখন রহবিয়ামকে শাসন করা থেকে সদাপ্রভু বিরত হয়েছিলেন।

"রহবিয়াম আপনাকে অবনত করাতে সদাপ্রভুর ক্রোধ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইল, সর্বনাশ হইল না। আর যিহূদার মধ্যেও কাহারও কাহারও সাধুভাব ছিল" (২ বংশাবলি ১২:১২)।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করেন এই নীতিগুলি শেখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একই ভাবে ঈশ্বরের সমগ্র প্রশিক্ষণ প্রকল্পের একটি চিত্রের সঙ্গে আমরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করছি তার সঙ্গে এই নীতিগুলিকে সংযুক্ত করার সমানভাবে জটিল। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করছেন এবং কীভাবে উন্নতি করতে হবে সেই বিষয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র আরও দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করতে এই নীতিগুলি আমাদের সক্ষম করে।

বিশ্বাসের সত্য তথ্যসমূহ

আমাদের আত্মিক কল্যাণ আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, "বাস্তব সময়ের মধ্যে" ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যা বিশ্বাস করি। আমাদের বিশ্বাস যখন শক্তিশালী হয়, তখন আমাদের আত্মিক জীবন বৃদ্ধি লাভ করে। এটি যখন দুর্বল হয়, তখন আমরা আত্মিক পরাজয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করি।

আমাদের বিশ্বাসের শক্তি আমাদের অতীত বিবরণ অথবা আমরা সম্প্রতি ভালো অথবা মন্দ কাজ করছি কিনা তার উপর নির্ভর করে না। মনে রাখবেন, রহবিয়াম যখন ভাল কাজ করছিলেন তখনই তিনি পতিত হয়েছিলেন। তিনি যখন ভগ্নচূর্ণ হয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেছিলেন। আমাদের আত্মিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে বর্তমানে আমরা প্রভুর প্রতি কীভাবে সাড়া দিচ্ছি তার উপর।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে যখন সমস্ত কিছু ঠিকঠাক চলছে তখন কেন আমরা পতিত হতে পারি অথবা যখন আমরা ভেঙ্গে পড়ি, এবং ভগ্নচূর্ণ অন্তরে আমরা যখন বিশেষ সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডাকি তখন কেন আমরা তাঁর সাহায্য পাই। আমাদের শক্তি আমাদের বর্তমান বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

ঈশ্বর চান আমরা যেন আত্মিক ব্যর্থতাকে এড়িয়ে চলি এবং শক্তিশালী থাকি। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের শক্তিশালী থাকার জন্য নিয়মিত অনুরোধ করে। একটি শক্তিশালী বিশ্বাসকে অবশ্যই প্রলোভনের ভেতর এবং বাইরে খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং প্রলোভনের সময় কীভাবে বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে তা শিখতে হবে। প্রত্যেকটি দৃশ্যবিবরণীর উপর ধ্যান করতে হবে এবং কীভাবে প্রভুর অন্বেষণ করতে হবে সেই বিষয়টি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। আমাদের ক্রমবর্দ্ধ মান বিশ্বাস ঈশ্বরের গুরুত্ব এবং তাঁর কাজের গুরুত্বকে স্বীকার করার সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে বাঁধা আছে যাতে এটি আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপ দান করে। আত্মিক দুর্বলতা এই বিষয়ে বিশ্বাসের অভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত যে আমাদের জীবনে একটি অথবা একাধিক দিকে প্রভু গুরুত্বপূর্ণ।

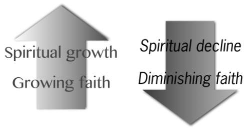

এই বিষয়গুলি পরিবর্তিত হয় এবং আমদের হৃদয়ে এবং মনের মধ্যে সুযোগগুলি গোপনে স্থান গ্রহণ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে, আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে কীভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি সমৃদ্ধ জীবন নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়। ঈশ্বর তাঁর আরও কাছে আনার জন্য আমাদের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের পরিস্থিতি আসতে দেন।

পাঠ

- আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন থেকে অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে আত্মিক বৃদ্ধি উদ্ভূত হয়।
- ঈশ্বর পথ গুরুত্বপূর্ণ অথবা সব থেকে ভাল হওয়ার বিষয়টি আন্তরিকভাবে আর বিশ্বাস না করা থেকে আত্মিক পরাজয় আসে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ২ বংশাবলি ২:১২
- ২ ব ংশাবলি ২:১-১৪

প্রদত্ত কাজ

○ ঈশ্বরে আপনার বিশ্বাস বর্ণনা করুন। আপনি যখন বর্ণনা করছেন, আপনার জীবনে ঈশ্বরের থাকার বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি চিন্তা করেন তার ০ থেকে ১০ এর একটি স্কেলে হার পরিমাপ করুন।

○ আপনি কখন ঈশ্বরের নিন্দা করেছিলেন তা চিন্তা করুন। সেই সময় আপনার সন্দেহের বিষয়গুলি বর্ণনা করুন। আপনি কি ঈশ্বরের কয়েকটি দিক সম্পর্কে অথবা তাঁর কতগুলি পথ সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলেন?

#১২
আমাদের জীবনের লক্ষ্যসমূহ

প্রত্যেকটি প্রভাবের নির্দিষ্ট দিক এবং শক্তি আছে। উদাহরণ স্বরূপ, বায়ূ উত্তরপূর্ব দিকে ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিবেগে প্রবাহিত হতে পারে। সেটি একটি প্রচণ্ড ঝড় হতে পারে!

আমাদের জীবনের শক্তিও একই রকম। এই জীবনী শক্তির কারণেই আমাদের শারীরিক দেহ বৃদ্ধি পায় এবং এই আধুনিক যুগে আমাদের কাজ করতে সক্ষম করে। আমরা সেলফোনে কথা বলতে পারি অথবা লোক ভর্ত্তি বাসে লাফিয়ে উঠতে পারি। আত্মিক জীবনী শক্তি আমাদের শারীরিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করে। এটি আমাদের শারীরিক ফ্রেম এবং মনের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করলেও এর নিজস্ব ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের বৃদ্ধি র জন্য, আমাদের এই আত্মিক জীবনের গতিপথ অথবা লক্ষ্যগুলি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তারপর, আমাদের জীবনের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে কাজ করার পরিবর্তে আমাদের লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। এক ঝড়ো দিনে আমি চিকাগোর রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম যখন আমাকে অনেক কষ্টে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল। ঝড় আমার বিপরীত দিক থেকে বইছিল। অন্য দিকে, আরেকবার আমাকে ঝড়ের অনুকূলে সাইকেলে করে যেতে হয়েছিল যখন আমি প্যাডেল না করে অনেক দূর এগিয়ে গেছিলাম কারণ প্রচণ্ড বাতাস আমাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল।

আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করা

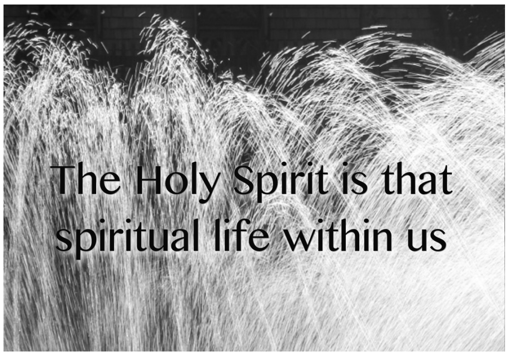

আমাদের আত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞান হচ্ছে একটি মূল বিষয়। ঈশ্বর আমাদের জীবনে কী করছেন সেই বিষয়ে আমরা যদি আমাদের সচেতনতা যুক্ত করতে পারি এবং এর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে যুক্ত করি, তবে আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের অধিকাংশ সংগ্রাম অদৃশ্য হয়ে যাবে।

বাস্তব বিষয়টি হচ্ছে, অনেক বিশ্বাসী তাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের কী কী লক্ষ্য আছে সেই বিষয়ে তারা অজ্ঞ। এর কয়েকটি স্বাভাবিক। আমরা যদি আমাদের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই, আমরা আত্মিক বিষয় দেখতে পাব না। আমরা লোকদের, গাড়ীগুলি, গাছপালা অথবা ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথিকদের দেখতে পাব, কিন্তু আমরা স্বর্গদূতদের এবং ভূতপ্রেতদের দেখতে পাব না। বাতাসের মতো ঈশ্বরের আত্মা আমাদের চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পারি না। আমরা কেবল এই বাস্তব জগতে বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে তাঁর প্রভাব দেখতে পাই।

আত্মিক জগৎ দেখার জন্য ইলীশায়ের পরিচারকের চক্ষু খুলে দিতে হয়েছিল। "তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, " হে সদাপ্রভু বিনয় করি, ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন এ দেখিতে পায়।" তখন সদাপ্রভু সেই যুবকটীর চক্ষু খুলিয়া দিলেন, এবং সে দেখিতে পাইল, আর দেখ, ইলীশায়ের চারিদিকে অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্ব্বত পরিপূর্ণ" (২ রাজাবলি ৬:১৭)।

ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের মাধ্যমে, আমরা আত্মিক জগতের অনুভূতি লাভ করতে শুরু করতে পারি। উদাহরণ, ইব্রীয় পুস্তক থেকে আমরা জানি যে প্রত্যেক ঈশ্বরের সন্তানের সঙ্গে অন্ততঃ একজন স্বর্গদূত থাকেন (ইব্রীয় ১:১৪)।

বাতাস বইছে

ঈশ্বরের বাক্যে এই অধিক কৌতূহলী বিস্তারিত বিষয়ে খুব বেশী বলা হয়নি, কিন্তু এটি অপরিহার্য বিষয়গুলিকে অনেকটা আলোকিত করে - তিনি আমাদের মধ্যে আত্মিক জীবনের প্রভাবের মাধ্যমে কী করছেন। পৌল বিশ্বাসীদের জন্য এই লক্ষ্যটিকে চিহ্নিত করেছেন: "তাঁহাকেই (খ্রীষ্টকে)আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি, যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্তিত করি" (কলসীয় ১:২৮)।

পিতর এই বিষয়টিকে কিছুটা অন্যভাবে বলেছেন, "কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, " তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র" (১ পিতর ১:১৫-১৬)।

'খ্রীষ্টে সিদ্ধ হওয়া' এবং 'পবিত্র হওয়া' হচ্ছে আত্মিক জীবন 'বায়ুর' আমাদের জীবনে কাজ করার গতিপথের দুটি উপায় উপস্থাপন করে।

আমাদের বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারার জন্য আমরা শারীরিক জীবনী শক্তির সঙ্গে তুলনায় "আত্মিক জীবনী শক্তি' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকেও আরও অধিক কিছু আছে। ঠিক যেমন খ্রীষ্ট তাঁর বাক্যের মাধ্যমে শারীরিক জীবন সৃষ্টি করেন এবং তা টিকিয়ে রাখেন (কলসীয় ১:১৫-১৭)। সুতরাং আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে ঐ "জীবনী শক্তি" দান করেন।

বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের একটি সমস্যা হচ্ছে আমরা ধরে নিই যে শারীরিক জীবন এবং আত্মিক জীবন নিজে থেকেই ঘটে যায়। এটি সত্য নয়। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ করার জন্য আমাদের মধ্যে তাঁর শক্তি কাজ করে। এটি প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সৃষ্ট প্রতিটি বিষয়ের জন্য সত্য। সমস্ত কিছু ঈশ্বরের গৌরব আনার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও এটি সত্য যা যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন তাদেরকে আত্মিক জীবন দান করে।

"আর আমি পিতার নিকটে নিবদেন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমদিগেকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন;তিনি সত্যের আত্মা;জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না;তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন" (যোহন ১৪:১৬-১৭)।

আমাদের আত্মিক সচেতনতাকে শক্তিশালী করার জন্য, আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন, যাতে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের জীবনের মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য আমরা একটি দল হিসাবে কাজ করতে পারি।

পাঠ

- 'আত্মিক জীবনী শক্তিদ' হচ্ছে আমাদের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে চালনাকারী 'শারীরিক জীবনী শক্তির' অনুরূপ।
- আমাদের মধ্যে কার্যকরী আত্মিক জীবনী শক্তি হচ্ছে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজের সমরূপ।
- আমরা যখন আমাদের শারীরিক জীবন এবং আত্মিক জীবন, উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সচেতন ভাবে আমাদের ইচ্ছাকে যুক্ত করি, তখন আমাদের আত্মিক জীবন যাপন করা অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ এবং দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ পিতর ১:১৫-১৬
- যোহন ১৪:১৬-১৭

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন যে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য আপনার মধ্যে তাঁর পবিত্র আত্মাকে ব্যবহার করছেন? ব্যাখ্যা করুন।

○ কলসীয় ১:২৮ এবং ১ পিতর ১৫-১৬ পদ থেকে, আপনার মধ্যে আত্মিক জীবনী শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর যা করার চেষ্টা করছেন সেই বিষয়ে আপনি কী বলবেন? আপনি এর থেকে কত দূরে আছেন?

#১৩
পরিচালনা সন্ধান করা

খ্রীষ্টের মতো হতে আমাদের সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে আমাদের মধ্যে বাস করেন। এটি একটি অপূর্ব এবং বিহ্বলকারী সত্য, তথাপি আমরা বিভ্রান্ত হতে পারি। (মন্দ ব্যক্তি আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য দ্বিগুণ সময় কাজ করে।) খ্রীষ্টের মতো জীবন যাপন করার অর্থ কী সেই বিষয়ে বিশ্বাসীরা হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারে অথবা তাদের কাছে বিষয়টি অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, তাদের মনে হতে পারে এটি কেবল স্বর্গের জন্য সংরক্ষিত বিষয়।

তারা সমস্ত রকমের আত্মিক সংগ্রামগুলির সম্মুখীন হয় এবং তারা বুঝতে পারে না কীভাবে তারা এই সমস্যাগুলিকে জয় করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিকে কীভাবে সঠিকভাবে রক্ষা করতে হবে তারা তা জানে না। তারা তিক্ত হয়ে যায় এবং অন্যদের বিষয়ে তারা হতাশ হয়ে যায়। ভালোবাসা ছাড়া অন্য যে কোনও বিষয়ের তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আমরা যখন একটি ক্ষুদ্র শিশুকে দেখি, আমরা প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যাশাগুলি তাদের উপর চাপিয়ে দিই না। তা পাগলামি হবে। এমনকি শিশুরা নিজে নিজে খেতে পারে না! এক সময় তারা এটি পারবে, কিন্তু এর জন্য সময় লাগবে। আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটে।

আত্মিক জীবনের অস্তিত্ব এবং সারমর্ম উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য যোহন শারীরিক জীবনের উপমা ব্যবহার করেছিলেন (আমরা যেমন যোহন ১, ৩ এবং ৫ অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছিলাম)। তিনি আমাদের আমাদের আরেকটি অত্যন্ত সহায়ক উপমা দিয়েছেন যা আমাদের আত্মিক জীবনের বিকাশটিকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে।

মানুষের আত্মিক জীবন মানুষের শারীকি জীবনের মতো একই ভাবে বিকশিত হয়। নিঃসন্দেহে সেখানে বিভিন্ন পার্থক্য আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সাদৃশ্যগুলি আমাদেরকে খ্রীষ্টিয় জীবনের বিভিন্ন ধাপে আত্মিক জীবনের বিকাশের মধ্যে মহান অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার সুযোগ দেয়। এই উপমাটি এত সহায়ক যে আমি যখন আত্মিক জীবনের কোনও একটি বিষয় বুঝতে পারি না, তখন অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য আমার শারীরিক জীবনে ঐ ধাপে কী ঘটছে সেই বিষয়টি লক্ষ করি।

আত্মিক জীবনের তিনটি স্তর উপলব্ধি করার জন্য ১ যোহন ২:১২-১৪ পদে যোহন আমাদের মূল বিষয়টি দিয়েছেন। জীবনের এই তিনটি আত্মিক স্তর সরল হলেও তা আমাদের আত্মিক জীবন প্রক্রিয়ার আমাদের উপলব্ধিকে স্পষ্টরূপে আরও গভীর করে। যা আমাদের কাছে ধারণমূলক অথবা গুপ্ত বলে মনে হতো, এখন তা ব্যবহারিক এবং স্পষ্ট বলে মনে হয়।

১ যোহন ২:১২-১৪

> বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে। পিতারা, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ।
>
> শিশুগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জান। পিতারা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান্, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ (১ যোহন ২:১২-১৪)।

'বৎসেরা,' 'যুবকেরা,' এবং 'পিতারা' উক্তিগুলি পরিচিত এবং শক্তিশালী চিত্র। বেশ কিছু লোক আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে কীভাবে এই উপমাগুলিকে আত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কারণ এখানে শারীরিক বিকাশ এবং বয়সের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত বর্ণনাগুলি আমরা যখন আরও মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করি, তখন দেখতে পাই যে যোহন শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তে আত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছিলেন। 'পাপাত্মাকে জয় করা' এবং 'ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করে' উক্তিগুলি স্পষ্টভাবে শারীরিক জীবনকে উল্লেখ করে না কিন্তু আত্মিক জীবনকে উল্লেখ করে।

কেবল তিনটি স্তর

বিকাশ সংক্রান্ত (জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত) মনস্তত্বে আমরা শারীরিক বিকাশের বিষয় অনেক কিছু শিখেছি। বিকাশের এই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কীভাবে ঐ স্তরগুলি সামগ্রিক ভাবে আত্মিক জীবনের সঙ্গে মানানসই হবে সেই বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখা হবে। (আমাদের আরও প্রশিক্ষণ উপকরণ আছে যা এই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতে এই সত্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং প্রয়োগ করার জন্য নিয়োজিত হয়।)

পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্ভুত আত্মিক জীবনী শক্তি যীশু খ্রীষ্টের অনুগামীদের রূপান্তরণ থেকে খ্রীষ্টের স্বরূপতা লাভের দিকে অদম্যভাবে চালনা করে।

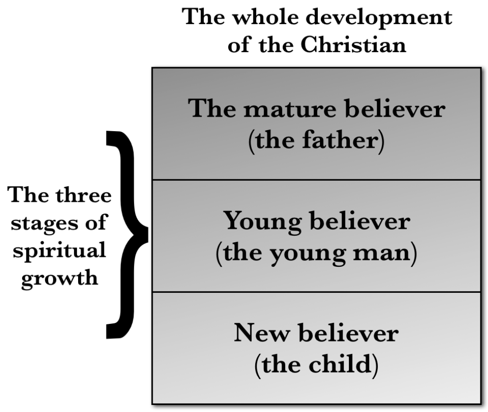

এই স্তরগুলিতে কী ঘটে সেই বিষয়ে স্পষ্টভাবে দেখাতে এই তিনটি স্তর সাহায্য করে। আমরা যখন এই বৃদ্ধির সুবিধা দিই, বিশ্বাসীরা তখন শক্তিশালীরূপে বৃদ্ধি লাভ করে। আমরা যখন এবং যেখানে নিজেদের অথবা অন্য বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি র উদ্দেশে আমাদের দায়িত্বগুলিকে উপেক্ষা করি, তখন বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়।

আমরা যখন বর্তমান মণ্ডলীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা যেন মণ্ডলীর মধ্যে বিভ্রান্তি অথবা উদ্দেশ্যহীনতার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে অথবা স্বয়ং ঈশ্বরকে দোষারোপ না করি। শিষ্য তৈরী করার বিষয়ে মণ্ডলী নিজে তার দায়িত্বকে অবহেলা করেছে। যাইহোক, আমাদের আশা হচ্ছে যে আমরা যখন খ্রীষ্টের মতো হওয়ার বিষয়টিকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং খ্রীষ্ট আমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছেন তা পালন করি, তখন মণ্ডলী আবার শক্তিশালীরূপে বৃদ্ধি পায়। যীশুর অনুগামীরা, পুরাতন শিষ্যদের মতো, তাঁর প্রেমের মধ্যে তাঁর কাজ সম্পাদন করবে।

আমাদের নির্দেশনা দানের জন্য আমদের পরিবারগুলির মধ্যে বড় হয়ে ওঠার সব থেকে সাধারণ চিত্রগুলির একটি ব্যবহার করার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রভাবিত করার জন্য এই বিকাশসংক্রান্ত পথটি বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্যে, বিশ্বাসীদের, আমাদের নিজেদের অথবা অন্যদের বৃদ্ধিতে সাহায্যের উপর আলোকপাত করতে যে ভাবে এই স্তরগুলি আমাদের সাহায্য করে সেই বিষয়গুলিকে আমরা দৃষ্টিগোচর করবো।

পাঠ

- বিশ্বাসীদের আত্মিক বৃদ্ধি র বিষয়টির সঙ্গে মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি র অনেক সাদৃশ্য আছে।
- মণ্ডলীর দুর্বলতার সঙ্গে সুসমাচারের অথবা ঈশ্বরের বাক্যের শক্তির অভাবের কোনও সম্বন্ধ নেই, কিন্তু চারিদিকের লোকদের প্রশিক্ষিত করার বিষয় ঈশ্বরের লোকদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এর কারণ।
- আত্মিক বিকাশের তিনটি স্তর আছে: নতুন বিশ্বাসী (শিশুরা), অপরিপক্ক বিশ্বাসীরা (যুবকেরা) এবং পরিপক্ক বিশ্বাসীরা (পিতারা)।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ যোহন ২:১২-১৪)

প্রদত্ত কাজ

○ ১ যোহন ২:১২-১৪ পদ অধ্যয়ন করুন। আপনি তিনটি কী কী দল দেখতে পেয়েছেন? প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে শারীরিক এবং আত্মিক, উভয় প্রকারের একটি পার্থক্য দৃষ্টিগোচর করুন।

○ যোহন ঐ তিনটি দলকে কী কী ক্রমে আলোচনা করেছেন?

○ কোনও একজন ব্যক্তিকে শিষ্য করার বিষয় আপনি কি সচেতন? যদি না হয়, তবে কেন আপনি সচেতন নন বলে মনে করেন?

#১৪
কৌতূহল

বিশ্বাসীরা যখন এই তিনটি স্তরের বিষয় শোনে, এবং তারা যখন উপলব্ধি করে যে চতুর্থ কোনও স্তর নেই, তখন তারা অবাক হয়ে চিন্তা করতে শুরু করে তারা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। এটি অনেকটা কোনও একটা বনভোজন অথবা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার দলগত ছবি দেখানোর মতো। আমাদের চোখ দুটো নিজেদেরকে ছবির মধ্যে খুঁজতে থাকে। আমি কি ছবিতে আছি? আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

খ্রীষ্টানরা, তাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে কৌতূহলে পরিপূর্ণ, তারা জানতে চায় তারা কতদূর এসেছে। অধিকাংশ বিশ্বাসীরা আত্মিক বিকাশের এই তিনটি স্তরের বিষয় কখনও শোনেনি। যার ফলে তাদের বিশ্বাস না উষ্ণ না শীতল হলেও তাদের মধ্যে একটি আগ্রহের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। প্রভুও পরিবারের উপমা ব্যবহার করেছিলেন যাতে প্রত্যেকটি বিশ্বাসী সহজেই বুঝতে পারে, আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং অন্যদের বিষয়টি অবগত করে।

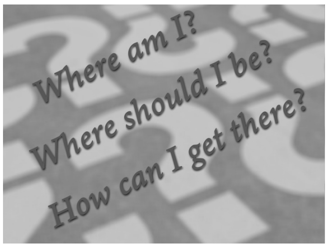

স্তরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার সময়, একজন ব্যক্তির অন্যদের থেকে নিজেকে বড় অথবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করার একটি বিপদ থাকে, এমনকি তারা এটাও মনে করতে পারে যে তার অন্যদের ঠিক করা প্রয়োজন (আপনি এই ধরণের লোকদের আধ্যাত্মিক গুণ্ডা বলে অভিহিত করতে পারেন)। যোহনের মনে এই ধরণের উদ্দেশ্য ছিল না।

নিজেদের অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার পরিবর্তে, আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা উচিৎ আমাদের সেবা অথবা পরিচর্যা কাজগুলির সঙ্গে আমাদের জীবনকে আমরা যে ভাবে চালিত করছি তার মধ্যে পবিত্র আত্মার জীবনী শক্তি আমাদেরকে কতটা খ্রীষ্টের স্বরূপতা প্রতিফলিত করতে সক্ষম করেছে। আমাদের আত্মিক জীবনের এই উপযুক্ত আগ্রহ আমাদেরকে এই বিষয়ে চিন্তা করার পথে চালিত করে যে আমরা কতটা বৃদ্ধি লাভ করেছি এবং অন্য আর কোন্ কোন্ দিকে আমাদের আরও পরিপক্ক হওয়া প্রয়োজন। একটি ছোট বালকের মতো নিজের সম্পর্কে চিন্তা করুন যে তার পিতার মতো বড় হওয়ার বিষয় স্বপ্ন দেখে।

বৃদ্ধির একটি নতুন দর্শনের প্রয়োজন

অধিকাংশ বিশ্বাসী একটি সুস্থ বৃদ্ধি দেখার পরিবর্তে, আত্মিক নিশ্চল অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। তারা বৃদ্ধি লাভ করে না। তারা এমনকি এটাও জানে না যে তাদের কাছে অবিরত বৃদ্ধি লাভের বিষয় প্রত্যাশা করা হয়! অথবা তারা যদি এটি উপলব্ধিও করে, তারা পরাজিয় অনুভব করে। তাদের জীবনের একটি অথবা একাধিক দিকগুলিতে সমস্যা থাকে এবং তারা ব্যাপকভাবে আশা ত্যাগ করে যে তারা বর্তমানে তাদের মধ্যে যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছে তার থেকে তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হতে পারে। তারা মনে করে যে তাদেরকে এই অবস্থার মধ্যেই থেকে যেতে হবে।

আমরা একটি বর্দ্ধনশীল দ্রাক্ষালতাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাই অনেকটা সেই রকম ভাবে আমাদের চিন্তাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা যখনই আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আমাদের জীবনে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যসহ ঈশ্বরের শক্তিশালী জীবনীশক্তিগুলির উপলব্ধিকে সংযুক্ত করি, তখনই আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় বিকাশের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার বিষয় আলোড়িত হতে পারি।

যেভাবে আমাদের শারীরিক জীবনে উৎসারিত বৃদ্ধি আমাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার দিকে চালিত করে, একই ভাবে আমাদের আত্মিক জীবনে তাঁর সত্যগুলির উপলব্ধি আমাদেরকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি দান করে যা আমাদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি দেয়। চিন্তাধারার শৃঙ্খলটি যা আত্মিক বৃদ্ধির পূর্বজ্ঞান গড়ে তোলে তা অনেকটা এই রকম কিছু হতে পারে:

- পবিত্র আত্মা আমাকে এখনও পূর্ণ আত্মিক বিকাশের দিকে টেনে আনছে; তিনি আমার বিষয় তাঁর প্রচেষ্টা ত্যাগ করেননি।
- হ্যাঁ, কোথায় আমি আমার ভুল পথ অগ্রাহ্য করেছি?
- আমার জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে।
- ঈশ্বর আমাকে পরিপক্কতার মধ্যে বৃদ্ধি দিতে সুসজ্জিভূত করেছেন।
- এখন আমি কোথায় আছি?
- বৃদ্ধি লাভের জন্য আমার পরবর্তী পদক্ষেপটি কী?
- কীভাবে আমি আরও বৃদ্ধি লাভ করতে পারি?

এগুলি হচ্ছে কয়েকটি সম্ভাব্য চিন্তাভাবনা যা আত্মিক জীবনের উপর সঠিক শিক্ষার থেকে উদ্ভূত হয়। এই সত্যগুলি বিশ্বাসীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে যেখানে ঈশ্বরের কাজের প্রতি তাদের বিশ্বাস তাদের মধ্যে পুনরায় প্রজ্বলিত হয়।

একটি বর্দ্ধনশীল আশা

"মানে আপনি সত্যিই চান আমি যীশুর মতো হই? এটি আমার জন্য ব্যবহারিকভাবে কী অর্থ প্রকাশ করে তা উপলব্ধি করতে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন এবং আপনি কি আমাকে এর উপায়টি দেখাবেন? আমার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপটি কী?"

বিশ্বাসীরা যে আত্মিকভাবে আরও অধিক বৃদ্ধি লাভ করতে পারে সেই বিষয়টি পূর্বেই উপলব্ধি করার এই চিন্তাগুলি বিশ্বাস উৎপন্ন করে।

তারা এখন আত্মিক বিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেএবং এখন থেকে তারা তাদের সমস্যাগুলির পরিবর্তে তাদের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলির দিকে তাকাতে শুরু করে। পরিবর্তিত হওয়ার আশাটি আবার তাদের কাছে ফিরে আসে। বৃদ্ধি হওয়া বিশ্বাস সহ, তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাগুলি থাকে যে ঈশ্বর তাদের ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে সক্ষম করবেন।

আত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলির মাধ্যমে প্রত্যেক বিশ্বাসী ধাপে ধাপে, পূর্ণ পরিপক্কতার মধ্যে বড় হতে থাকে। কয়েক জন্য ব্যক্তি এই শিক্ষাটির বিরোধীতা করতে পারেন, কিন্তু ১ যোহন ২:১২-১৪ পদে এই বিষয়টিই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সন্দেহের পশ্চাতে থাকা বৃহত্তর সমস্যাটি হচ্ছে পরিপক্কতা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। কেউ সিদ্ধ হতে পারে না, কেউ পাপহীন হতে পারেনা। আমরা ইতিমধ্যেই পাপে পরিপূর্ণ হয়েগেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে গৌরব দানকারী ঈশ্বরীয় সিদ্ধান্তগুলি অবিরত গ্রহণ করার দ্বারা আমরা আমাদের রূপান্তরিত জীবন দেখতে পারি। যোহনের কথাগুলি কীভাবে এই চিন্তাগুলি প্রতিধ্বনিত করে তা লক্ষ করুন:

> হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক। আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি (১ যোহন ২:১-৩)।

বিশ্বাসীরা যখন কৌতূহলী হয়, তারা তখন শেখার জন্য এবং বৃদ্ধি লাভের জন্য তাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে (শিক্ষকরা জানেন যে তাদের শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা থাকার বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ)। যারা মনে করে পনের বছর ধরে মণ্ডলীতে যোগদান করার দ্বারা তারা ইতিমধ্যেই সব শিখে নিয়েছে তাদের মানসিকতার পক্ষে এটি অত্যন্ত ভিন্ন হয়।

জীবনটা এমন একটি বিষয় নয় যা আমাদের বৃদ্ধি করতে হয়। এটি নিজে থেকে বৃদ্ধি লাভ করে। একটি ছোট অঙ্কুরের মতো, আমাদের একটি ছোট গাছকে সুরক্ষিত করতে হয় এবং জল, সার এবং সূর্যের আলোর মতো এর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দিতে হয়। আমরা জীবন অথবা বৃদ্ধি তৈরী করি না কিন্তু আমরা এটি কর্ষণ করতে পারি, আর খ্রীষ্টিয় জীবনের ক্ষেত্রেও এটি একই রকমের হয়।

বিশ্বাসী একবার যখন বৃদ্ধির জন্য তার সম্ভাবনার বিষয়টি বুঝতে পারে, তখন সে তার মনকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যগুলি আরও অধিক আহরণ করার জন্য আগ্রহী হয়। সমস্ত অজ্ঞতা পশ্চাতে ফেলে রেখে, সে যীশু খ্রীষ্টে তার জন্য ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যগুলির গৌরবকে উর্দ্ধে তুলে ধরে।

> তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর;তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হউক, তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবাসে আমাকে উপস্থিত করুক। তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির কাছে যাইব, আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে যাইব;আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে যাইব;আর হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমি বীণাযন্ত্রে তোমার স্তব করি (গীত ৪৩:৩-৪)।

বৃদ্ধি সম্ভব। আমরা যখন দাউদের মতো এটি বিশ্বাস করি, তখন আমরা আমাদের আত্মিক জীবনে এখন যে স্তরেই থাকি না কেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা এটি পাওয়ার চেষ্টা করি। এমনকি আমরা যখন পাপের মধ্যে থাকি, দাউদের মতো আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা পেতে পারি (গীত ৩২)।

পাঠ

- বৃদ্ধি লাভের ইচ্ছার অভাব, অথবা বৃদ্ধির আর প্রয়োজন না হওয়ার অথবা গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ার বিষয় বিশ্বাসের দ্বারা নিশ্চল বৃদ্ধি চিহ্নিত হয়।
- বিশ্বাসীরা যদি আত্মিক বৃদ্ধি কে একটি বাস্তব সম্ভাবনা হিসাবে দেখে, তবে তাদের বৃদ্ধি লাভের আগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- গীত ৪৩:৩-৪
- ১ যোহন ২:১-৩

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার চারপাশের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা লাভের জন্য কতটা আগ্রহী? শিক্ষা গ্রহণ, প্রার্থনা এবং আরাধনা করার জন্য সভায় যোগদানকারী লোকদের মনোভাবগুলির মূল্যায়ন করুন।

○ শিক্ষা লাভ করার এবং বৃদ্ধি লাভের জন্য আপনি কতটা উদ্যোগী? কী কী দিকে আপনি আরও শক্তিশালী হতে পারেন? আপনি কি মনে করেন ঐ দিকগুলিতে আপনার বৃদ্ধি লাভের প্রয়োজন আছে? ব্যাখ্যা করুন।

#১৫
শিশু -স্তর #১

খ্রীষ্টিয় জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে যা ঘটবে তার বর্ণনার মধ্যে আত্মিক বৃদ্ধি র প্রতিজ্ঞাগুলি লুকানো আছে। এই অধ্যায়ে নতুন বিশ্বাসী, অর্থাৎ একটি ছোট শিশুর জন্য ঈশ্বর যা কিছু করার প্রতিজ্ঞাগুলি করেছেন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো।

আমরা প্রত্যেকে একটি শিশু অবস্থা থেকে আমাদের জীবন শুরু করি, প্রাক্ তরুণ অথবা তরুণ (তরুণী) বয়েসের মধ্যে বড় হই, তারপর আমরা ধরে নিই যে আমাদের পাঠকরা বড় হয়েছে, যৌবনে পদার্পণ করেছে। একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে উত্তরণের বয়েসটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় না, কিন্তু প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট।

বৃদ্ধি নিরূপণের দুটি মূল চিহ্ন আছে যা আমাদের বৃদ্ধি কে সঠিক পথে ধরে রাখতে সাহায্য করে। প্রথমটি হচ্ছে যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি,এবং অনুষ্ঠান পালিত হয়। একটি নতুন শিশু পৃথিবীতে প্রবেশ করে ! গর্বিত বাবা মায়েরা তাদের নতুন সম্পদের বিষয় এবং ছবি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

আরেকটি স্পষ্ট নিরূপণকারী চিহ্ন হচ্ছে, প্রথম যোহনের পরিভাষায়, একজন ব্যক্তি যখন পিতায় পরিণত হয়। এক সময় ছোট থাকা ব্যক্তিটি এখন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং তার নিজের একটি শিশু আছে। একটি চক্র সম্পূর্ণ হয় যখন একটি প্রজন্ম আরেকটি প্রজন্ম উৎপন্ন করে।

সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বাধীন হিসাবে আধুনিক জগৎ বিষয়টিকে পুনরায় সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যখন তাদের আর বাবা মায়ের সাহায্যের এবং দায়িত্বগুলি পালন করার প্রয়োজন হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, মণ্ডলীও বিভিন্নভাবে এই মানসিকতা আরোপ করেছে। এই বিষয়টি সমাজ এবং মণ্ডলী উভয়কেই দুর্দশার মধ্যে ছেড়ে দেয় কারণ অধিকাংশ পরিপক্ক বিশ্বাসীরা নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য দায়বদ্ধ থাকে না।[৫]

একটি প্রকৃত, পূর্ণ চক্র বিশ্বাসীকে কেবল প্রাপ্ত বয়স্কে পরিণত হওয়ার বিষয় আহ্বান করে না কিন্তু ফল বহন করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেও আহ্বান জানায়।

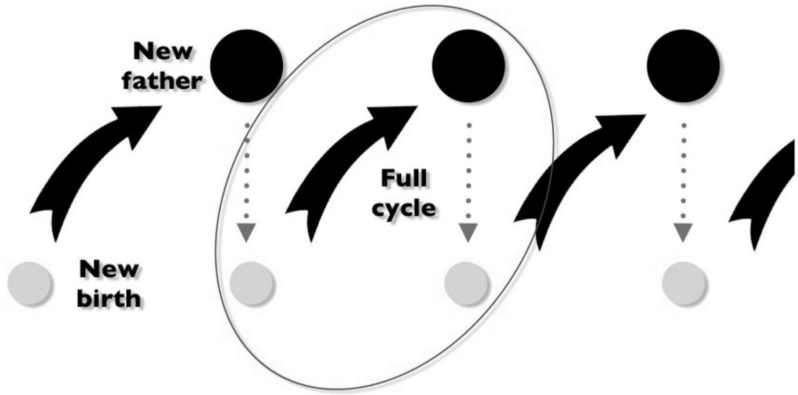

একটি পূর্ণ চক্র: জন্ম থেকে পিতায় পরিণত হওয়া

এই পাঠটিতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম স্তরটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে নতুন জীবন শুরু হয়। ঈশ্বরের আত্মিক পরিবারে আমাদের বিকাশের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করার জন্য প্রেরিত যোহন পরিবারে আমাদের শারীরিক বিকাশের উপমাটি ব্যবহার করেছেন। যীশুর মতো তিনি একটি অপরিচিত বিষয় শিক্ষা দানের জন্য একটি পরিচিত উপমা ব্যবহার করেছেন। আগের অধ্যায়ে আমরা নতুন আত্মিক জীবনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। নতুন বিশ্বাসীর একটি নতুন জীবন আছে, সেই কারণে এই স্তরটিকে একটি শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[৫] তথাকথিত ‘পরিবার পরিকল্পনার’ বিষয়টিকে ‘বন্ধ্যা পরিকল্পনা’ নাম দেওয়া উচিৎ। মণ্ডলীর সঙ্গে সমাজও এই বাইবেল-বিরোধী মানসিকতার জন্য এত ভুগছে।

শিশুরা বৃদ্ধি পায়

শিশুরা যেমন হামাগুলি দেওয়া, বসতে শেখা, ইত্যাদি শারীরিক বিকাশের ধাপগুলির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, সেই ভাবে আত্মিক বিকাশের প্রথম স্তরে ঈশ্বরে নতুন বিশ্বাসীদের অসংখ্য প্রাথমিক পাঠ শিখতে হয়। জীবনের স্তরগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকটি স্তরে, ব্যক্তিটিকে বিভিন্নভাবে শিখতে হয় অথবা বৃদ্ধি লাভ করতে হয়।

আমার দশ বছরের রেবেকা গত সপ্তাহে তাকে এবং তার তেরো বছরের দাদা আইজ্যাককে খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার বিষয় আমাকে রাজী করিয়েছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট পার্কে যেতে চেয়েছিল যেখানে গত বছরের স্মৃতির উপর একটি খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুতরাং আমরা তিনজন সেখানে গেছিলাম। পাঁচ থেকে দশ মিনিট খেলার পর, তাদের মনে হয়েছিল এই খেলাটা আর ততটা আগ্রহপূর্ণ নয়। আমি কাণপেতেতোদের কথা শুনছিলাম, তারা বলছিল, "আমার মনে হচ্ছে এখন আমরা এই পার্কে আসার পক্ষে বেশী বড় হয়েগেছি।" তারা ঠিক করেছিল এখানে আসার পরিবর্তে তারা প্রকৃতির মধ্যে শ্রমসাধ্য কোনও খেলায় অংশ গ্রহণ করবে, তারপর তারা পার্কে পাহাড়ে ওঠার বিষয়টিকে অত্যন্ত উপভোগ করেছিল। লোকেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

ছোট শিশুটি প্রভুকে সবে জেনেছে। এটি হতে পারে পঞ্চাশ বছর বয়েসী একজন ব্যক্তি, কিন্তু বয়েসটা কোনও বিষয় নয়। আত্মিক জন্ম প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের পরিবারে একজন নতুন বিশ্বাসী হিসাবে পরিচয় দান করে। আত্মিক জন্ম প্রত্যেক বিশ্বাসীকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের পরিবারের একজন নতুন সদস্য হিসাবে পরিচয় দান করে।

খ্রীষ্টে প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বাসীরা এই প্রথম স্তরে কিছুটা অধিক দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তখনও এই প্রাথমিক বিকাসের স্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যদি তাদের ঠিক মতো যত্ন না নেওয়া হয়, তবে তাদের আত্মিক জীবনে সঠিকভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাহত হতে পারে।

নতুন বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করা

আপনি যখন প্রথম একজন বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলেন, তখন কি আপনার তত্ত্বাবধান করা হয়েছিল? আপনার প্রতি কি কেউ ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিয়েছিল? এই প্রশ্নগুলি অবান্তর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। জন্মের পর নবজাত শিশুটীর প্রতি বিশেষ মনোযোগের বিষয়টি লক্ষ করুন। এই সময় ঐ ব্যক্তি, বিশেষ করে বাবা অথবা মা, এই ছোট্ট শিশুটীর উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়।

শিশুটিকে কেবল মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো হয় না, কিন্তু শিশুটিকে ভালোবাসা হয়, তারা কাপড় ধুয়ে দেওয়া হয়, পোষাক পরিধান করানো হয়, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে তার প্রতি নজর রাখা হয়। এই কাজগুলি পুনরাবৃত্ত এবং ক্লান্তিকর হতে পারে, বিশেষ করে গভীর রাতে, কিন্তু এটি কঠিন কাজ। ক্তিু লক্ষ করুন কী ঘটছে। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, শিশুটি ভালোবাসার কথাগুলি, শব্দগুলি শোনে এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি ঘটে। শিশুটি কেবল সাড়াদান করতে এবং সংযোগ স্থাপন করতে শেখে না, আদর, মজা এবং ছোট ছোট খেলার মাধ্যমে শিশুটি ভালোবাসা অনুভব করে।

শিশুটি যখন ভয় পায় এবং ক্রন্দন শুরু করে তখন কী ঘটে? মা শিশুটির কাছে ছুটে যায় এবং তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, "সব কিছু ঠিক আছে। কেঁদো না সোনা, তোমার সঙ্গে মা আছে।"

শিশুটি কেবল যান্ত্রিকভাবে শারীরিক খাদ্য এবং তার প্রয়োজনীয় মনোযোগ লাভ করে না, কিন্তু তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবেগ সংক্রান্ত ভালোবাসা পায়। এটি একটি আদর্শ পরিস্থিতি। অপর দিকে, মা যদি অনুপস্থিত থাকে অথবা শিশুটির বিষয় উদাসীন থাকে, তবে তার ফলস্বরূপ শিশুটি ভীতু হবে এবং সে ভালোবাসা না পাওয়ার বিষয়টি অনুভব করবে। ঈশ্বর পুরাতন বিশ্বাসীদের মাধ্যমে এই ভালোবাসা, যত্ন এবং প্রতিপালনের বিষয়টি প্রদান করেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে একজন পুরাতন বিশ্বাসী যদি একজন নতুন বিশ্বাসীর যত্ন নেয়, তবে ঐ নতুন বিশ্বাসী শক্তিশালী রূপে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু সে যদি যত্ন না পায়, তবে নতুন বিশ্বাসীর ভিত্তি দুর্বল হবে।

অনেক কিছু শেখার আছে!

নতুন বিশ্বাসীটির অনেক কিছু শেখার আছে। নতুন বিশ্বাসীদের বুঝতে আমাদের সাহায্য করার জন্য পিতরও একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। নতুন বিশ্বাসীরা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য লাভ করতে ভালোবাসে তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করার জন্য তিনি নবজাত শিশুর ইচ্ছাগুলি ব্যবহার করেছেন। এটি বিশ্বাসীদের কাছে দুগ্ধের মতো।

নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও (১ পিতর ২:২)

একটি নবজাত শিশুর খাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে আর কোনও কিছুর তুলনা করা যায় না এবং যতক্ষণ না তার মুখে দুগ্ধ না পৌঁছায় ততক্ষণ সে ক্রন্দন করে। কিন্তু যখন সে চুষতে শুরু করে এবং ঐ দুগ্ধ অনুভব করে, তখন তার মধ্যে তৃপ্তি আসে (এর সঙ্গে কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস এবং অন্য কয়েকটি আগ্রহপূর্ণ শব্দ শোনা যায়)। নতুন বিশ্বাসীদের কাছেও এটি একই রকম হয়। নতুন জন্মের ঈশ্বরের বাক্য জানার একটি বড় ক্ষুধা আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের ঈশ্বরের বাক্য 'খাওয়াতে' হবে যাতে তারা বড় হতে পারে।

আত্মিক নতুন জন্মের থেকে জীবন শুরু হয় (ঈশ্‌তাত্ত্বিক পরিভাষায় এটিকে "পুনরুৎপাদন" বলা হয়)। বিশ্বাসীটি যখন ঈশ্বরের বাক্য আহরণ করে তখন বৃদ্ধি ঘটে, এটি ঠিক একটি নবজাত শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করার মতো।

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এই প্রয়োজন আমাদের সারাটা জীবনের জন্য সত্য হবে। আমাদের বাঁচার জন্য খেতে হবে, কিন্তু আমরা যখন বড় হবো তখন কিছু পরিবর্তিত হয়। প্রথম স্তরে, খাদ্য এবং পুষ্টি দুগ্ধের আকারে থাকে এবং অবশ্যই মাকেই তার যোগান দিতে হয়। ঈশ্বর লালন পালনের ঘনিষ্ঠতার

উদ্দেশে এই খাওয়ানোর বিষয়টি পরিকল্পনা করেছিলেন। মা যখন বুকের দুধ অথবা ফিডিং বোতলের মাধ্যমে শিশুটিকে খাওয়ায়, তখন মা এবং শিশুটি মাঝে মাঝেই পরস্পরের দিকে তাকায়।

আমরা যখন আত্মিক নতুন জীবনের বিষয়ে চিন্তা করি, তখন প্রাথমিক কিছু উপাদান সামনে আসে: ঘনিষ্ঠতা, বন্ধন, প্রেম, ঈশ্বরের বাক্য, যত্ন এবং মনোযোগ। একটি শিশুকে তত্ত্বাবধান করার জন্য অবশ্যই অন্যান্য আরও কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে কিন্তু লালন পালনের এই প্রাথমিক বিষয়গুলির থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

বহু বছর থেকে মণ্ডলী লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে আনার বিষয়ে নজর দিয়েছিল, কিন্তু এই নবজাত শিশুদের অধিকাংশই জন্মের পরবর্তী সময়ে মানসিক আঘাতে ভুগেছে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান পায়নি কারণ অন্য বিশ্বাসীদের দ্বারা তারা কখনও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিপালিত হয়নি এবং যত্ন পায়নি। তারা শিষ্য ছিল না। একটি শিশু নিজে নিজে খেতে পারে না এবং একটি নতুন বিশ্বাসীও পারে না। তাকে খাওয়ানো প্রয়োজন এবং বৃদ্ধি র কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেই তারা নিজে নিজে খেতে শেখে।

আমরা ইতিমধ্যেই এই প্রাথমিক বিষয়গুলি জানলেও, সমস্যাটি হচ্ছে যে মণ্ডলী হিসাবে আমরা যা জানি তা পালন করার বিষয়ে আমরা বিশ্বস্ত নই, যার ফলে খ্রীষ্টের দেহ কে ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলি ভুগতে হচ্ছে। আমি বিশ্বাসীদের নিয়মিত জিজ্ঞাসা করি, "আপনাদের মধ্যে কতজন ব্যক্তিগতভাবে যত্ন পেয়েছেন এবং একজন নতুন বিশ্বাসী হিসাবে শিক্ষা লাভ করেছেন?" অল্প কিছু সংখ্যক লোক ইতিবাচক সাড়া দেয়।

তাঁর মূল্যবান সন্তানদের জন্য আমাদের এই যত্নের অভাবের জন্য ঈশ্বরের হৃদয় নিশ্চয় ভগ্ন হয়েছে। আমাদের হৃদয়ও কি একই ভাবে ভগ্ন হয়নি? নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করার বিষয় অনিচ্ছার জন্য মণ্ডলী কেন অনুশোচনা করবে না?

পাঠ

- যীশু খ্রীষ্টের নতুন অনুগামীরা একটি শিশুর মতো, একটি নবজাত শিশু, কারণ তার একই প্রকারের প্রয়োজন আছে যা কেবল একজন তত্ত্বাবধানকারীই দিতে পারে।
- একটি মা যেমন শান্তভাবে এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে তার ছোট্ট শিশুটিকে যত্ন করে ঈশ্বর চান আমরাও যেন নতুন বিশ্বাসীকে সেই ভাবে যত্ন বা তত্ত্বাবধান করি।
- বৃদ্ধি আনার জন্য প্রথম দিকে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে নতুন বিশ্বাসীদের প্রাথমিক সত্যগুলি শিক্ষা দেন।
- প্রভু চান শিষ্য প্রস্তুতকারীদের ব্যক্তিগত মনোযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের নতুন সন্তান তাঁর প্রেম এবং তত্ত্বাবধানের অনুভূতি লাভ লাভ করে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ পিতর ২:২

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি একজন নতুন বিশ্বাসী হিসাবে শিষ্যত্বের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন? কী ঘটেছিল অথবা কী ঘটেনি ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনার চারপালেপ নকুন বিশ্বাসীদের প্রতি আপনি কীভাবে সাড়া দান করেন? আপনি কি তাদের শিষ্য করেন? কেন করেন অথবা কেন করেন না?

○ আপনি যদি আগে থেকে শিষ্য না করে থাকেন, তবে আপনি কী বিষয় হারাচ্ছেন বলে মনে করেন? আপনি যদি শিষ্য করে থাকেন, তবে আপনি কী কী বিষয় লাভ করেছেন?

#১৬
যৌবন-স্তর # ২

নতুন বিশ্বাসীদের যদি ঘনিষ্ঠ প্রেম এবং তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়, তবে যুবক বিশ্বাসীদের কী প্রয়োজন ? এক জন যুবক তার নিজের সিদ্ধান্তগুলির নিয়ন্ত্রণ যেভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে তার দ্বারা ঐ যুবক ব্যক্তিটি পরিচিত হয়। কোন্‌টা ঠিক সেই বিষয় যেখানে সে দায়িত্বহীন এবং অজ্ঞ থাকে সেখান থেকে যখন সে নিজের বিষয়ে সঠিকভাবে জানতে পারে এবং সঠিক ভাবে নিজের তত্ত্বাবধান করতে পারে এবং পরে অন্যদেরও তত্ত্বধান করতে পারে, সেই অবস্থাটিই তার কাছে শিশু স্তর থেকে যৌবনের স্তরে উত্তরণের সময়। যুবকরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পথে থাকে এবং একটা সময় তাদের নিজেদের এবং অন্যদের কীভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে সেই বিষয় শেখা প্রয়োজনঋ! ঈশ্বরের সামগ্রিক লক্ষ্যগুলি মনে রাখার বিষয়টি মানসিক চাপ কমানোর জন্য অত্যধিক সহায়ক বিষয় যা অন্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই স্তরটি কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় তা নিরূপণ করার জন্য কোনও সহজ চিহ্নিতকারী সূচক নেই। 'তারুণ্য' শব্দটির মতো এই উত্তরণের সময়টিকে বর্ণনা করার জন্য অনেক ভাষায় কোনও বিশেষ শব্দ নেই। মূল গ্রীক ভাষায় এই স্তরের বিশ্বাসীকে "যুবক" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, না ছোট না পরিপক্ক।

যুবক বিশ্বাসীর চ্যালেঞ্জ

বিরোধী প্রভাব এবং প্রলোভনগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে হবে তা যুবক বিশ্বাসীদের অবশ্যই শিখতে হবে। প্রথম স্তরটির মতো দ্বিতীয় স্তরেও ঈশ্বরের বাক্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে "যুবক" বিশ্বাসীদের অবশ্যই শিখতে হবে কীভাবে প্রলোভনের মোকাবিলা করতে হবে। এটি হচ্ছে এক জন বিজয়ী হওয়ার অখণ্ড অংশ।

জীবনের সত্যগুলি এটি দেখায়। যুবকেরা যখন আরও বড় হয়, তখন তাদের অবশ্যই শিখতে হয় বাবা মায়ের সাহায্য ছাড়া কীভাবে তাদের এই পৃথিবীতে কাজ করতে হবে। পশুদের তুলনায় মানুষদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি আরও মন্থর, কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে ঘটে। যখন ভালোভাবে হাঁটতে না শেখা শিশুরা এবং স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অগ্রবর্তী শিশুরা নিজে নিজে খেতে শেখে, ঠিক সেই ভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার অগ্রবর্তী শিশুদের খাদ্য লাভ করার জন্য কাজ করতে শিখতে হয় যাতে তারা খেতে পারে।

বিকাশের আত্মিক দিকের ক্ষেত্রে, অপেক্ষাকৃত বড় যুবক যুবতীদের ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োজন কিন্তু এর জন্য তারা নিয়মিত অন্যদের ওপর নির্ভর করতে পারে না। এই বিশ্বাসীদের নিজেদের জন্য বাক্য আহরণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে যেতে শেখা প্রয়োজন। এর সঙ্গে তারা ওত পেতে থাকা শত্রুর থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়টিও শেখে।

যুবক বিশ্বাসীদের বর্ণনা করার জন্য যোহনের এই বলিষ্ঠ কথাগুলি লক্ষ করুন, "যুবকেরা তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ" (১ যোহন ২:১৩-১৪)।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা মতো এই জগৎ ততটা নিরীহ এবং সহায়ক নয়। এক প্রকৃত পাপাত্মা আছে যে আমাদের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে। আমাদের এই সত্যে সান্ত্বনা পাওয়া উচিত যে যীশু খ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই যুদ্ধ জয় করেছেন, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলির মধ্যে কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর আস্থা রাখতে হবে সেই বিষয়টি যুবক বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত ভাবে শেখা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত পদটিতে, আমরা ঈশ্বরের সত্য থেকে উৎসারিত শক্তি সম্পর্কে পিতরের বলিষ্ঠ ঘোষণা শুনি।

> "কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ করিলেন" (২ পিতর ১:৪)।

যুবকেরা তাদের নিজেদের থেকেও বড় বলে চিন্তা করতে ভালোবাসে, তারা দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা দাবি করে। তার যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয় সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত এবং অজ্ঞ থাকে। (সম্ভবতঃ এটি তাদের যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য আগ্রহী হতে সাহায্য করে!)

বৃদ্ধির অন্য পদক্ষেপসমূহ

তারা "ছোট শিশু" এবং "প্রাপ্ত বয়স্ক" এই দুটি স্তরের মধ্যে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার স্বাধীনতার বাসনা থাকা ভাল। ঈশ্বর তাদের কোথায় পরিচালিত করছেন সেই বিষয়ে ধারণাটি তারা বুঝতে পারছে। এই "যুবকদের" মধ্যে তখনও শিশু অবস্থা থাকাকালীন চিন্তার বিকাশের মতো নির্দশন থেকে যায়, অর্থাৎ তখনও তারা নিজেদের খাওয়ানোর বিষয় অন্যদের উপর নির্ভরশীল থাকে। তারা যখন পরিপক্ক হয় তখন তাদের প্রয়োজনটি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় যাতে তারা "পিতা" হওয়ার স্তরে প্রবেশ করতে পারে যেখানে তারা অন্যদের তত্ত্বাবধান করতে পারে।

এই বুদ্ধি মান যুবক ভাল আত্মিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয় অন্যদের কাছ থেকে শিখে নেয়। তীক্ষ্ন দৃষ্টির দ্বারা যুবক বিশ্বাসীটি লক্ষ করে যে তার মধ্যে এবং তার বাইরে একটি যুদ্ধ অবিরাম চলছে। সে অবাক হয়ে চিন্তা করে যে এক জন বিশ্বাসী হিসাবে তাকে কেন এই ধরণের লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে হয়, এমনকি সেই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয় যে বিষয়গুলিকে সে ঘৃণা করে। একই সময় , সে বুঝতে পারে যে পাপাত্মা তাকে অবিলাষপূর্ণ এবং মূর্খ পথগুলিতে চালিত করার জন্য প্ররোচিত করে।

ঈশ্বর যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এবং যুবক বিশ্বাসীদের লড়াই করার জন্য এবং জয়ী হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত করেছেন। সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতাগুলিও থাকবে, যদি কোনও একজন এই বিশ্বাসীটিকে শিষ্য করে থাকে, তবে প্রশিক্ষণের সময় সংক্ষিপ্ত করা হবে। শিষ্য প্রস্তুতকারী ব্যাখ্যা করতে পারে আত্মিক জীবন কেন এই ভাবে কাজ করে। পাঠটি আরও অধিক দ্রুত শিখতে সাহায্য করার জন্য সে বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। অন্যথা ঐ নতুন বিশ্বাসীকে আরও অতিরিক্ত যুদ্ধে লড়াই করতে হতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাদের পরাজয়ের পুনরাবৃত্তিতে ভুগতে হতে পারে, যা তাদের হতাশায় অথবা তার থেকেও খারাপ অবস্থায় চালিত করতে পারে।

আমরা জানি যে একটি নবজাত শিশুর তত্ত্বাবধান না করার বিষয়টি নৈতিকভাবে নিন্দনীয় বিষয়, কিন্তু যুবক বিশ্বাসীদেরও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আছে, যদিও বয়েসের কারণে অথবা তার প্রেক্ষাপটের কারণে তাকে পরিপক্ক মনে হতে পারে। এই স্তরে দোষ ত্রুটি লক্ষ করতে অক্ষমতা অত্যন্ত সহায়ক বিষয় এবং সে যখন পরীক্ষা এবং প্রলোভনগুলির সম্মুখীন হয় তখন একটি "স্বচ্ছ" বিশ্বাসীকে মহানভাবে সাহায্য করতে পারে।

পাঠ

- শক্তিশালী খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করার জন্য কীভাবে ঈশ্বরের ব াক্য ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়টি শেখার চ্যালেঞ্জটি যুবক বিশ্বাসীরা সম্মুখীন হয়।
- আমাদের নতুন জীবনে আত্মিক যুদ্ধ গুলি ঘটবে কারণ আমাদের মাংস এবং শত্রু আমাদের অনিষ্ট করার জন্য জগতকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।
- ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর বাক্য আমাদের সঙ্গতিপূর্ণ বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।
- একজন বিভ্রান্ত যুবক বিশ্বাসীকে আত্মিক ত্রুটি এই স্তরে মহানভাবে সাহায্য করতে পারে যে নাও বুঝতে পারে কেন তার আত্মিক জীবনে এই ধরণের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ঘটে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ২ পিতর ১:৪

প্রদত্ত কাজ

○ নিজেকে ঈশ্বরের বাক্য খাওয়ানোর বিষয় আপনার কি দৃঢ় আত্মিক শৃঙ্খলা আছে? কেন হ্যাঁ অথবা কেন না?

○ একটি শক্তিশালী আত্মিক জীবনে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার বিষয়টি কি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? কেন আপনি এরকম মনে করেন?

○ একটি পরাজয় এবং একটি বিজয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করুন। প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর গভীরভাবে বিবেচনা করুন। কেন আপনি পতিত হয়েছিলেন? কেন আপনি বিজয়ী হয়েছিলেন?

○ কোনও একজন প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এমন একজন ব্যক্তিকে কী বলতে হবে সেই বিষয়ে জানার পক্ষে আপনি কি যথেষ্ট পরিপক্ক হয়েছেন?

#১৭
পরিপক্ক-স্তর # ৩

যোহন এই তৃতীয় এবং শেষ স্তরটিকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে "পিতারা" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একজন যখন "যুবকে" পরিণত হয় তখন কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও, পিতৃত্ব অনেক বেশী স্পষ্ট। পিতাদের সন্তান থাকে।

আমাদের আধুনিক জগৎ রাজনৈতিক বিশুদ্ধ তার কারণে ঈশ্বর যেভাবে জীবন সংগঠিত করেছেন সেই ভাবে জীবনকে আলোচনা করার সহজসাধ্যতা এবং আনন্দকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা যদি এর উর্দ্ধে যেতে পারে এবং আমরা কেবল আমাদের পরিবারগুলির কথা চিন্তা করি, তবে আমরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে অনেক উপলব্ধি লাভ করতে পারবো কারণ আমাদের প্রত্যেকের পিতা আছে। আমাদের পিতারা যে সব সময় ভাল হন তা নয়। বাস্তবিক, আমি যে সেমিনারগুলি পরিচালনা করেছিলা, সেই সমস্ত সেমিনারগুলিতে আমি দেখেছিলাম অসংখ্য লোকদের পিতারা ভাল ছিল না। আর এমনকি যারা দাবি করে যে তাদের ভাল পিতা ছিল, তাদের একজন ভাল পিতা সম্পর্কে স্পষ্ট উপলব্ধি নেই।

আমাদের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যসমূহ

পরিপক্ক বিশ্বাসী স্তর সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র বিষয় আছে:

(১) ঈশ্বর আমাদের সকলকে আত্মিক বিকাশের এই তৃতীয় এবং শেষ স্তরটিতে নিয়ে যেতে চান।

(২) ঈশ্বর চান আমরা প্রত্যেকে যেন অন্যদের একটি নতুন আত্মিক জীবনে নিয়ে যাই।

(৩) প্রভু চান আমরা যেন দায়িত্বপূর্ণভাবে আমাদের চারপাশের সেই সকল ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করি যারা আত্মিক জীবন লাভ করেছে।

প্রথমতঃ, প্রভুর ইচ্ছা এবং তিনি সেই অনুসারে পরিকল্পনা করেছেন যে আমাদের প্রত্যেকে যেন আত্মিক পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যাই। "যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্য্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্য্যন্ত, অগ্রসর না হই" (ফিলিপীয় ৪:১৩)।

"শিশু" স্তরটি হচ্ছে একটি সুন্দর এবং মনোহর স্তর, কিন্তু এটি লক্ষ্য নয়, এটি একটি তারুণ্যের স্তরও নয়। তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে যা কিছু আছে তার জন্য তারা তখনও প্রশিক্ষণের মধ্যে আছে। প্রেরিত পৌল এই "পিতা" স্তরটিকে খ্রীষ্টের পূর্ণতা সহ একটি পরিপক্ক ব্যক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন (বেঁটে ও মোটা ব্যক্তিরূপে নয়, কিন্তু আত্মিকভাবে পরিপক্ক রূপে)। যীশু খ্রীষ্টের চিহ্নগুলি যেন আমাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

যদিও পৌল এখানে পিতারা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তথাপি এটি স্পষ্ট যে তিনি কেবল পুরুষদের আত্মিক বিকাশের কথা বলেননি, কিন্তু তিনি নারীদের কথাও বলেছেন। এই বয়েসে প্রত্যেক দেশ এবং সংস্কৃতির সমস্ত বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের স্বরূপতায় বৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশা করে।

বৃদ্ধি লাভের জন্য, আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে যা আছে সেই বিষয়ে আমাদের অবশ্যই দর্শন লাভ করা উচিৎ। এর জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। আমাদের যুক্তি এরকম হতে পারে, 'প্রভু যদি আমাদের বৃদ্ধি চান, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি এটি তৈরী করেছেন যাতে আমরা বৃদ্ধি লাভ করতে পারি।' এগুলি হচ্ছে বিশ্বাস-গড়ে তোলার সত্যসমূহ (প্রকৃতপক্ষে সঠিক ভাবে শেখা সমস্ত সত্য, হচ্ছে বিশ্বাস-তৈরীকারী)। আমরা যখন জানি যে পৃথিবীতে থাকাকালীন প্রত্যেক বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে, তখন আমরা এই সত্যের সঙ্গে একমত হই যে ঈশ্বর এটি তৈরী করেছিলেন যাতে আমরা বৃদ্ধি লাভ করতে পারি - আমাদের যতই বাধার সম্মুখীন হতে হোক না কেন সেটা কোনও বিষয় নয়।

অন্যদের বিষয় চিন্তা করা

দ্বিতীয়তঃ, প্রভু এটি পরিকল্পনা করেছেন যাতে পরিপক্ক বিশ্বাসীরা নতুন জীবন উৎপন্ন করতে পারে। এই বিষয়গুলিই জীবনের সত্য, এগুলি কি সত্য নয়? আমাদের জগৎ জীবন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সন্তান জন্মদানের চিত্রটিকে জঘন্যভাবে বিকৃত করেছে। কিন্তু একজন ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করুন যে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে, একজন বড় ব্যক্তিকে বিবাহ করার জন্য খুঁজছে এবং একটি সন্তানের জন্য আকুলভাবে কামনা করছে।

আত্মিকভাবে বলছি, আমরা যেন সুসমাচার সহভাগিতা করার এবং যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অন্যদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে মধ্যে চালিত করার বিষয় আমাদের দায়িত্ব কখনও ভুলে না যাই। আমরা যখন তাদের এই নতুন সম্পর্কে মধ্যে নিয়ে আসি, তখন তার তত্ত্বাবধান করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সকলে ঈশ্বরের বাক্যের প্রচারক অথবা শিক্ষক নই, কিন্তু আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, আমাদের চারপাশের লোকদের পরিত্রাণ এবং বৃদ্ধির চেষ্টা করার ভার যেন তুলে নিই।

আত্মিক তত্ত্বধান

পরিশেষে, আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের আত্মিকভাবে তত্ত্বাবধান করার বিষয়টির অনুশীলন করতে হবে। যাদের আমরা প্রভুর কাছে চালিত করি তাদের সাহায্য করতে হবে কিন্তু ঈশ্বর যাদের আমাদের জীবনে এনেছেন তাদের সেবা করাও আমাদের দায়িত্ব।

এই মোবাইলের জগতে নিয়মিত চাকরী পরিবর্তনকারী লোকদের সঙ্গে, খ্রীষ্টানরা বিহ্বলকারী বেগে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের অথবা জগতের অন্য অংশের বিশ্বাসীরা আমাদের নিকটে বাস করতে পারে। আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের সেবা করার সুযোগ খুঁজি। আমরা অহঙ্কার থেকে এটা করি না, কারণ এটি তাঁর মেষদের তত্ত্বাবধান করার জন্য ঈশ্বরের উপায়। তিনি আমাদের চারিদিকে যারা আছে তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য অধিক পরিপক্ক লোকদের ব্যবহার করেন।

অধিকাংশ দেশগুলিতে ব্যাধি এবং বিপর্যয়গুলি অগণিত অনাথ সৃষ্টি করছে। এটি দেখা খুবই বিহ্বলকারী বিষয় যে অসংখ্য মণ্ডলী এবং পালকরা এই শিশুদের দত্তক রূপে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন যদিও তাদের নিজেদের পরিবারগুলির জন্য যথেষ্ট খাদ্য নেই।

একই ভাবে, মণ্ডলী হিসাবে সকলে যেন 'পিতার তত্ত্বাবধান' লাভ করে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মণ্ডলী হিসাবে আমাদের নিজেদের কাজ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ, কোনও একজন তাদের জন্য আত্মিকভাবে তত্ত্বাবধান করছেন। শিষ্য তৈরী করার জন্য এটি ঈশ্বরের কাজের ভারের প্রতি আত্মা দত্ত উত্থান- বিশ্বাসীদের বিকাশের জন্য ঈশ্বরের প্রেম এবং তত্ত্বাবধান। অসংখ্য মণ্ডলীতে ছোট ছোট দল গড়ে তোলার বিষয়টি এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সর্বদা কিছু কিছু বিষয় আমাদের সমস্ত কর্মসূচীর উপযোগী হয় না। তাদের প্রয়োজনগুলির বিষয় সতর্ক হন।

যদি একজন পিতা , যে নিজের স্বাচ্ছন্দ খোঁজার জন্য তার সন্তানদের উপেক্ষা করে, তবে সেটা কত লজ্জাজনক বিষয়। সেটা অন্যায়।

ইতিবাচক দিক থেকে বলা যায়, অন্যদের তত্ত্বাবধান করার বিষয়টি তাঁর প্রেম এবং জ্ঞান অন্যদের কাছে দেবার বিষয়টি ঈশ্বরের এক মহান সুযোগ। পুরুষদের জন্য এটি মণ্ডলীতে নেতৃত্বের পদগুলি গড়ে তোলার জন্য তাদের ইচ্ছুক হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে। এর সঙ্গে একটি দম্পতির সঙ্গে অন্য দম্পতির মধ্যে বিশেষ উপদেশ দানের বিষয়টিকেও অন্তর্ভূক্ত করে। আপনার চারপাশে যারা আছে তাদের প্রয়োজনগুলির প্রতি মনোযোগ দিন। তাদের বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর শুধু আপনাকে ব্যবহার করতে পারেন।

পাঠ

- "পিতারা" হচ্ছেন পরিপক্ক বিশ্বাসী যারা যুবক বিশ্বাসীদের সংগ্রামের উর্দ্ধে পদক্ষেপ ফেলেছেন এবং অন্যদের তত্ত্বাবধানের উপর আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন।
- ঈশ্বরের লোকেরা খ্রীষ্টে পূর্ণ পরিপক্কতার মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করতে পারেন এবং তাদের বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ।
- ঈশ্বরের জীবনের সত্য অন্যদের কাছে দেওয়া এবং তাদের আত্মিক বিকাশে তত্ত্বাবধান করা আমাদের দায়িত্ব।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইফিষীয় ৪:১৩

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কত সময় যীশুর অনুগামী হয়েছেন? আপনি কি আত্মিক ' পিতা'?

○ আপনি খ্রীষ্টে আপনার থেকে ছোট বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করেছেন? কীভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করেছেন? কীভাবে এটি আরও ভালোভাবে করা যেতে পারে?

○ আপনি এখন তত্ত্বাবধান করছেন এমন কেউ আছে কি?

#১৮
জীবন চক্র

কেবল শারীরিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই জীবনের চক্রটি সত্য নয়, কিন্তু আত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। আমরা জগতে জন্ম লাভ করি, বৃদ্ধি র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাই এবং অন্যদের এই জগতে আনার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অংশটি সহভাগিতা করি এবং তাদের তত্ত্বাবধান করি। তারপর আমরা অন্যদের সুযোগ দেবার জন্য এই চক্র থেকে বেরিয়ে যাই।

এই জীবনে সীমিত সময়ে আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের যে বিশেষ কাজ আছে সেই কাজটি স্পষ্টভাবে গড়ে তুলতে সামগ্রিক এই ছবিটি আমাদের সাহায্য করে। আমরা কেউ এখানে অসীম সময়ের জন্য আসিনি;এখানে সময় এবং সুযোগ সীমিত প্রয়োজনীয় বিষয়। এই মানসিকতাকে যত দ্রুত সম্ভব হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যাবে, তত অধিক আমরা আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ বলয়ের মধ্যে আনার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে শুরু করবো।

এই পৃথিবীতে আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত হলেও, এটি আমাদের অনন্তকালীন সময়কে বলিষ্ঠ রূপ দান করে। আমরা সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করি তার থেকে আমাদের দৈনিক সিদ্ধান্তগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকে যে ভাবে জীবন যাপন করি তা আমাদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপর অনেক বড় প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বর এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে একটি উপলব্ধি লাভ করা

আত্মিক বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগের বিষয়টির উপলব্ধিকরণ আমাদের উৎপাদনশীল এবং সম্পূর্ণ জীবন যাপনের একটি সুবিধা দান করে। নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে এটি ঘটে:

- প্রতিবেদনশীলতা - আমরা আমাদের জীবনের বর্তমান অবস্থার গুরুত্বের প্রতি আরও অধিক সহজে জাগ্রত হই।
- স্পষ্টতা - আমাদের জীবন দ্বারা ইতিমধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে বা হয়নি সেই বিষয়ে আমরা একটি স্পষ্ট চিত্র লাভ করি।
- মূল বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করা - আমরা পরিপক্কতা এবং আমদের জীবনে তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে আমাদের সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করতে পারি।

আমার বাবা আমাদের ঘরের দরজার ফ্রেমে পেনসিল দিয়ে আমার উচ্চতার বৃদ্ধি চিহ্নিত করতেন। আমি সর্বদা আমার বৃদ্ধি দেখার জন্য উত্তেজিত হতাম। আমাদের আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটে। বিশ্বাসীরা তাদের ব্যক্তিগত আত্মিক বৃদ্ধি র বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলী হয়। এর কয়েকটি বিষয় প্রতিযোগিতা পূর্ণ হয়, কিন্তু আরও বৃদ্ধির জন্য একটি সুস্থ পূর্ব উপলব্ধি পূর্ণ পরিপক্কতার প্রতি পরিচালিত করে। এই পৃথিবীতে এই বৃদ্ধির বিষয়টি ক্রমাগত বিকশিত হবে, এমনকি আমরা পরিপক্ক স্তরে পৌঁছানোর পরেও।

বিশ্বাসীদের মধ্যে নিহিত আত্মিক শিথিলতার সমস্যাটির অনেকটাই হচ্ছে যে তাদের কোনও লক্ষ্য নেই এবং এই কারণে তারা তাদের আত্মিক বিকাশের নিশ্চল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে ঈশ্বর বর্তমানে কী করার বিষয় স্থির করেছেন তার উপর মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তারা নিজেদের সমস্যাগুলির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, ধর্মীয় গর্বের ফাঁদে জড়িয়ে যায় অথবা জাগতিকতায় লিপ্ত হয়ে যায়।

হৃদয়ের দুটি আর্তি

বাইবেলের যিহোশূয় এবং বিচারকর্তৃগণ পুস্তক দুটি পাঠ করার মাধ্যমে, আমি আমার অন্তরে দুডিট গভীর আর্তির বিষয় অত্যন্ত সচেতন হয়েছিলাম।

(১) যিহোশূয় পুস্তকটি আমাকে আহ্বান জানিয়ে ছিল যাতে আমি আমার জীবনে ঈশ্বরের মহান কাজের বিষয় প্রত্যাশা করি। সমস্ত কিছুই সম্ভব। আমার মধ্যে অথবা মণ্ডলী, স্থানীয় অথবা বিশ্ব মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের কাজকে কোনও কিছুই আটকিয়ে রাখতে পারে না।

(২) বিচারকতৃগণ পুস্তকটি আমার অন্তরকে নম্র করে। আমি আমার জীবনের দায়িত্বগুলিকে কত অবহেলা করেছি সেই বিষয়ে আমি অনুশোচনা করি। যে কাজটি আমি অত্যন্ত ভালোভাবে করতে পারতাম সেই কাজ সম্পাদন করার বিষয়টিকে আমি অবহেলা করেছি।

পরাজয়ের সন্ত্রস্ত লজ্জার ঠিক পাশেই বিজয়ের পূর্ণ সম্ভাবনা বসে থাকে। এরা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেয় কী হতে পারে। আমরা বিপন্ন না হলেও, কোনও না কোনও ভাবে আমরা বৃদ্ধিহীনতার বন্ধনে আবদ্ধ হই;প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমরা সুযোগের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকি।

আমরা যখন সেই চৌকাঠের মধ্যে দিয়ে পদক্ষেপ ফেলি, আমরা মূল্যায়ণ করতে পারি আমাদের আত্মিক বিকাশের কোথায় আমরা আছি। ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হই, কিন্তু সেখানে প্রায়ই ঐ উপায়গুলি থাকে, জীবনের যে নীতিগুলিকে আমরা বিচারকর্তৃগণদের মতো উপেক্ষা করেছি। এক সময় যে বিষয়গুলি আমাদের উত্তেজিত করেছিল এখন সেই বিষয়গুলি আমাদের চোখ থেকে পড়েগেছে।

এখানে কয়েকটি জীবনের সুযোগ আছে। আপনার সুযোগগুলি কী কী?

- আপনি কি একজন ভয়ঙ্কর স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করছেন?

- আপনার কর্মকর্তা কি আপনার যোগ্যতাগুলির বিষয় উদাসীন ?
- কোনও একজন ব্যক্তি কি আপনার ভালোবাসার বালিকাটিকে চুরি করেছে?

আমরা যদি আমাদের চারিদিকের অন্য লোকদের অথবা আমাদের জীবনের সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করি, তবে আমাদের স্মরণ করার প্রয়োজন যে আমরা বিজয়েৰ ঠি ক পাশেই বসে আছি। আপনি কি কখনও লক্ষ করেছেন যে বাইবেলের মধ্যে পাপাত্মার ক্ষমতা কখনও প্রকৃত বিচার্য বষয় নয়। এর সহজ কারণ হচ্ছে ঈবর সর্বদা মহত্তর, যার ফলে, যিহোশূয় বইটি আমাদের স্মরণের জন্য বিচারকর্তৃগণের ঠিক পরেই রাখা হয়েছে।

অবশ্যই, আমরা আমাদের অতীতে ফিরে যেতে পারি না, কিন্তু আমাদের অতীতের যাই ব্যার্থতা থাকুক না কেন- পরাৎপর প্রভু আমাদের সেবা কাজকে বৃদ্ধি করবেন, এই আস্থার সঙ্গে আমরা ভবিষ্যৎ উপচয়ের মধ্যে পদক্ষেপ ফেলতে পারি। ঈশ্বর আজ আমাদের পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত।

প্রেরিত আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন, "অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখ, কিরূপে চলিতেছ;অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানদের ন্যায় চল। সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা এই কাল মন্দ। এই কারণ নিবের্বাধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি, তাহা বুঝ" (ইফিষীয় ১৫:১৭)।

সময় হচ্ছে জীবনের একটি বিষয় যা আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে। সৌভাগ্যবশতঃ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং নম্র এবং অন্বেষণকারী চিত্তে, তিনি এমনকি হারানো সময়কেও তিনি পূরণ করতে পারেন। গাঁজিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার কারণে দ্রাক্ষারস তৈরী করার জন্যেও সময় লাগে, কিন্তু যীশু এক মুহূর্তে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন।

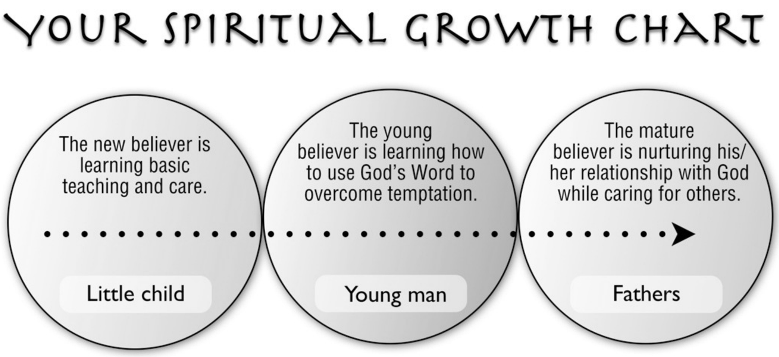

আত্মিকভাবে আপনার বয়েস কত ?

আত্মিক জীবনের চার্টের মধ্যে আপনি কোথায় আছেন তা পরিষ্কার করে দেখান। লক্ষ করুন আপনার কোথায় থাকা উচিৎ। আপনার যেখানে থাকা উচিৎ সেখানে আপনাকে চালিত করার জন্য প্রভুর কাছে যাচ্ঞা করুন এবং আপনার জীবনে আবও অধিক রূপে ফল বহন করার জন্য তাঁর কাছে যাচ্ঞা করুন।

পাঠ

- আত্মিক বৃদ্ধি চার্টে আমরা কোথায় আছি তা চিহ্নিত করার ওপর আমাদের সীমিত সময় আমাদের আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে রাখে এবং দ্রুত সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে।
- ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে কৌশলগতভাবে কাজ করতে চান কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতা লাভ অপরিহার্য বিষয়।
- বৃদ্ধি পাওয়াই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বৃদ্ধি হঠাৎ সহজতর এবং অধিকতর উত্তেজনায় পরিণত হয়।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইফিষীয় ৫:১৫-১৭

প্রদত্ত কাজ

- ○ আত্মিক জীবন চার্টে আপনি কোথায় আছেন সেই স্থানটি নির্দেশ করুন। আপনি কেন ঐ জায়গাটি উল্লেখ করছেন ?
- ○ আত্মিক বৃদ্ধির আপৎকালীন অবস্থার বিষয়টি কি আপনি উপলব্ধি করছেন ? আপনার উত্তর যাই হোক না কেন আপনি এই বিষয়টি নিয়ে প্রভুর সঙ্গে কথা বলুন এবং আপনার জীবনের এই বিষয়ের প্রাধান্যগুলি আপনার সামনে তুলে ধরার জন্য তাঁর কাছে যাচ্ঞা করুন।
- ○ একটি কাজ, একটি রুটীন, কোনও একটি বিষয়, উন্নতি, ইত্যাদি চিহ্নিত করুন যা পরিবর্তনটি আরোপ করার উপর আলোকপাত করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে যা আপনার ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। কীভাবে এবং কখন আপনি এটি প্রয়োগ করবেন তা লিখুন। আবার বিষয়টি নিয়ে প্রভুর সঙ্গে কথা বলুন (হিতোপদেশ ৩:৬)।

জীবনের উৎস
এবং জীবনের মর্ম

১৯-৩২ অধ্যায়

#১৯
শিষ্যত্বের উদ্দেশ্য

বিশ্বাসীরা এই তিনটি স্তরের কথা শুনে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছে। তারা যখন এই ধারণাটি উপলব্ধি করে তখন মনে হয় তাদেরকে যেন নতুন তিনটি পা প্রদত্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্তরের মধ্যে খ্রীষ্টিয় জীবনের বিষয়টি কখনও গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় বিবেচনা করেনি। এর মধ্যে অধিকাংশ খ্রীষ্টিয় শিক্ষক এবং প্রচারকগণও অন্তর্ভূক্ত। এই কারণে, আত্মিক জীবনে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা পরিমাপ করতে সাহায্য করার জন্য খুব বেশী মূল্য নির্ধারণকারী হাতিয়ার তৈরী করা হয়নি।

যে বিষয়গুলি আমি জানি না

বিশ্বাসীরা অদ্ভুতভাবে মনে করে আত্মিক জীবন অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তকারী। তাদের সারাংশটি অনেকটা এরকম, "আমি পরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং আমাকে সম্ভবতঃ স্বর্গের দিকে তাকাতে হবে।" পবিত্রীকৃত হওয়ার বিষয়টি দেখতে কীরকম সেই বিষয়ে তারা বিভ্রান্ত।

আমি এবং আমার স্ত্রী বাবা মায়েদের সন্তান পালন করার বিষয় প্রশিক্ষণ দিই। সেখানেও আমি একই রকমের সমস্যা দেখি। বড় পরিবারের অভাবের জন্য অথবা ঘরোয়া মায়েদের কারণে অভিজ্ঞতার অভাবে অল্প বয়েসী দম্পতিরা জানে না কীভাবে তাদের সন্তানদের তত্ত্বাবধান করতে হবে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে শিশু পালন অথবা মাতৃদুগ্ধ পান করানোর মতো প্রাথমিক বিষয়গুলি হচ্ছে একটি সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু তা নয়। এক জন ব্যক্তিকে সঠিকভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য এবং উত্তমরূপে সন্তানদের পালন করার জন্য অবশ্যই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। একটা সময় সহজাত প্রবৃত্তি হতাশাজনক ভাবে অসহায়ক হতে পারে! এই কারণেই হাসপাতালগুলি এবং প্রসূতি ক্লিনিকগুলি এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলির বিষয়টি একই ভাবে সত্য। আমরা কি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি এবং তাঁর আরাধনা করি? বিশ্বাসীরা কি স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে? না, এটি ততটা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা কাজ করে না, অন্ততঃ পক্ষে এই পতিত জগতে। এমনকী শাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মতো অনেক আত্মিক বিষয়গুলি সঠিকভাবে উপলব্ধির বিষয়ে অনেকের সমস্যা আছে: নৈতিকতা (রোমীয় ২:১৪-১৫), ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং পরাক্রম (রোমীয় ১:১৯-২০), অথবা স্বার্থপরতার অপরাধ। এই বিষয়গুলি স্পষ্ট না হতে পারে। ইতিমধ্যে, আমাদের যে অস্পষ্ট জ্ঞান আছে তা আমাদের অনুভূতিগুলি খুব সহজেই খারিজ করে দিতে পারে।

এই কারণেই যীশু আমাদের শিষ্য তৈরী করতে বলেছিলেন। যীশু যা বলেছিলেন এবং তিনি যা করেছেন সেই বিষয়গুলি যেখানে শেখানো হয় সেই জায়গায় আমাদের অন্যদের নিয়ে আসতে হবে। "...আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও" (মথি ২৮:১৯)।

আমার দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে অনেক বেশী লোকেরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিষ্যত্বের সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং লিখছেন, যাইহোক, আমি আমি এই ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি যে অধিকাংশ লোকেরাই একটি পথের থেকে একটি পদ্ধ তি হিসাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন, তারা অভ্যন্তরস্থ বিষয় অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর আলোকপাত করছেন। কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে অন্যদের প্রশিক্ষিত করতে হবে সেই বিষয়টি আমার কাছে প্রশংসনীয়। আমিও এই বিষয়টি শিক্ষা দিই, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি ভুলে যাওয়া শিল্পে এবং নির্বাসিত অধিবেশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের এর উর্দ্ধে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া যাতে অন্যরা শেখে। এই 'শেখার' বিষয়টি হচ্ছে শিষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ। পরিমাণগত শিক্ষার বিষয়ে আমরা অধিকাংশই অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করি, যে বিষয়গুলি পরীক্ষিত এবং পরিমিত হতে পারে। এর জন্য পাশ্চাত্যের শিক্ষা আমাদের প্রশিক্ষিত করেছে আত্মিক বিষয়গুলি এত সহজে পরীক্ষা করা যায় না, আর সেই কারণে:

(১) অপেক্ষাকৃত সহজেই উপেক্ষিত হয়

(২) অস্পষ্ট (সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া না হলে)

(৩) কম প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

আমরা যখন সঠিকভাবে যীশুর সম্পর্কে শিখি তখন আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার গুরুত্বের বিষয়টিকে পৌল এবং অন্যরাও সমর্থন করেছেন, " সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে" (ইফিষীয় ৪:২৪)।

মনের নবায়িত (৪:২৩) হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবশ্যই তা স্পষ্টভাবে এবং রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনের বিষয় প্রত্যয়সহ অনুসৃত হতে হবে।

১ যোহন ২:১২-১৪ পদের সত্যগুলির শক্তি

১ যোহন ২:১২-১৪ পদে উপস্থাপিত শিক্ষাদানের বিষয়টির জন্য আমি ভীষণ আন্দোলিত হচ্ছি। যোহনের এই বিষয়টি শেখার পক্ষে খুবই সহজ কারণ আমরা সকলেই পরিবার সম্পর্কিত উপমাটির সঙ্গে পরিচিত, সম্ভবতঃ আমরা একটি পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি অথবা অন্য কোনও একজনকে একটি পরিবারের মধ্যে বড় হতে দেখেছি। ঈশ্বর এটি শেখার এবং বড় হওয়ার বিষয়টি সহজ করেছেন।

অধিকন্তু, যোহন আমাদের একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দিয়েছেন যা আমাদের প্রত্যেকটি অংশ আরও ভালোভাবে শিখতে সাহায্য করবে। এই তিনটি স্তরের বিষয় আগের অংশে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি একটি সূচনামাত্র। এটি অনেকটা সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরে যাওয়ার মতো বিষয়, আমরা অপ্রত্যাশিত ঢেউয়ের আঘাত লাভ করতে পারি অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠ নাও দেখতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের আরও গভীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ইশারা করে ডাকতে পারেন। আমাদের জীবনে তিনি যা আনেন সেই বিষয়ে তিনি চান আমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস করি যাতে আমরা আরও অধিক ভাবে তাঁর গৌরবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং পরিকল্পনাগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

একটি প্রশিক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে

জীবনের উৎস এবং জীবনের মর্ম, এই বিভাগে, আমরা দেখাবো যে শিক্ষাসংক্রান্ত এবং প্রশিক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমগ্র সিস্টেম বা প্রক্রিয়াটি কীভাবে প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। আমরা ব্যক্তিগত স্তরে একটি সীমিত পরিসরে এটি করেছি, কিন্তু মণ্ডলীতেবৃহত্তর পরিসরে পরীক্ষা করার জন্য এই 'হাতিয়ারটি' ব্যবহার করা অথবা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রচেষ্টাটি আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি সহ হাজির হতে সাহায্য করবে যা আমাদের শিক্ষার মধ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও এই ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি সাধারণভাবে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণের বিরোধী হিসাবে আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে আত্মিক উন্নয়নের বিষয়টিকেও প্ররোচিত করবে। সাধারণতঃ শিক্ষকরা যা চায় ততটা পরিমাণে জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারবো কিনা সেই বিষয়ে আমি নিশ্চত নই, কিন্তু অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের সময় আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে লক্ষ্যগুলি আছে সেই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাতে আমরা নিশ্চিতভাবে সাহায্য করতে পারবো।

আদর্শগত ভাবে, মণ্ডলী অথবা বিদ্যালয়ে, একজন খ্রীষ্টান শিক্ষক চান প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী খ্রীষ্টে তার পূর্ণতায় বৃদ্ধি লাভ করুক। এটি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আগ্রহপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের সঠিক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তৈরী করতে হবে। শিষ্যত্ব একটি মূল ধারণা যা আমাদের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের চালিত করতে সাহায্য করে।

পাঠ

- শিষ্যত্ব একটি শিক্ষাগ্রহণের বিষয় বর্ণনা করে যা তখনই ঘটে যখন একজন অধিক পরিপক্ক বিশ্বাসী যীশুর সম্পর্কে অপরিহার্য বিষয়গুলি শিখতে একজন নতুন বিশ্বাসীকে অথবা একজন অপরিণত বিশ্বাসীকে সাহায্য করে যাতে তারা জানতে পারে কীভাবে আরও বলিষ্ঠভাবে, খ্রীষ্টের মতো জীবন যাপন করা যেতে পারে।
- প্রচলিত অথবা অপ্রচলিত খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ হচ্ছে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরীয় রূপান্তরণের প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করা।
- পরিমেয় জ্ঞানের উপর মনোযোগ আরোপের অভাব আমরা কতটা শিক্ষা লাভ করেছি তা মূল্যায়ণের বিষয়টিকে কঠিন করে।
- খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানার ফলে জীবনের রূপান্তরণের বিষয়টি উত্তেজনাপূর্ণ;শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবর্তন দেখতে সক্ষম।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইফিষীয় ৪:২৪

প্রদত্ত কাজ

○ একটি উদাহরণ দিন যখন আপনি কোনও কিছু শিখেছেন কিন্তু প্রত্যয়ের অভাবে আপনি আপনার শিক্ষাকে কাজে পরিণত করেননি।

○ আপনি কি বলতে পারবেন যে এখন আপনি আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে আগ্রহী? কেন হাঁ অথবা কেন না?

○ আপনি কি কখনও কোনও একজন ব্যক্তিকে শিষ্য করেছেন? কাকে? কখন?

#২০
জীবনের মর্ম

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কার্যগুলির প্রতি বিস্মরণশীল হয়ে জীবনযাপন করি। সম্ভবতঃ, যখন ভূমিকম্প হয় তখন আমাদের মধ্যে অল্প কয়েক জন্য আবাক হয়ে চিন্তা করতে পারে যে আমাদের পায়ের নীচে কী আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই বিষয়ে চিন্তা না করেই জীবন যাপন করি।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই খ্রীষ্টিয় জীবন একই প্রকারের হয়। তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের উপর স্তরের নিম্নদেশে কী চলছে সেই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে অসচেতন। পবিত্রকৃত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হলেও এবং লেখালেখি করা হলেও, আত্মিক জীবনে-সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সূক্ষ্ম এবং গোপন অজ্ঞতা থাকে।

এই বইটির প্রথম দিকে, আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কার্যকারী জীবনী-শক্তির ক্ষমতার বিষয় বর্ণনা করেছি। জীবন কেবল একটি সাধারণ প্রভাব নয় কিন্তু এটি ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যসহ, একটি ব্যক্তিগত কর্ম প্রেরণা। কেউ যখন সচেতনভাবে আত্মার উদ্দেশ্য সহ কাজ করে, তখন ঐ প্রভাবের শক্তি আরও অধিকরূপে অনুভূত এবং উপলব্ধ হয়। বিশ্বাসীরা যখন আত্মার অভিপ্রায় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন তারা অজ্ঞতার জীবনের মধ্যে বাস করে যা বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির জন্ম দেয়, বিশ্বাসীদের আত্মা-বিরোধী জীবন যাপনের মধ্যে ছেড়ে দেয়!

খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি আন্দোলন হয়েছে যা পবিত্র আত্মার কাজের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিক চিহ্নিত করেছে। তারা 'পবিত্র আত্মার পূর্ণতা,' নামে অভিহিত বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য উৎসাহিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রায়ই তারাও তাদের জীবনে ঈশ্বরের মহত্তর উদ্দেশ্যের বিষয় অজ্ঞ।

প্রেরিত উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রেম সম্পর্কিত ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়টিকে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দানগুলি সম্পর্কিত ১২ এবং ১৪ অধ্যায় দুটির মধ্যে প্রবিষ্ট করেছিলেন। এই অনুগ্রহ দানগুলি নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে এগুলি উল্লেখ করা হতো না। লক্ষ করুন, আরও উৎকৃষ্ট কিছু আমাদের দেখানোর জন্য প্রেরিত কীভাবে তাঁর ঐ আলোচনাটিকে মাঝপথে থামিয়েছিলেন, " তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও। পরন্তু আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি" (১ করিন্থীয় ১২:৩১)।

হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলির উপর মনোনিবেশ করা

ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে আমাদের জীবনে কী করেন - তিনি আমাদের আরও অধিক খ্রীষ্টের মতো পবিত্র করেন - এটিই হচ্ছে পবিত্র আত্মার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। পবিত্র জীবন যাপন ছাড়া অনুগ্রহ দানগুলি অপব্যবহৃত হয় এবং অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীণ কাজগুলিকে এবং উদ্দেশ্যগুলিকে আমি "জীবনের মর্ম" বলে অভিহিত করেছি কারণ বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যা কিছু করি এটিই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল বিষয়। পবিত্র আত্মা জীবন আনে কিন্তু তিনি বিশ্বাসীকে আলোকিতও করেন। তিনি আমাদের কেবল অনুগ্রহ দানগুলি দেন না কিন্তু তিনি আমাদের বিশ্বাসে জীবন যাপন করার জন্য আন্দোলিত করতে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।

> "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন;কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন" (যোহন ১৬:১৩)।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে জানতে পারি। আমাদের জ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার এটিই হচ্ছে একটি প্রাথমিক সমস্যা - আমাদের শিক্ষার বিষয়গুলি আমাদের জীবনে উত্তমরূপে প্রযুক্ত হয় না। মৃদুমন্দ বাতাস সম্পর্কে আমাদের সচেতন না করেই বায়ূ প্রবাহিত হতে পারে। বিপরীত বিষয়টিও একই ভাবে সত্য। তাঁকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি না করেই লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা আন্দোলিত হতে পারে। এটিই অজ্ঞতা।

পবিত্র আত্মার উত্তম এবং ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যগুলির বিরোধী জীবন যাপন করাকেই "অবাধ্যতা" বলে অভিহিত করা হয়। পবিত্র আত্মা তাদের দিয়ে কী করাতে চান সেই বিষয়ে কিছু সংখ্যক লোক জানে কিন্তু তিনি যেভাবে তাদের দিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করাতে চান সেইভাবে তারা কাজটি সম্পাদন করে না। রাজা শৌল এই হৃদয়ের কঠোরতার একটি দুঃখজনক এবং হতাশাজনক উদাহরণ। তিনি তাঁর শিক্ষার বিষয়গুলি ভুলে যাওয়ার দ্বারার অসংখ্য উত্তম শিক্ষার সুযোগগুলি হারিয়েছিলেন।

আমাদের মনোভাবের পরীক্ষা করার বিষয়টি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তির বিষয় একটি ভাল চিত্র লাভ করতে আমাদের সাহায্য করে। আমাদের দান করতে হবে, কিন্তু মনোদুঃখ পূর্বক নয় (২ করিন্থীয় ৯:৭)। কোনও অভিযোগ না করে আমাদের সেবা করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের যা দেখিয়েছেন তা কত দ্রুত সম্পাদন করতে আমরা সক্রিয় হতে পারি সেই বিষয়টিকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে।

ঈশ্বরের উদ্দেশে দুটি সাধারণ সাড়াদান

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা করছেন তা যখন আমরা অনুধাবন করতে পারি, তখন এটি আমাদের কাছে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অনেক বেশী সহজ এবং আনন্দজনক হয়।

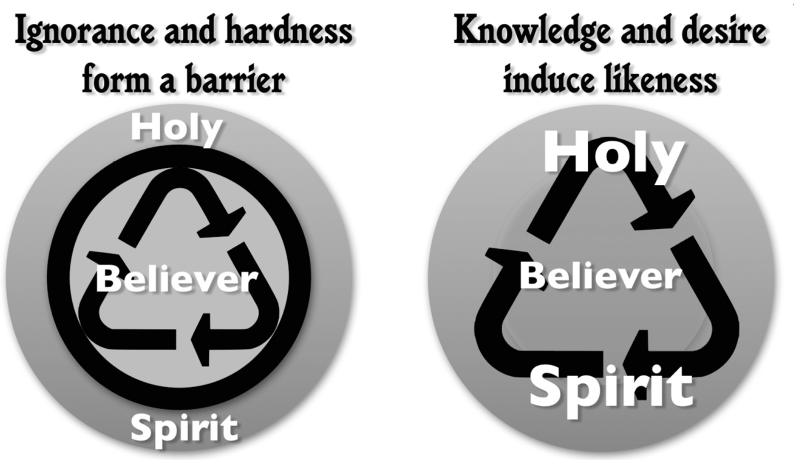

দুটি মডেল: একজন বিশ্বাসীর সঙ্গে পবিত্র আত্মার পারস্পরিক ক্রিয়া

উপরোক্ত নকশাটিতে আমরা দেখতে পাই অজ্ঞতা এবং চিত্তের কঠোরতা কীভাবে বিশ্বাস এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে বাধা তৈরী করে। ডানদিকের বাধাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মাকে প্রবাহিত হতে দেওয়া হচ্ছে। তখন বিশ্বাসী অনেক বেশী পবিত্র আত্মার মতো হচ্ছে। এটিই হচ্ছে 'পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার' প্রকৃত অর্থ - ঈশ্বরের আত্মার ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হওয়া।

খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণে পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিৎ যাতে ঈশ্বরের লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজে যুক্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অনেকে এই কাজ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং এই কারণে ঈশ্বরের লোকেরা তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের উপর স্তরের নিচে সামগ্রিকভাবে কী কী ঘটে চলেছে সেই সম্পর্কে অজ্ঞ। বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বর যা আশা করেন তার তুলনায় তারা দুর্বল, রক্তশূন্য অবস্থায় জীবন যাপন করে।

পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে তার ইচ্ছার সংযোগ এবং সমর্থনের দ্বারা বিশ্বাসীদের শক্তি আসে (রোমীয় ১২:১-২)।

পাঠ

- অসংখ্য বিশ্বাসীরা তাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, যার ফলে তারা তাঁর কাজের বিষয় বিস্মরণশীল এবং সন্দেহপ্রবণ হয়।
- বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মার কাজের প্রতি সাড়াদান করতে ইচ্ছুক হয় না, তখন তার মধ্যে একটি আত্মিক অনমনীয়তা এবং সাড়াদান না করার মনোভাব তৈরী হয়।
- ঈশ্বর কীভাবে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর পবিত্র করণের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করেন সেই বিষয়টি আমরা যখন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, তখন আমরা আমাদের আত্মিক জীবনের একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি, তখন আমরা আত্মায়-পূর্ণ জীবন যাপন উপলব্ধি করি এবং আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করি।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- যোহন ১৬:১৩

প্রদত্ত কাজ

- ○ যোহন লিখিত সুসমাচার ১৬:৫-১৫ পদ পাঠ করুন। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আপনি যে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলি লিখুন।
- ○ আত্মা দ্বারা কথিত সাম্প্রতিক কোনও কাজ করা অথবা না করার বিষয়ে আপনার সংগ্রামের বিষয়টি চিন্তা করুন। বিষয়টি কী ছিল? আপনি কীভাবে সাড়া দান করেছিলেন?

#২১
দর্শনটি হৃদয়ঙ্গম করা

শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে , আমাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের কাছে যা কিছু আছে সেই বিষয়গুলির নিহিত অর্থগুলি সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কেন ? কারণ ঈশ্বর চান আমরা যেন এই বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, ধরে রাখতে পারি, এবং অন্যদের কাছে এটি হস্তান্তর করতে পারি।

আজকাল অনেকে লক্ষ্য, দর্শন এবং মিশন বিবৃতি সম্পর্কে কথা বলেন, কিন্তু আধুনিক পুরুষ এবং মহিলারা এই বিষয় চিন্তা করার বহু পূর্বেই পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে এই চিন্তাধারা নিহিত আছে। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেন কারণ তিনি তাঁর মহান পরিকল্পনা সম্পাদন করছেন। সৃষ্টির কাজটি হচ্ছে একটি আশ্চর্য পরিকল্পনা, কিন্তু একই ভাবে তাঁর সব থেকে বড় পরিকল্পনাটি হচ্ছে - ঈশ্বরের মণ্ডলী - তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা (কলসীয় ১:১৫-২০ পদ দ্রষ্টব্য)।

২ বংশাবলি ২৯ অধ্যায়ে হিষ্কিয়ের পুনর্গঠনের সময় যিহুদায় যে আশ্চর্য রূপান্তরিত করণ ঘটেছিল সেই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্রবর্তী রাজাদের পুনর্গঠন কার্যগুলি অপেক্ষা তাদের এই পুনর্গঠনের বিষয়গুলি অনেক বেশী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ কী করা যেতে পারে সেই বিষয়ে তাঁর আশা ছিল।

ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ থেকে এই আশা এসেছিল। নিস্তরপর্ব পালনের বিষয় ঈশ্বর কী চেয়েছিলেন সেই বিষয়টি তিনি পূর্বাহ্নেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং তিনি সেই অনুসারে কার্য করেছিলেন এবং তিনি কেবল দক্ষিণ রাজ্য যিহূদাকে আমন্ত্রণ করেননি কিন্তু সমগ্র ইস্রায়েলকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি এটি করেছিলেন কারণ শাস্ত্রে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের উপস্থিতির গুরুত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের বাক্য সম্পাদন করার জন্য রাজনৈতিক সমস্ত লোককে উৎসাহিত করেছিলেন।

আমরা শাস্ত্রের মধ্যে যা দেখতে পাই তার থেকে আমাদের লক্ষ্যগুলি নিরূপণ করতে হবে, সংস্কৃতি আমাদেরকে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে তার থেকে আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যগুলি স্থির না করি। বাইবেলে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আমাদের বিবাহ, মাণ্ডলিক জীবন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এবং আমাদের জীবনের আরও অন্যান্য বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান। আমরা যে বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি অথবা চিন্তা করেছি সেই সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যে যদি ভিন্ন কিছু উপস্থাপন করা হয়, তবে এটি আমাদের দুটি প্রশ্নের চ্যালেঞ্জ দেয়,

(১) আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি রূপদান করার উদ্দেশে আপনার জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলিকে বিশ্বাস করেন ?

(২) আপনি কি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনাকে এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারেন ?

লক্ষ্যসমূহ এবং ফল

আমাদের বাগানের প্রত্যেকটি গাছ যেমন (এমনকি অবাঞ্ছিত জংলী গাছগুলি !) একটি গোপন পরিকল্পনা অনুসারে বৃদ্ধি লাভ করে, সেই ভাবে পবিত্র আত্মাও আমাদের প্রত্যেকের কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এই বইটির জন্য আমাদের প্রধান আশা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের গোপন পরিকল্পনাগুলি এবং শক্তির মধ্যে আমাদের জীবনের সংযোগসূত্রটিকে প্রকাশ করা।

অবশ্যই, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং পরিচর্যাকার্যগুলি অনুপম, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বিষয় আছে। গাছের মূল, শাখা, পাতা এবং ফলের বিষয় চিন্তা করুন। প্রত্যেকটি গাছ অদ্বীতিয় এবং তাদের গঠন প্রকৃতিও অনুপম, তথাপি তাদের কাজের মধ্যে মিল আছে। কালোজামএবং জামরুল গাছের ফলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও তারা অত্যন্ত ভিন্ন প্রকারের গাছ। জামগুলির রংয়ের পার্থক্যের থেকেও তাদের পার্থক্যগুলি অনেক বেশী গভীর।

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা কীভাবে তাদের ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করে সেই বিষয়ে একই রকমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে খ্রীষ্টে প্রত্যেক অনুগামীর ক্ষেত্রে অনুপম আহ্বান এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের প্রকাশ থাকবে। তারা যখন বৃদ্ধির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং প্রভু, আমাদের মঙ্গলময় প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেদের পৃথক করে রাখবে, তখন উপযুক্ত সময়, তিনি তাদের কাছে এই বিষয়গুলি প্রকাশ করবেন।[৬] একটি গাছ পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ফল বহন করে না। একটি গাছ যখন সুস্থ এবং শক্তিশালী হয়, এটি তখন অনেক বেশী ফল বহন করতে পারে।

---

[৬] আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে অব্রাহামের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে সময়ের বিষয়টি কয়েক সময় একটি পরীক্ষার স্থানে পরিণত হতে পারে।

এই কারণে ঈশ্বরের লোকদের সুসজ্জীভূত করার জন্য একটি প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপনকারী পরিচর্যা কাজ আছে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের জন্য আরও অধিক নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ আছে যাতে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে তাদের অনুপম অংশগ্রহণ আরও স্পষ্ট হয়। এখানেই আমরা তাদের মধ্যে সবথেকে অর্থপূর্ণ বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ঘটতে দেখতে পাবো যখন তারা "ফলবহন" করতে শুরু করবে। কেউ একটি ছোট গাছে পরিপক্ক ফল আশা করতে পারে না, আমাদেরও আগে থেকে ফলের বিবেচনা করা উচিৎ নয়। একই ভাবে, কোনও একজন বিশ্বাসী অথবা তার বৃদ্ধি কোথায় আছে সেই বিষয়টি চিহ্নিত করার ওপর আমাদের মনোনিবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আমাদের প্রয়োজনীয় উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। সঠিক সময়ে ফল আসবে;ঈশ্বর এই ভাবেই এটি করেছেন।

> কোনও ব্যাক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে;পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে, তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে;প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য (মার্ক ৪:২৭-২৮)।

এটিই জীবনীশক্তির ধাক্কা যা খ্রীষ্টে আমাদের নতুন জীবনকে চালিত করে। তিনি আমাদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি চয়ন করেন এবং তিনি চান আমরা যেন ঈশ্বরের উত্তম এবং অনুগ্রহপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে ফল বহন করি।

কয়েক জন ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, লক্ষ্য এবং মানদণ্ড গুলি সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকে। সঠিকভাবে উপলব্ধ হলে, প্রশিক্ষণ এই লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের চালিত করে, প্রশিক্ষণ তাদের এই লক্ষ্য থেকে দূরে চালিত করে না।

একটি ছোট শিশুর মেঝেতে হামাগুড়ি দেওয়ার কথা চিন্তা করুন। শিশুরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখনকার জন্য এখন থেকেই বাবা মায়েরা ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতে শুরু করতে পারেন। তারা এরকম বলতে পারেন, "মেয়েটি যখন বিবাহ করবে...।" " সে যখন বড় হবে...।"

একজন ব্যক্তির জীবনের দুগ্ধপোষ্য অবস্থ, শিশু অবস্থা এবং শৈশব কালের স্তরগুলি অস্থায়ী কারণ সেই স্তরগুলি গঠনসংক্রান্ত অথবা প্রস্তুতিমূলক। একজন ব্যক্তি কোথায় আছেন তা চিহ্নিত করণের দ্বারা উত্তম প্রশিক্ষণ শুরু হয়, তারপর, ধাপে ধাপে, প্রয়োজনীয় আত্মিক তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা দানের বিষয়গুলি প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া, আমাদের যে টুকু অভিজ্ঞতা আছে আমরা তার অনুকরণকারী মাত্র। কিছু সময় পর্য্যন্ত এটি ভাল, কিন্তু তথাপি আমরা অজ্ঞতার মধ্যে প্রশিক্ষণ দিই।

প্রশিক্ষণ এবং বাবা মা

আমি এবং আমার স্ত্রী সন্তান প্রতিপালনের বিষয় শিক্ষা দিই। প্রশ্ন উত্তর পর্বে (অনেকে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে), আমার স্ত্রী মায়েদের প্রশ্নের উত্তর দানের সময় বুদ্ধি মত্তার সঙ্গে তাদের সন্তানদের বয়স চিহ্নিত করেন। কারণ একটি এক বছরের অথবা দু বছরের শিশুর ক্ষেত্রে কী উপদেশ দিতে হবে সেই বিষয় তাঁর উত্তরটি অনেক বড় পার্থক্য তৈরী করে।

আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি সেই বিষয়টি আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন "কীভাবে" তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই বিষয়টি প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের কাছে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা কেবল কতগুলি মণ্ডলীর কর্মসূচী সম্পাদন করি না, কিন্তু তাদের পরিপক্কতার স্তরের উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্য সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত হতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণ দিই।

প্রশিক্ষক হিসাবে, অথবা আরও নির্ভুলভাবে পরামর্শ দানকারী হিসাবে , প্রভুর সঙ্গে আমরা যখন কাজ করি তখন আমি এবং আমার স্ত্রী ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার করি, এই শিষ্যদের জীবনের মধ্যে প্রশিক্ষণটি একাত্ম করার জন্য আমরা সব থেকে উত্তম উপায়ের অনুসন্ধান করি। উত্তম বাবা মায়েরা যেভাবে তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দেন তার থেকে এটি কোনও অংশে ভিন্ন নয়।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা

এই প্রক্রিয়াটির সব থেকে বড় বিষয়টি হচ্ছে যে যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছে আমাদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধ মান জীবনী শক্তি এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর মতো হওয়ার তাঁর লক্ষ্যের প্রতি চালিত করেন। এটি কোন বিশৃঙ্খল বিষয় নয় কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত বিশেষ ধরণের প্রক্রিয়া। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য আমাদের মধ্যে বাস করেন!

আমাদের এই জীবন সৃষ্টি করার অথবা বৃদ্ধি দানের জন্য শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। এটি যদি সত্যি হয়, তবে এটি সহজাত প্রেরণা যা আমাদের বৃদ্ধি দান করে এবং ফল বহন করে। ঈশ্বর যা করছেন তার সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে কাজ করি, যা অনেকটা একজন কৃষকের মতো যে তার বাগান দেখাশোনা করে। মনে রাখবেন, যীশু পিতরকে বলেছিলেন"আমার মেষশাবকগণকে চরাও।" পিতরের মেষদের জীবন দান করার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তাদের চরানোর প্রয়োজন ছিল মাত্র এবং তাদেরকে এক উত্তম মেষপালকের মতো তত্ত্বাবধান করার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সঙ্গে প্রশিক্ষণটি শুরু হয়, তারপর এটি খুব সহজেই অন্যদের প্রশিক্ষণের প্রতি চালিত হয়। প্রশিক্ষণটি তখন আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে ঈশ্বর ইতিমধ্যে যা করেছেন তা অন্যদের শিক্ষা দেয়।

পাঠ

- আত্মিক সত্যগুলি শাস্ত্রীয় সত্যগুলি থেকে জন্ম নেয় যা আমাদের প্রত্যাশা এবং মনোযোগের রূপ দান করে।
- আত্মিক বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে লক্ষ্যগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
- আমরা বৃদ্ধি কে পথ দেখানোর জন্য সৃজনশীলতার সঙ্গে লক্ষ্যগুলি উদ্ভাবন করি না কিন্তু ঈশ্বর শাস্ত্রে আমাদের যা বলেছেন তা যত্নসহকারে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং সেই বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করি।
- এই জগতে ঈশ্বরের প্রেম এবং জ্যোতি বহন করার জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। এটিই হচ্ছে তার জন্য ফল ("উত্তম কার্য" রূপেও অভিহিত হয়)।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মার্ক ৪:২৭-২৮

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার জীবনের এই অংশে ঈশ্বরের লক্ষ্যগলি কী কী? অন্তত পক্ষে তিনটি লক্ষ্য চিহ্নিত করুন।

○ লক্ষ্য তৈরী এবং স্থির করার ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সাড়া দেবেন? আপনি কি প্রক্রিয়াটি দ্বারা উৎসাহিত অথবা হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন কেন।

○ কয়েকটি বাগানের গাছের অথবা শস্যের জন্য ঈশ্বরের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যটি কী? আপনার জীবনের আত্মিক বর্ণনা প্রসঙ্গে এটির অর্থ কী?

○ উপরোক্ত লক্ষ্যটিতে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন, তারপর আপনার চারপাশের অল্প কয়েক জন বিশ্বাসীর সম্পর্কে চিন্তা করুন। তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বরে তাদের বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করেন। ঈশ্বর যদি তাদের সাহায্য করার জন্য আপনার অন্তরে কথা বলেন, তবে এটি অনুসরণ করুন।

#২২
আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলি

খ্রীষ্টের স্বরূপতার মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, কিন্তু এই বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বর কী চান সেই বিষয়টি আমরা যখন আরও অধিক স্পষ্টভাবে পূর্বাহ্নেই দেখতে পারি, তখন এই লক্ষ্যটি স্থির করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ হয়ে যায়।

একটি প্রশিক্ষক, একটি স্কুল, একজন বাবা অথবা মা, ইত্যাদি হিসাবে, আমরা দ্রুত আবিষ্কার করি যে আমরা যারা কাজ করছি তাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যটি হচ্ছে আমরা যা করতে পারি তার সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর যাওয়া। এটিই হচ্ছে এমন কিছু বিষয় যা আমাদের সনাক্ত করা এবং গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই আমাদের এটি মেনে নিতে হবে যে কোনও একজন ব্যক্তির জন্য আমাদের এই প্রশিক্ষণটি এক মাস, এক বছর, পাঁচ বছর, ইত্যাদি সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। একই ভাবে, এছাড়াও আমরা তাদের কতটা সময় দিতে পারবো তার মধ্যেও সময়ের তারতম্য থাকবে। আমরা সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্য একটি ক্লাসে শিক্ষা দিতে পারি অথবা আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একজন একজন করে ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকবার মিলিত হতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সহযোগী হিসাবে চিন্তা করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করছেন। অন্যদের মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করার জন্য তিনি আমাদের মাধ্যমে কাজ করছেন। যারা অন্যদের না দেখে নিজেদের দেখেছিলেন এবং যারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য পৃথকভাবে কাজ করেন তাদের উভয়কেই তিনি পরাক্রমের সঙ্গে তিরস্কার করেছিলেন।

কিন্তু তোমরা 'রবিব' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের গুরু এক জন, এবং তোমরা সকলে ভ্রাতা। ... তোমরা 'আচার্য্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য্য এক জন, তিনি খ্রীষ্ট। (মথি ২৩:৮,১০)।

যীশু এটি বলতে চাননি যে আমাদের শিক্ষক থাকা উচিৎ নয় অথবা কোনও একজন ব্যক্তিকে একজন শিক্ষক বলে ডাকা উচিৎ নয় (অর্থাৎ, রবিব, যাকোব ৩:১ পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তিনি আমাদের ডিগ্রী, পদ এবং গবেষণা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের বিষয়টিকে সম্বোধন করেছিলেন। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা একজন ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের বিষয়টিকে সুবিধা দানের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করছি। বিষয়টি অর্থপূর্ণ হলেও, আমরা এখানে মূল বিষয় নই। আমাদের শারীরিক জীবন প্রতিপালনের উদাহরণটি এখানে আমাদের সাহায্য করে। আমরা একজন ব্যক্তির বৃদ্ধি র কারণ হতে পারি না কিন্তু আমরা কেবল তার বৃদ্ধি কে সহজ করতে পারি।

আমাদের ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা

আমরা যদি আমাদের বিদ্যালয়ে অথবা মণ্ডলীর পদগুলির মধ্যে ফিরে আসি, আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের মধ্যে নের্তৃত্ব দানের অথবা শিক্ষা দানের অনুগ্রহ দান ছিল যা আমাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল (রোমীয় ১২:৭-৮)। সেই একই আত্মা অন্যদের বৃদ্ধির জন্য আমাদের মধ্যে তিনি যা কিছু দিয়েছিলেন সেই বিষয়গুলি ব্যবহার করেন। আমাদের প্রশিক্ষণের সময়টি হতাশাজনক ভাবে সংক্ষিপ্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস রাখুন। ঐ সময়ের মধ্যে আপনার মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তাকে একটি আকার দেবার জন্য ঈশ্বরের আস্থা রাখুন। আপনার শিক্ষার্থী অথবা শিষ্যদের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বর যে বৃদ্ধি আনতে চান সেই বৃদ্ধি আনার জন্য আপনি কীভাবে সব থেকে ভাল ভাবে তাদের উৎসাহিত করতে পারেন সেই বিষয়টি বিবেচনা করুন।

মনে রাখবেন এটি হচ্ছে ঈশ্বর "মহত্তর কাজ।" প্রভু প্রত্যেক ব্যক্তির মনের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করবেন এই কথা মনে রেখে আস্থার সঙ্গে পরিশ্রম করুন এবং আমাদের ভূমিকাটি অত্যন্ত ছোট (কিন্তু অর্থপূর্ণ)।

আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলি আবিষ্কার করা

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি কী তা পরীক্ষা করার পর, (এবং সেগুলি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একই হবে) যে ব্যক্তির জন্য আমরা কাজ করছি সে বৃদ্ধি র কোন্ স্তরে আছে তা আমাদের নিরূপণ করা প্রয়োজন। আমাদের সময়, পরিস্থিতি, উপকরণগুলি, অনুগ্রহ দানগুলি এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেচনা করে স্থির করতে হবে এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বর কী সম্পাদন করার চেষ্টা করছেন? প্রত্যেকটি বিষয় লক্ষ করতে হবে।

সময়: প্রশিক্ষার্থীর সঙ্গে আমরা কত সময় অতিবাহিত করতে পারবো সেই বিষয়টি আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের ক্লাসের সময় তেরো ঘণ্টা হতে পারে। প্রত্যেকটি ঘণ্টা কী করা যেতে পারে সেই বিষয় পরিকল্পনা করতে হবে এবং অবশ্যই তাদের ঘরের কাজ দিতে হবে।

পরিস্থিতি: শিক্ষা গ্রহণের পরিস্থিতিটি কি একটি বয়স্ক রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ক্লাস, একটি কলেজ ক্লাস, উপদেশ দানের সময়, অথবা অন্য কোনও বিষয়? আমাদের কোন্ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা নির্ভর করবে কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা শিক্ষা দেব তার উপর, এবং আমাদের দেখতে হবে কীভাবে আমাদের শিক্ষার বিষয়টি বৃহত্তর লক্ষ্যের উপযোগী হবে। উদাহরণস্বরূপ, পালক মশাই যখন একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসীর সঙ্গে মিলিত হবেন তখন তিনি শিষ্যত্বের উপর আট সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয়ে আপনাকে ব্যবহার করতে পারেন অথবা সেমিনারী আপনাকে তাদের লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করতে চাইতে পারেন।

উপকরণসমূহ: আমাদের উপকরণগুলি ব্যাপকভাবে ঠিক করতে পারে আমরা কী করতে পারি। একটি স্থানে মুদ্রিত বই থাকতে পারে যখন আরেকটি স্থানে কোনও মুদ্রিত উপকরণ নাও থাকতে পারে। একটি স্থানে কম্পিউটার থাকতে পারে যখন অন্য একটি স্থানে এমনকী ক্লাসে যোগদান করার জন্য গাড়ী ভাড়াও না থাকতে পারে। এই প্রয়োজনগুলির জন্য সতর্ক থাকবেন। সীমিত উপকরণ প্রায়ই কার্যকরী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাধায় পরিণত হতে পারে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করতে পারেন সেই বিষয়ে আপনি অন্যদের কীভাবে উৎসাহিত করতে পারেন সেই বিষয়ে সম্ভবতঃ ঈশ্বর আপনাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

অনুগ্রহদানগুলি: আমরা ঈশ্বরের জন্য কী কী করতে পারি তা ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে ঈশ্বর আমাদের কী কী আত্মিক অনুগ্রহ দান দিয়েছেন তার উপর। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আমাদের আত্মিক দানগুলির সঙ্গে আমাদের সেবা কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছি। মনে রাখবেন আমাদের কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা যেভাবে আমাদের দানগুলিকে কাজে লাগাতে চাই সেই ভাবে দানগুলি কার্যকর হতে সক্ষম নাও হতে পারে। এর জন্য আমাদের ধৈর্য্য এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হবে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসমূহ: এটি সম্ভবতঃ, সমস্ত কিছু অপেক্ষা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের সীমাবদ্ধতার দ্বারা ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন না - এমন কী আমাদের অনুগ্রহ দানগুলি অথবা উপকরণগুলির দ্বারাও নয়। এই কারণেই এই ঘণ্টা অথবা মিনিটগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর কী করতে চাইছেন সেই বিষয়টি প্রার্থনা এবং যত্নপূর্বক বিবেচনা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের ভূমিকাগুলি উপলব্ধি করণ

কিছু সংখ্যক লোকেরা স্বাচ্ছন্দ্য এবং তৎপরতা অনুভব করে যখন অন্যরা বিভ্রান্তি এবং অসহায়তা অনুভব করে। ঈশ্বর যা করতে চান সেই বিষয়টিকে আমরা যত অধিক শক্ত করে ধরি, তত অধিক আমরা দেখতে পাই যে আমাদের অবদান কত অল্প। এই কাজ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, ঈশ্বর আপনার সেবা কাজকে মহামূল্য দেন। এটি কখনও তুচ্ছ হবে না।

বাগানের গাছগুলিতে মনোযোগের সঙ্গে জল সেচনকারী জলের পাইপ হাতে একজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন। তিনি জীবন অথবা বৃদ্ধি কোনটাই আনছেন না, কিন্তু তার এই কাজের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর বৃহত্তর কাজগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। ক্ষুদ্র কাজ? হ্যাঁ, মহান অবদান? এর উত্তরও হ্যাঁ।

“আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধি দাতা ঈশ্বরই সার” (১ করিন্থীয় ৩:৬-৭)।

সুতরাং, আমাদের সীমাবদ্ধ তাগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন হলেও, আমরা যেন সেগুলির দ্বারা ঈশ্বরের মানদণ্ডকে খাটো না করি অথবা আমাদের অবদানগুলিকে তুচ্ছ না করি। আমরা যেন নিজেদের সঠিক অবস্থা থেকে বেশী উচ্চ করে না দেখি। ঈশ্বর অন্যদের জীবনে যা কিছু করতে চান সেই কাজগুলিতে গর্ব অথবা বিশ্বাসের অভাব (সন্দেহ) ধবংস করে দিতে পারে।

প্রশিক্ষণ দানের জন্য আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা

ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি পরীক্ষা করার সময় (এই লক্ষ্যগুলি আপনার পালকের অথবা বিভাগীয় প্রধানের লক্ষ্যগুলি থেকে অর্থপূর্ণভাবে ভিন্ন হতে পারে), আমরা অবাক হয়ে ভাবতে পারি যে কীভাবে আমরা সময় অথবা অন্যান্য প্রদত্ত সীমাবদ্ধ তার মধ্যে এই লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণ করতে পারি। আমাদের একটি অলৌকিক কাজের প্রয়োজন।

প্রতিবার আমি যখন বিদেশে খ্রীষ্টিয় নেতাদরে জন্য দ্বিভাষী তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সেমিনার পরিচালনা করি, আমাকে এই উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। সময় সীমিত, ভাষা হচ্ছে একটি বাধা। হতে পারে এটি খুবই গরম। আমার মনে আছে ভারতে একবার আমাদের সেমিনারটি যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে বাইরে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলছিল। সেখানে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল, আমাদের বাণীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রচণ্ড শব্দে বাজি ফাটছিল।

শিক্ষক হিসাবে আমাদের নিজেদের বিশ্বাসে পথ চলা অপরিহার্য বিষয়। নিরুৎসাহজনক কোনও নিয়মের অধীন হবেন না যা ঈশ্বরের বৃহত্তর উদ্দেশ্যগুলি থেকে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে দেবে। প্রশিক্ষণের সময় ঈশ্বরকে তাঁর নাম মহান করার সুযোগ দিন। আমরা এক ঘণ্টায় যা করতে পারি তার থেকে অধিক তিনি ১ মিনিটে সম্পাদন করতে পারেন। ঈশ্বরের তাঁর লোকদের গড়ে তোলার সমগ্র উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করার দ্বারা আমাদের বিশ্বাস বজায় থাকে। “আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না” (মথি ১৬:১৮)।

পিতরকে অনেক কর্তৃত্ব প্রদত্ত হয়েছিল; কিন্তু তথাপি যীশু বলছেন যে তিনিই মণ্ডলী গড়ছিলেন এবং অন্য কোনও কিছু তাঁর এই পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে পারবে না।

ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপন

ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যের আলোকে আমাদের লক্ষ্যগুলি যদি সঠিক ভাবে গঠিত হয়, আমরা সর্বদা দেখতে পাব যে আমরা জীবন সৃষ্টি করি না কিন্তু জীবনকে লালন পালন করি। আমরা গুরু নই, খ্রীষ্ট হচ্ছেন গুরু। শিক্ষক এবং গুরুর অধীনস্থ হিসাবে, আমাদের ভূমিকার উপর আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আমরা যখন এটি করি, তখন আমাদের সীমিত সময় এবং পরিস্থিতিগুলির মধ্যে ঈশ্বর যা কিছু চান সেই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পাদন করতে সক্ষম করার জন্য ঈশ্বর আমাদের তাঁর আত্মায় পূর্ণ করার চেষ্টা করেন!

আমরা একটি ধারাবাহিক উপদেশ বা সারমন, একটি রবিবাসরীয় ক্লাসে, একটি ছোট দলে, ইত্যাদি যে কোনও পরিস্থিতিতেই শিক্ষা দিই না কেন, আমরা ঈশ্বরের বৃহত্তর উদ্দেশ্যগুলির আলোকে জীবন যাপন করি এবং সেই কারণে আমরা বিনম্রতা সহ তাঁর ক্ষমতা দানকারী শক্তি যাজ্ঞা করি যাতে আমরা সঠিকভাবে তাঁর অপূর্ব কাজগুলি সম্পাদন করতে পারি।

খ্রীষ্টের তিরস্কারের বিষয়টি মনে রাখবেন। আমরা যদি মনে করি যে এই সকল বিষয়ে আমরা দক্ষ হয়েছি তবে আমরা সমাধান হওয়ার পরিবর্তে সমস্যার অংশ হবো। ঈশ্বর প্রকৃত বৃদ্ধি দেন এবং এই কারণে তিনিই আমাদের শিক্ষার্থীদের বিকাশের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে আনেন।

খ্রীষ্টই হচ্ছে প্রকৃত গুরু। তাঁর আত্মা শিক্ষক/প্রশিক্ষক এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী/শিষ্য উভয়ের মধ্যে কাজ করে। তিনি মধ্যস্থতাকারীদের অন্বেষণ করে যাদের দ্বারা তিনি তাঁর সত্যকে কাযকরী ভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। আসুন আমরা সঠিকভাবে আমাদের এই সকল মূল্যবান শিক্ষার্থীদের কাছে জীবন জল প্রসারিত করার আমাদের এই জরুরী কাজটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করি। সম্ভবতঃ আমরা আরও অধিক প্রার্থনা দ্বারা আমাদের ভূমিকাটি চালিয়ে যেতে পারি!

পাঠ

- দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি আমাদের শিক্ষাদানের ক্ষুদ্র কিন্তু অর্থপূর্ণ স্থানটিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
- আমাদের সময় সীমিত বলে আমাদেরকে নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান যাজ্ঞা করতে হবে যাতে আমরা জানতে পারি যে একজন বিশ্বাসীর বৃদ্ধি কে ত্বরান্বিত করার জন্য কীভাবে আমরা আমাদের উপকরণগুলিকে সব থেকে উত্তমরূপে ব্যবহার করতে পারি।
- আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের সঙ্গে শিক্ষা এবং পরামর্শ দিতে হবে যাতে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এই ক্ষুদ্র বিষয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর বৃহত্তর মঙ্গল সম্পাদন করার জন্য এটিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেন।
- উত্তম শিক্ষক প্রভুর সঙ্গে বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে থাকার দ্বারা কাজের উপর মনোনিবেশ করে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ করিন্থীয় ৩:৬-৭
- মথি ২৩:৮,১০

প্রদত্ত কাজ

○ এই অধ্যায় থেকে আপনি যে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পাঠটি শিখেছেন তার নাম বলুন। এর উপর প্রার্থনা করুন।

○ আপনি কি উচ্চ লক্ষ্যগুলি স্থির করেন এবং হতাশাগ্রস্ত হন, অথবা আপনি কি নিম্ন লক্ষ্যগুলি স্থির করেন এবং অকার্যকরী হন? অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন।

○ এই পাঠটি কীভাবে উচ্চ অথবা নিম্ন কৃতিত্ব অর্জনকারীদের তাদের শিক্ষা দানকরার দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করতে সাহায্য করে?

○ ১ করিন্থীয় ৩:৫-১০ পদের উপর ধ্যান করুন এবং অন্যদের শিক্ষা দান করার এবং প্রশিক্ষণ দান করার সব থেকে ভাল উপায়টি কী সেই বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করুন।

#২৩
সামগ্রিকতার অংশ

ঈশ্বরের সামগ্রিক লক্ষ্যগুলি কীভাবে সম্পাদিত হবে সেই বিষয়টি পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হতে পারার বিষয়টি প্রশিক্ষণের একটি অর্থপূর্ণ সমস্যা। ১ যোহন ২:১২-১৪ পদে, যোহন বিশ্বাসীদের আত্মিক যাত্রার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন, যাইহোক, যে কোনও নির্দিষ্ট স্তরে বৃদ্ধি র বিষয়টি উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে এমন বিষয়গুলি আমাদের জান প্রয়োজন।

জীবনের উপমা, উৎস, শক্তি, পরিকল্পনা এবং জীবনের চালিকা শক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা জন্য অত্যন্ত সহায়ক, কিন্তু এটি আমাদের পরিমেয় লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাতে সাহায্য করে না, যে লক্ষ্যগুলি আমরা সহজেই উপস্থাপন করতে পারি এবং অন্যদের গ্রহণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি। যোহন কেবল একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরের পার্থক্যগুলি নিরূপণ করেননি, কিন্তু তিনি বৃদ্ধি র প্রধান এলাকাগুলিও চিহ্নিত করেছেন যা নির্দিষ্ট স্তরে ঘটে। এগুলি আমাদের প্রধান লক্ষ্যগুলিতে পরিণত হয়।

বিশেষ আত্মিক লক্ষ্যগুলি একটি শিশুর বৃদ্ধি র চিহ্নগুলির সমরূপ। টলতে টলতে চলা একটি শিশুর প্রথম পদক্ষেপ অথবা সম্পূর্ণ একটি বাক্য বলা হচ্ছে শারীরিক বিকাশের একটি সাধারণ চিহ্ন। এই চিহ্নগুলি অপ্রত্যক্ষ লক্ষ্য যেহেতু এগুলিকে আমরা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারি না। বাবা মায়ের কাজ হচ্ছে সাধারণ তত্ত্বাবধান দান করা এবং বৃদ্ধি র সহায়ক একটি পরিবেশ তৈরী করা।

আমার একজন অথবা দুজন সন্তান দেরীতে কথা বলতে শুরু করেছিল। বাবা মা হিসাবে আমরা চিন্তা করছিলাম কোনও কিছু অসুবিধা আছে কিনা। সৌভাগ্যবশতঃ, কোনও অসুবিধা ছিল না। আমাদের শিখতে হয়েছিল যে প্রত্যেক শিশু বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে বিকশিত হয়। এই বৃদ্ধি র গতি বাড়ানোর জন্য আমরা কিছু করতে না পারলেও, এই চিহ্নগুলি আমাদের বলে যে সবই ভাল।

আজকের পৃথিবীতে একটি শিশু যদি যথাযথভাবে বিকশিত না হয়, তবে চিকিৎসাবিষয়ক কর্মীরা প্রায়ই বলতে পারেন শিশুটির কী সমস্যা, কারণ আজকের জগতে এই বিষয় প্রচুর গবেষণা চলছে। সম্ভবতঃ সঠিক বিকাশের জন্য কোনও একটি পুষ্টিকর উপাদানের অভাব আছে। বেশ কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় আছে: র াসায়নিক দ্রব্য সংযোজন করা যেতে পারে, অথবা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঠিক ভাবে উদ্দিপ্ত করার দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করা যেতে পারে অথবা শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। যাইহোক, সফলভাবে এই বিষয়গুলি করার জন্য সমস্ত সমাধানগুলি প্রাসঙ্গিকতা এবং শরীর সম্পর্কিত নিয়মগুলির মধ্যে অবশ্যই কাজ করতে হবে।

আত্মিক লক্ষ্যসমূহ

এটি আমাদের আত্মিক প্রয়োজনগুলি সহ একই পরিস্থিতি। আমরা কোনও প্রক্রিয়া বা সিস্টেম তৈরী করি না, কিন্তু আমরা সিস্টেম অনুসারে কাজ করি। আমরা আত্মিক সিস্টেমের মধ্যে আমাদের আস্থাকে রাখি যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন। এটি কাজ করে। আত্মিক বৃদ্ধি ঘটে, এবং শাস্ত্র আমাদের বৃদ্ধি র চিহ্ন দিয়েছে যা আমাদের বৃদ্ধি মাপতে সাহায্য করে। ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে, আমরা এই সাধারণ বৃদ্ধির নমুনাকে উৎসাহিত করি।

আমরা লোকদের বৃদ্ধি দিই বলে বৃদ্ধি র চিহ্নগুলি আমাদের লক্ষ্যগুলিতে পরিণত হয় না, কিন্তু বিভিন্ন স্তরে ঈশ্বর লোকদের মধ্যে যা করছেন সেই বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য এটি আমাদের বাধ্য করে। ইতিবাচক বৃদ্ধি কে উৎসাহিত এবং লালন পালন করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমরা তা সংযোজিত করি। পৌলের তাঁর শিক্ষাদানের তিনটি লক্ষ্য দেখুন, "কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম প্রেম, যাহা শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন" (১ তীমথিয় ১:৫)।

যোহন বিভিন্ন বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছেন যে বিষয়গুলি প্রত্যেকটি স্তরে ঘটা প্রয়োজন। শারীরিক বিকাশের উপমা ব্যবহারের দ্বারা আমরা এই চিন্তাগুলিকে আরও সম্পূর্ণ করতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে যোহনের উপমা সহজভাবে হস্তান্তরযোগ্য ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগের ব্যবহারিক ধাপগুলিকেও চিহ্নিত করে। এই ধারণাগুলি সরল হলেও গভীর জ্ঞানপূর্ণ।

নির্দেশনা দানকারী হিসাবে আমি প্রত্যেকটি কূপ গভীরভাবে খনন করেছি কিন্তু শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরের পূর্ণ গভীরতা নির্ণয় করার সময় আমি কখনও পাইনি। খনি খনন করার মতো, একজন ব্যক্তি সর্বদা অল্প কিছুটা অধিক খনন করতে পারে।

মহান প্রশিক্ষণ

এই দুটি বৃহত্তর বিষয় কীভাবে আমরা সংযোগ করছি তার উপর মহান প্রশিক্ষণটির মূল চাবিকাঠি অবস্থিতি করে:

(১) স্পষ্টতা যার দ্বারা আমরা আত্মিক বিকাশে ঈশ্বরের সর্বোপরি উদ্দেশ্যের প্রতি বৃদ্ধি র সমস্ত অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি, এবং

(২) একজন ব্যক্তির জন্য যে কোনও মুহূর্তে কৌশলগত আত্মিক তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বাসীরা মহা সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় যখন তারা সঠিক প্রশিক্ষণ না পায়। আমরা যখন উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে অনমনীয় বিশ্বাসীদের প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দেখি তখন সমস্যাগুলি আরও জঘন্যরূপ ধারণ করে। কিছু সময়ের জন্য মণ্ডলীর মধ্যে বেপরোয়া ভাবে অন্যায় কিছু ঘটছে। আমি বিশ্বাস করি মণ্ডলীতেএই দুটি অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপের অভাবের কারণেই এটি ঘটছে, যার ফলে বিশ্বাসীরা সঠিক তত্ত্বাবধান পাচ্ছে না।

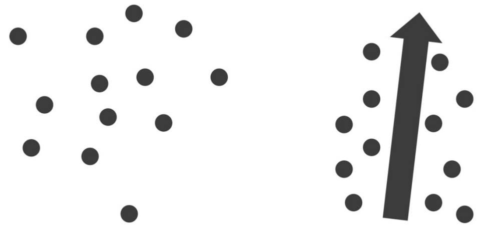

Non-directional versus directional

পাঠ

- ঈশ্বর যা করছেন সেই বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র আমাদের সমস্ত কিছু পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রাখতে সাহায্য করে।
- সম্পূর্ণ অংশ থেকে বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক করার কারণে অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি থেকে স্পল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলিকে পৃথক করার কারণে প্রশিক্ষণে সব থেকে বড় সমস্যা ঘটে(অর্থাৎ ঈশ্বরের লক্ষ্যসমূহ)।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ তীমথিয় ১:৫

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার জীবন, স্কুল, কাজ, ইত্যাদির মধ্যে প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলির তালিকা তৈরী করুন।

○ এই পৃথিবীতে আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যটি কী? ঈশ্বর কীভাবে আপনার আত্মিক বৃদ্ধি চান এবং আপনাকে দিয়ে তাঁর সেবা কাজ করাতে চান?

○ আপনার আত্মিক বিকাশের জন্য ঈশ্বরের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষের সঙ্গে আপনি কি আপনার আত্মিক জীবন কখনও সংযুক্ত করেছেন?

#২৪
একটি উদ্দেশ্যসহ প্রশিক্ষণ

একটি প্রশিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বৃদ্ধি র প্রত্যেকটি স্তরে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটা প্রয়োজন সেই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে, আমরা দেখবো কীভাবে আমাদের ব্যক্তিগত অংশগুলির উপলব্ধির সামগ্রিক আকার তৈরী হয়।

এক্ষেত্রে, আসুন আমরা শিষ্য তৈরীর লক্ষ্যটি নিয়ে চিন্তা করি। হতে পারে আমরা ব্যক্তিগতভাবে তিনজনকে শিষ্য করেছি। (শিষ্যত্ব হচ্ছে প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ আকার।) তারা এখন বড় হয়েছে ধরে নিয়ে , অধিকাংশ বাবা মায়ের মতো আমরা তাদের বৃদ্ধি র জন্য গর্ববোধ করি, আর তথাপি আমরা তাদের জীবনের কয়েকটি দিকের বিষয় কিছুটা চিন্তিত হই (বাবা মায়েদের মতো !)।

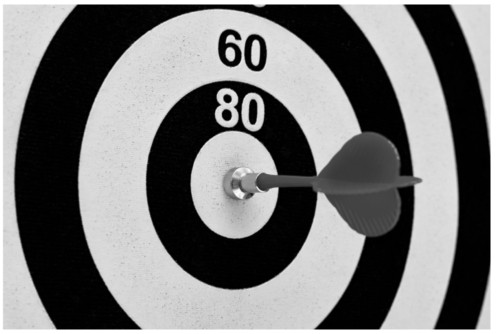

তাদের প্রশিক্ষণের সময় আমরা তাদের কী শিক্ষা দিচ্ছি সেই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের জন্য একটি অর্থপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে যে, আমাদের মতো তারাও যেন অন্যদের শিষ্য করতে বাধ্য থাকার বিষয়টি অনুভব করে। আমরা ঐ আদেশটি পালন করছি কিনা সেই বিষয়টির উপরেই আমরা কেবল মনোনিবেশ করি না কিন্তু যাদের আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের মধ্যেও শিষ্য করার এই একই দর্শন আছে কিনা সেই বিষয়েও আমরা মনোনিবেশ করি।

আমরা যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি তারা কি বাইরে গিয়ে শিষ্য করতে পারে? তারা কি জানে কীভাবে শিষ্য করতে হবে? তারা কি তত্ত্বাবধান করে? তারা কি নিজেরা প্রশিক্ষণ দিতে পারে যাতে শিষ্যদের শিষ্যরাও প্রশিক্ষণ দিতে পারে? পৌল এটি করেছিলেন।

> আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। (২ তীম ২:২)

এই দ্বিতীয় তীমথিয় অনুচ্ছেদটি শিষ্যত্ব প্রক্রিয়াটিকে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করে। পৌল তীমথিয়কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তীমথিয়, প্রতিদানে, অন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যাতে তারা নিজেরা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

কোনও একটি ভূমিকায় অভিনয় করার বিষয়টি আমি বড় একটা পছন্দ করি না, যাদের আমি প্রশিক্ষণ দিই সেই নেতাদের কাছে আমি ঠিক কী বিষয় প্রত্যাশা করছি তা তাদের বুঝতে সাহায্য করার জন্য কয়েক সময় এটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আমি দেখতে পেয়েছি। আমাদের অনেক দূরবর্তী শেষ লক্ষ্যটিকে দেখা প্রয়োজন যা আমাদেরকে কীভাবে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করে।

এখন অনেক যুবক যুবতীরা বিবাহ প্রথাটিকে মানছে না অথবা তারা একসাথে এই প্রথাটিকে বাতিল করে দিচ্ছে কারণ তারা এই প্রথাটিকে আর অপেক্ষাকৃত ভাল প্রথা হিসাবে মানতে পারছে না;পরিবর্তে তারা বাছবিচারহীন ভাবে যৌন সম্ভোগকে বেছে নিচ্ছে। খ্রীষ্টান বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের এই মনোভাবে জন্য তাদের দায়িত্বের বিষয় সহভাগিতা করছে। এটি না জেনেই তারা শিষ্য করছে। একসাথে থেকেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু বিবাহের জন্য এটি খুবই নিম্ন লক্ষ্য। দম্পতিটিকে বিবাহ করা প্রয়োজন এবং তাদের একটা পরিবার থাকা প্রয়োজন যাতে তাদের সন্তানরা জীবন পরিবর্তনকারী অনুধ্যানের মধ্যে সংহতি, পারস্পরিক ক্রিয়া, আনন্দ, ব্যবহারিক ভালোবাসা আকুলভাবে কামনা করতে পারে।

যে দম্পতিরা এক সাথে থাকে তারা আগে থেকে বাচ্চাদের বিষয় চিন্তা করে না। শিশুরা যতদিন না বড় হয় ততদিন যদি বিবাহিত দম্পতি পরস্পরকে ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করে, তারা তাদের সন্তানদের দেখায় কেন তারা বিবাহ রীতিটিকে অবজ্ঞা করে এবং বিবাহ করে না।

আমাদের খ্রীষ্টান স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় কী? সামগ্রিকভাবে ঈশ্বর যা চান সেই বিষয়গুলি কি তারা বিবেচনা করেন? অনেক সময়, স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলি ভীষণভাবে আমদের আধুনিক শিক্ষা সংক্রান্ত সিস্টেম এবং সরকারী প্রত্যাশাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ঈশ্বর কী চান সেই বিষয় অপেক্ষা অধিকরূপে পাঠক্রম প্রস্তুতি এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে পর্যবসিত হয়।

খ্রীষ্টানরা চ্যাপেলে যোগদান করার দ্বারা এই চাপের বিরোধীতা করার চেষ্টা করে যেখানে আত্মিক জীবনের বাণী প্রচার করা হয়। এটি প্রশংসনীয়, কিন্তু এটি কি যথেষ্ট? অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আমরা এটি যথেষ্ট হতে দেখি না। খ্রীষ্টানদের চ্যাপেলের কয়েকটি সভায় যোগদান করার কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় তা পূরণ করার পরিবর্তে তাদের আত্মিক জীবনের সঙ্গে মানানসই একটি স্তরে ব্যক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর এই সময়গুলি সাড়াদানকারী শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করতে চান, কিন্তু যারা তিক্ত মানসিকতাপূর্ণ ব্যক্তি তারা আরও অধিক কঠোর হয়।

আমার জীবনের একটি সঙ্কট

একটি উদাহরণ দ্বারা আমি শেষ করবো। একটি বিখ্যাত বাইবেল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর, বেশ কয়েক বছর ভাষা শেখার পর, একটি উত্তম মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকার পর, আমি অবশেষে আমার স্বপ্নকে সত্যি হতে দেখেছিলাম। আমি বিদেশে মিশনারীতে পরিণত হয়েছিলাম এবং একটি মণ্ডলী শুরু করার জন্য অন্য আরও কিছু সংখ্যক মিশনারীদের সঙ্গে একটি বড় জাতীয় দলের অংশ হয়ে ছিলাম। লোকেরা প্রভুকে জানতে শুরু করেছিল। দক্ষিণ তাইওয়ানের একটি আবাসিক এলাকায় গাড়ী রাখার জায়গায় কি প্রথম বাপ্তিস্ম দানের সভাটি কী অপূর্ব ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

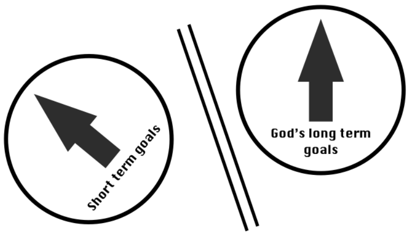

A Major Disconnect

এই ঘটনার পরেই আমি ঐ জীবন-কাঁপানো উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। এই নতুন বিশ্বাসীদের মণ্ডলীতে যোগদান করানো এবং তাদেরকে কিছু "খ্রীষ্টীয়" কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া তাদেরকে নিয়ে আর কি করবো আমি জানতাম না। এর মানে এই নয় যে আমি বাইবেল স্কুলে থাকাকালীন মিশন পাঠক্রম সম্পর্কে কোনও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিনি। এমনকি আমি মণ্ডলী স্থাপনের উপর সেমিনারীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। শিষ্যত্বের উপরেও আমি ক্লাস করেছিলাম। কিন্তু কিছু একটা আমি হারিয়েছিলাম।

খ্রীষ্টিয় নের্তৃত্বের এই এত অপরিহার্য বিষয়টি কীভাবে আমার প্রশিক্ষণে বাদ পড়েছিল? সেটি ছিল এখন থেকে অনেক বছর আগের কথা, কিন্তু আমি প্রায়ই সেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি।

কোনও ভাবে বিশ্বাসীরা কীভাবে বৃদ্ধি লাভ করে এবং কীভাবে বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায় সেই বিষয় আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। শিষ্যত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি আমার প্রশিক্ষণ থেকে অনুপস্থিত ছিল।

সেই সময় থেকে আমি আমার প্রশিক্ষণটিকে এবং আমার চারপাশে যারা ছিল তাদের প্রশিক্ষণগুলিকে মূল্যায়ন করে দেখার অনেক সময় পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর কী করছেন সেই বিষয়টি আমি কখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ম করতে পারিনি। শিষ্যত্বের এলাকার মধ্যে পবিত্র করণের উপর ঈশতাত্ত্বিক পাঠগুলি কখনও প্রয়োগ করা হয়নি। যে শাস্ত্রাংশগুলি প্রচার করা হয়েছিল সেগুলি যে কোনও ভাবে কখনও একটি ক্ষেত্র থেকে আরেকটি ক্ষেত্রে অতিক্রম করে যায়নি অথবা সেই বিষয়গুলি কীভাবে সমগ্র আত্মিক জীবন বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটির সঙ্গে সম্বন্ধ যক্ত ছিল সেই বিষয়ে একটি উপলব্ধিও সৃষ্টি করেনি।

অসংখ্য দেশে এবং মণ্ডলীগুলিতে যাত্রা করে এবং শিক্ষা দিয়ে, আমি দেখেছি যে এই সমস্যাটি কোনও ভৌগোলিক এলাকা, খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় বা ডিনমিনেশনের মধ্যে অথবা শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি অগ্নিগর্ভ মণ্ডলীগুলিতে এবং যাদের মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং গভীর ভক্তি আছে সেই সমস্ত মণ্ডলীগুলিতেও খুব কম শিষ্যত্বের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ব্যাপকভাবে এর কারণ হচ্ছে সামগ্রিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে প্রশিক্ষণের অংশগুলি সঠিকভাবে সংযুক্ত নয়।

এটি কি একটি সঠিক মূল্য নির্ধারণ হবে যে দু হাজার পরেও, মণ্ডলী শিষ্যত্বের প্রাথমিক বিষয়গুলি বুঝতে পারবে না এবং প্রয়োগ করবে না? কেন এই সব থেকে মৌলিক বিষয়গুলি অবহেলিত হয়েছে?

আমার মতে, ঈশ্বরীয় লোকদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরক্ত হওয়ার আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এবং অন্যদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দানের পথে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ছবির অভাব। প্রত্যেক বিশ্বাসী যে তাদের আত্মিক জীবন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে আছে সেই সত্যটির মধ্যে খ্রীষ্টানদের স্পষ্ট ধারণা নেই এবং তাকে পরবর্তী ধাপে অথবা বিকাশের পরবর্তী স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের বিষয়েও তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত একটি শক্তিশালী লক্ষ্যের অভাব প্রশিক্ষণের অভীষ্ট বিষয়গুলি পূরণ করার জন্য অসংখ্য অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অপর্যাপ্ত লক্ষ্যগুলি দেয়। যোহনের জীবনের উপমার মাধ্যমে চিন্তা করার দ্বারা আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য যখন স্থির হয়, তখন যোহনের বৃদ্ধির উপমাটি আমাদের যে লক্ষ্যটি স্থির করা প্রয়োজন এবং যে স্পল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ বজায় রাখা প্রয়োজন সেই বিষয়টি আমাদের দেখিয়ে দেয়।

পাঠ

- স্বল্প-মেয়াদী লক্ষ্যগুলিকে অবশ্যই প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য প্রভু যে বৃহত্তর লক্ষ্য দিয়েছেন সেই বৃহত্তর জীবন লক্ষ্যের সঙ্গে সমতা রেখে গড়ে তুলতে হবে এবং সংযুক্ত করতে হবে।

- এটি একটি আপৎকালীন বিষয় যে এই দর্শনটি থাকার জন্য আমরা অন্যদের প্রশিক্ষণ দিই যেন তারা আবার অন্যদের শিক্ষা দিতে পারে।
- খ্রীষ্টিয় জীবনের এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ দর্শন পর্যাপ্তভাবে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি কারণ স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলির সঙ্গে অল্প কয়েকটি ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের সমগ্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত লক্ষ্য যোহন আমাদের জন্য দিয়েছেন।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ২ তীমথিয় ২:২

প্রদত্ত কাজ

○ অন্যদের শিষ্য করার জন্য আপনি কি কখনও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন? বাস্তবিক আপনি কি এটি করছেন?

○ যদি করে থাকেন, তবে কোন্ স্তরের বিশ্বাসীদের নিয়ে কাজ করার জন্য আপনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? কীভাবে তা ব্যাখ্যা করুন?

○ যদি বিবাহ করে থাকেন (যদি বিবাহিত না হন তবে আপনার বাবা মায়ের কথা চিন্তা করুন), তবে আপনার বিবাহ কি সেই ধরণের বিবাহ যা আপনি আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কামনা করেন?

#২৫
সতর্ক লক্ষ্য গ্রহণ করা

একজন শিক্ষক এবং পরামর্শদানকারী হিসাবে, আমাদের অর্দ্ধেক সমস্যা হচ্ছে কী শিক্ষা দিতে হবে সেই বিষয়টি জানা, অন্য অর্দ্ধেক সমস্যাটি হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা বা প্ররোচিত করা। প্রতিটি ক্ষেত্রে, সময় সীমিত হলেও তা অন্যদের কার্যকরীভাবে প্রশিক্ষণ দান করার বিষয়টি সম্পর্কে আমদের চ্যালেঞ্জকে রূপ দান করে।

আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি র জন্য ঈশ্বরের জীবন পরিকল্পনা সর্বদা সক্রিয়ভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করে। তাঁর অংশটি ফলপ্রসূভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারি। কিন্তু জগতের ক্রমবর্দ্ধনশীল নারকীয় শক্তিগুলির বিরোধীতা করার জন্য এটি কি যথেষ্ট শক্তিশালী? অবশ্যই এটি যথেষ্ট শক্তিশালী। সমস্যাটি হচ্ছে মণ্ডলী প্রদত্ত কাজটি যথাযথভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

আমরা আমাদের লোকদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি সেই বিষয়টিকে আমাদের পুনরায় চিন্তা করতে হবে, সেমিনারী এবং মণ্ডলীগুলির প্রচলিত প্রশিক্ষণ পরিস্থিতিগুলির মধ্যে এবং ঘরে অথবা একজন একজন করে প্রশিক্ষণ দানের অপ্রচলিত প্রশিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে। আমরা যখন আরও অধিক কৌশলগত ভাবে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করবো কেবল তখনই আমরা সফল হতে পারবো। আমাদের অতীত পদ্ধতিগুলি ঈশ্বরের লোকদের এবং নেতাদের কার্যকরীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারে না। জীবন জল পর্যাপ্তভাবে প্রবাহিত হয় না। অসংখ্য নেতারা অভিযোগ করেন যে তাদের পর্যাপ্ত নেতা নেই, যারা আছেন তারা ঐ সকল নেতাদের সমস্যাগুলি নিয়ে অকারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যান।

আমরা জয় করতে পারবো কি না সেটি সমস্যা নয়। যোহন বলেছেন আমরা নতুন বিশ্বাসী হলেও আমরা জয়ী! এটিই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যা সঠিকভাবে শক্তি প্রাপ্ত হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকে না। এই পরিস্থিতিগুলির মধ্যে শিক্ষকের বিশ্বাস তার নিজের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট থাকতে হবে।

নতুন শিক্ষার্থীদের একটি ক্লাসের কথা চিন্তা করুন। চরিত্র, জ্ঞান এবং দক্ষতার দিক থেকে তাদের বৃদ্ধি র স্তর কী? শিক্ষককে পাঠক্রমটিরে লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ একটি ক্লাসের সময়ের মধ্যে সহজভাবে শিক্ষা দানের জন্য পাঠক্রমটিকে কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময়টি সীমিত হওয়ার কারণে, আমাদের অত্যন্ত সতর্কভাবে আলোচ্য বিষয়গুলি এবং পাঠক্রমের উপাদানগুলি বেছে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সত্য বলে আমরা কী কী বিষয় ধরে নিতে পারি? তারা কতদূর উন্নতি করেছে? পাঠক্রমের শেষে তাদের কোথায় থাকা উচিৎ? অথবা আরও বৃহত্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে, পাঁচবছর পর মণ্ডলীতে সদস্যরা কোথায় অবস্থান করবে অথবা স্নাতক হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের স্তর কী হওয়া উচিৎ?

বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা কি ভাল নয়?

আমরা ধরে নিই বাইবেল সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ-সময় পরিচর্যা কাজে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে এটি সত্য। সুতরাং শিক্ষকরা তাদের পাঠক্রম তৈরী করার বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন, যেমন পুরাতন নিয়মের ভূমিকা এবং নতুন নিয়মের ভূমিকা। সময় থাকলে, যোহন লিখিত সুসমাচারের মতো বিশেষ বিশেষ পাঠক্রমগুলি এর সঙ্গে যোগ করি।

এটি উত্তম, কিন্তু এটি সব থেকে ভাল নয়? আমরা যখন বাইবেলের জ্ঞানের মতো শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্রয়োজনগুলি লক্ষ করি, এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যায়। আমি একজন ভারতীয় সুসমাচার প্রচারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম যিনি প্রহারিত হয়েছিলেন কারণ তিনি বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

আমি জানি আমাদের বাইবেল স্কুলগুলিতে পালকত্ব, মিশন সংক্রান্ত, ইয়ুথ অথবা পরামর্শদানকারী প্রধানগণ থাকেন, কিন্তু আমরা কে সেই বিষয়ে আলোচনা না করে আমাদের কী করতে হবে সেই বিষয়ে তারা আলোচনা করেন। জীবনের মর্ম এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে চ্যালেঞ্জ জানায় কারণ এর জন্য একজন শিক্ষার্থীর কী কী শেখা প্রয়োজন এবং কীভাবে এটি শেখা প্রয়োজন সেই বিষয়ের উপর গভীর পরীক্ষা করে। ঈশ্বর কীভাবে প্রশিক্ষণ দেন সেই বিষয়টি আমরা যখন চিহ্নিত করতে পারি কেবল তখনই আমরা আরও কার্যকরীভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিজেদের পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সাধন করতে পারি।

আমাদের পয়েণ্ট হচ্ছে আমাদের চারিদিকের প্রশিক্ষণটি যেন সমালোচনামূলক না হয়; এই পাঠক্রমগুলির দ্বারা অনেকে সাহায্য লাভ করেছেন, আমিও এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আপৎকালীনভাবে দর্শনটিকে আরও মসৃণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্যগুলি সাধারণভাবে সঠিক, কিন্তু সেগুলি ঈশ্বরের প্রশিক্ষণের নীতির উপায়গুলি এবং উদ্দেশ্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রাথমিক বাইবেল ক্লাসগুলির উদাহরণটি ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার সময়, আমাদের কেবল বাইবেলের জ্ঞান আহরণ করা অপেক্ষা আমাদের আরও বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির প্রয়োজন। এখানে আরও কয়েকটি বিবেচনার বিষয় প্রদত্ত হল।

- ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের জ্ঞানের বিষয়ে আমরা গর্বে স্ফীত হতে পারি।
- আমরা ভুলভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখতে পারি যার ফলে তা আমাদের আত্মিক জীবনকে সাহায্য করে না (উদাহরণ: ফরীসী)।
- আমরা এমনভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখতে পারি যা আমাদের বিশ্বাসকে ধবংস করে দিতে পারে (উদাহরণ: সদ্দুকী যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না)।
- আমাদের এমনভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখতে হবে যাতে আমরা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কথা বলা আরও ভালোভাবে শুনতে পারি।
- ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে শেখার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হৃদয় থাকতে হবে।

তালিকাটি আরও বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জ আছে তা উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু এটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

> ... তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোন মতে বুঝিবে না;আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না;কেননা এই লোকদের হৃদয় অসাড় হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, আর কর্ণে শুনে, হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি (মথি ১৩:১৪-১৫)।

আমাদের এটি মনে করা উচিৎ নয় যে কেবল বাইবেলের জ্ঞানই আমাদের সাহায্য করবে যখন অনেক সময় এর ঠিক বিপরীত বিষয় ঘটে। ভাল দুধ টক্ হয়ে যায়। আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি "অন্তরে উপলব্ধি করে প্রভুর কাছে ফিরে না আসে", তবে তাদের মধ্যে প্রকৃত আরোগ্য অথবা শিক্ষা হবে না।

আমাদের মণ্ডলীগুলিতে এটিই কি প্রধান সমস্যা নয়? রূপান্তরিত হওয়ার জন্য বাক্য প্রচারিত হয় না কিন্তু আনন্দ উপভোগের জন্য বাক্য প্রচারিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য যে লোকদের পরিবর্তিত করতে পারে অথবা তাদের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন উৎপন্ন করতে পারে সেই বিষয়ে লোকেরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। গতানুগতিক আরাধনা ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি চালিত করে না। ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ না করার জন্য অথবা ঈশ্বরের বাক্য না শোনার জন্য কি এটা হয়? ঈশ্বরের লোকদের হৃদয় সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য আরও অনেক দুর যেতে হবে।

পাঠ

- আত্মিক প্রশিক্ষণ অবশ্যই আমাদের সমস্ত প্রশিক্ষণের সঙ্গে অখণ্ড হতে হবে। আত্মিক লক্ষ্যগুলি যেন শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যগুলিকে ছাপিয়ে যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ভুলভাবে মনে করেন যে জ্ঞানই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন।
- ঈশ্বরের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার আলোকে আমাদের প্রশিক্ষণটিকে পুনরায় মূল্যায়ন করে দেখতে হবে, অন্যথা আমাদের নির্দেশ দানের বিশেষ সুযোগগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মথি ১৩:১৪-১৫

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি বাইবেলের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ক্লাসগুলি গ্রহণ করেছেন (রবিবাসরীয় স্কুলসহ)? কী কী বিষয়গুলি সব থেকে ভাল ক্লাসগুলিকে মহান করেছে? খারাপ ক্লাসটিকে কী ভয়ঙ্কর খারাপ করেছিল?

○ আপনি কি অনুভব করেছিলেন যে আপনার শিক্ষা/প্রশিক্ষণ আপনাকে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল?

○ কী কী বিষয় উন্নতি হয়েছে?

#২৬
ফাটলে সেতু নির্মাণ

পাশ্চাত্যের শিক্ষায় জ্ঞানের উপর আস্থা রাখা হয়। খ্রীষ্টানদের অবশ্যই শিক্ষার প্রতি এবং বিশেষ করে ঈশ্‌তাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আবেদনটিকে খণ্ডন করা উচিৎ। আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দ্বারা বাধ্য হই: লোকদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি মুক্ত করতে।

ঈশ্‌তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ এবং ফলপ্রসূ পরিচর্যা কাজের মধ্যে ব্যাপক সংযোগহীনতা আছে। ঐ স্নাতক শিক্ষার্থীরা তাদের সামনে যা আছে তার জন্য খুব অল্পই প্রস্তুত। এই সমস্যার প্রতি জগতের সমাধান হচ্ছে আরও অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। মাস্টার এবং ডক্টরেট ডিগ্রী এখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু জ্ঞানই সব কিছু এই পুরাতন ধারণাটির পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু এই ডিগ্রীগুলি লাভ করার জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয় সেই বিষযে অনেক কিছু অবশ্যই বলা যেতে পারে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে একটি মহান পুরস্কার। কিন্তু আমাদের অবশ্যই পর্দাটিকে পশ্চাতে টানতে হবে এবং পশ্চাতের দৃশ্যগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা জীবন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত বলার সাহস কি আমাদের আছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা প্রস্তুত নেই।

আমাদের শিক্ষাগত মানসিকতা ধরে নেয় যে সঠিক জ্ঞানই মানুষকে মহান বিষয়গুলি করার জন্য এগিয়ে দেয়। এটি মানবিকতাবাদের একটি পার্শ্বশাখা বা উপাঙ্গ। জ্ঞান সমীকরণের একটি অংশ, কিন্তু তা সমগ্র অংশ নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপাদান আছে, যার মধ্যে আত্মিক গঠন অন্তর্ভূক্ত, যা খ্রীষ্টিয় জীবনে অবশ্যই স্থান গ্রহণ করতে হবে।

জ্ঞানের উপর আস্থা প্রায়ই আমাদের একত্রে সংযোগের মধ্যে থাকার পরিবর্তে লোকদের থেকে দূরবর্তী করে। আত্মিক পরিপক্বতাকে ভুলভাবে ঈশ্‌তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সমানরূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু এর অর্থ একেবারেই তা নয়। যখন জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়, তখন ফলপ্রসূভাবে ঈশ্বরীয় জীবনযাপনের জন্য এবং ফলপ্রসূভাবে সেবা করার জন্য আমাদের হৃদয়কে এবং পরিচর্যাকারী দক্ষতাকে বিকশিত করার জন্য খুব অল্পই সময় থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা উচ্চতর সমালোচনা সম্পর্কে শিখেছি কিন্তু বাক্যের মাধ্যমে অন্যদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে শেখার মতো সময় আমাদের নেই।

আমরা ব্যতিক্রম সম্পর্কে শুনে আনন্দিত হই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের আসন্ন মণ্ডলীর নেতারা অনেক টাকা খরচ করে ভুলভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এর ফলে নিঃসন্দেহে সমস্ত সেমিনারীগুলির অর্দ্ধেক ব্যক্তিরা পাঁচ বছর পরে পরিচর্যা কাজ ছেড়ে চলে যায়।[৭]

কেন এই ব্যর্থতা ?

কেন এই সমস্ত বিভ্রান্তি এবং ব্যর্থতা ? ঈশ্বরের বাক্যের ব্যর্থ হওয়াই কি এর কারণ ? অথবা এটি কি সম্ভব যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়কে ভেদ করতে পারে না ? অথবা মণ্ডলীতে যথাযথভাবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কি আমরা লাভ করিনি বলে আমাদের এই ব্যর্থতা ?

প্রেরিত পৌল অল্প বিশ্বাসের কারণ হিসাবে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে ঈশ্বরের বাক্য শ্রোতাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। বীজবাপকের দৃষ্টান্তে, যীশু এই চিন্তাধারাটিকে আরও গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বরের লোকেরা যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে না কারণ তাদের হৃদয় প্রস্তুত নয়।

এই শিক্ষার্থীরা যেন সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে পারে তার জন্য শিক্ষার্থীদের হৃদয় প্রস্তুত করার বিষয়টির উপর আমরা যদি আমাদের মনোযোগ পরিবর্তিত করি তবে কী ঘটবে ? প্রদত্ত কাজ হিসাবে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার পরিবর্তে অথবা অন্য লোকেরা বাইবেল সম্পর্কে যা বলে সেই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করার পরিবর্তে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস লাভ করতে হবে তা তাদের শেখা প্রয়োজন।

আমার অধ্যয়নের সময়, পুরাতন নিয়মের একজন অধ্যক্ষ আমার ক্লাসকে বলেছিলেন, "পুরাতন নিয়ম পাঠ করার এটিই তোমার জীবনের একমাত্র সময় হতে পারে।

[7] Pastor for Life by Ivan Charles Blake. Statistics vary widely but surely there are problems in the system. Perhaps the rate is not so
high but still greatly concerns us: http://into-action.net/research/many-quit-estimating-clergy-attrition-rate/

তিনি ক্লাসে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা চিন্তা করুন।

- পুরাতন নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- পুরাতন নিয়ম তোমার জীবনে প্রাসঙ্গিক হবে না।
- একবার এটা পাঠ করার পর তুমি আর পুরাতন নিয়ম পাঠ করতে চাইবে না।

তিনি সম্ভবতঃ তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস সম্পর্কে অনিচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্য করেছিলেন। অবশ্যই উপরোক্ত মন্তব্যগুলি নির্ভুল নয় কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসের অভাব। তিনি কখনও এটি সরাসরিভাবে বলেননি, সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয়, "আমার জীবনে এটি প্রাসঙ্গিক নয়, এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, পুরাতন নিয়মকে আপনিও আপনার জীবনে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করবেন।" এটিই ছিল সেই বার্তাটি যা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়েছিল।

পুরাতন নিয়ম পাঠ করতে শুরু করার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে মহা আতঙ্কের বিষয় ছিল;এই ধরণের একটি দৃশ্যবিবরণীর মধ্যে তাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি হওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। অধ্যক্ষ জানতেন, এই ক্লাসটি খুবই 'গুরুত্বপূর্ণ' কারণ স্নাতক হওয়ার জন্য সমস্ত শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এই ক্লাসটি গ্রহণ করতে হবে।

কয়েক জন অধ্যক্ষ এমনকী এটি মনে নাও করতে পারেন যে পুরাতন নিয়ম বিশ্বাসযোগ্য (কীভাবে এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তার সঙ্গে অসদৃশ)। তারা এক জন সমালোচকের মত এটি শিক্ষা দেন, তারা তাদের দায়িত্বগুলির প্রতি বিশ্বাসকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্য অধ্যক্ষগণ এটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন, আমি যেমম এক জনের বিষয় উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেন না যে এটি আমাদের জীবনে এবং পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

এক জন প্রচারক যখন বাক্যের সত্যের দ্বারা নিজেকে পুনরায় প্রস্তুত না করে সাধারণভাবে একটি উপদেশ বা সারমন প্রচার করেন তখন বারংবার এই ধরণের কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। তাদের জীবনে যে এই অনুচ্ছেদটি প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে শিক্ষকের বিশ্বাসের অভাব আছে।

বিশ্বাসের উপচয়

যীশু সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পুরাতন নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কেবল পুরাতন নিয়ম থেকে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি যখন পরীক্ষিত হয়েছিলেন তখন তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর বিশ্বাস তাঁকে সুরক্ষিত করেছিল। তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে বুঝেছিলেন তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী ছিল।

আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলা রুটী হইয়া যায়। আর তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে" (মথি ৪:২-৪)।

আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার বিষয়গুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার গুরুত্বটি কখনও অধিক জরুরী বিষয় নয়। এক জন শিক্ষককে শিক্ষার বিষয়গুলি আলোচনা করার সীমা অতিক্রম করতে হবে এবং ঐ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের বিষয়টিতে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। এই বিশ্বাস আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে লক্ষ্যগুলি আছে তা লাভ করার বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ যুক্ত।

সারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের লোকদের বৃদ্ধি কেন থেমে যাচ্ছে তার একটি কারণ আছে। ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরকে তাঁর লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করতে দেখার থেকে জ্ঞানের বিষয়ে প্রশিক্ষিত হওয়ার বিষয়টিতেই অধিক সন্তুষ্ট হচ্ছে।

ঈশ্বরের জীবন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি এবং ক্ষমতা টেনে বের করে আনতে আমরা সফল হতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টির দাবিটিকে খণ্ডন করতে হবে যে জ্ঞান সমস্যাটির সমাধান করতে পারে। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

বাইবেল স্কুল অথবা সেমিনারীগুলি থেকে বেরিয়ে আসা অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের উপর আস্থা সহকারে নির্ভর করার পরিবর্তে তাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

সৌভাগ্যবশতঃ, ঈশ্বর আমাদের কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে দিয়ে কিছু ভাল কাজও করেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদি তাদের কাজের ধারা পরিবর্তিত করে এবং যীশুর মতো পরিচর্যা করে তবে কী ঘটবে? আমাদের স্বর্গীয় প্রভু তাঁর মেষদের জন্য এবং তাঁর নামের সম্মানের জন্য আমরা যেন সঠিক প্রশিক্ষণ লাভ করি সেই আশায় প্রতীক্ষা করছেন।

- আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি স্কুল থেকে সরাসরি পরিচর্যা কাজে কীভাবে পদার্পণ করতে হবে তা শেখে তবে কী হবে? (জ্ঞান, দক্ষতা, আরাধনা, চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে কী ঘটবে?)
- অথবা একটি মণ্ডলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের লোকেরা যদি প্রকৃতরূপে পূর্ণ পরিপক্কতায় বৃদ্ধি লাভ করতেন তবে কী ঘটতো? (মণ্ডলীতে লোক লাভ করার জন্য কী প্রয়োজন?)

আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে খুব কম প্রত্যাশা করি কারণ আমাদের শিক্ষকদের বিশ্বাস খুবই কম। যাইহোক, যীশুর ঈশ্বরের বাক্যে মহা বিশ্বাস ছিল, এমনকী পুরাতন নিয়মেও। "লিখিত আছে ...।" এখানে আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে, ঈশ্বর কথা বলেছেন এবং তাঁর বাক্য আজও পরাক্রমী।

পাঠ

- জ্ঞানের উপর আস্থা সহকারে নির্ভরতা আমাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যগুলিকে বিভ্রান্ত করে, প্রচলিত এবং অপ্রচলিত উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে।
- একটি শিক্ষকের বিশ্বাস একটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ এবং বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে, ভাল এবং মন্দ উভয় দিক থেকে।
- কেবল যীশুর মতো ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার প্রতি নিজেদের পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার দ্বারা আমাদের শিক্ষা দান প্রাসঙ্গিক, প্রাণবন্ত, আরোগ্যকারী এবং সহায়ক হবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- মথি মথি ৪:৪

প্রদত্ত কাজ

○ সাম্প্রতিক অথবা অতীতের দুটি বাইবেলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ক্লাস গ্রহণ করুন এবং ক্লাসের বিষয়গত লক্ষ্যগুলি কী ছিল তা বর্ণনা করুন। (সেমিনারী, সাণ্ডে স্কুল, ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করুন।)

○ এই আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষকরা কী প্রকারের বিশ্বাস পোষণ করতেন?

○ এই ক্লাসগুলি কীভাবে আপনাকে সাহায্য অথবা আঘাত করেছিল?

#২৭
নতুন বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষণ

আগের অধ্যায়গুলির মধ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি যে নের্তৃত্ব প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলিকে মূল বিষয় বলে বিশ্বাস করি সেই বিষয়গুলিই দুর্বল, অধার্মিক এবং অসুজ্জিভূত নেতাদের এবং মণ্ড লীগুলি তৈরী করে।

যদিও খ্রীষ্টিয় বিকাশের প্রতিটি ধাপে কী ঘটা প্রয়োজন সেই বিষয়ে এখানে পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও, কী ঘটা উচিত সেই বিষয়ে আমরা আশাপূর্ণভাবে পর্যাপ্ত উপলব্ধি উপস্থাপন করতে পেরেছি। কীভাবে ঈশ্বরের লোকদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে তাদের চিন্তা করতে সাহায্য করার জন্য শিক্ষাদানকারী, পালক, অথবা শিষ্য প্রস্তুতকারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

যোহনের উপস্থাপনার শক্তি হচ্ছে আত্মিক বিকাশের প্রত্যেকটি ধাপের উপায়টি পরিচিত করা। যোহন বিশ্বাসীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। শিশু, যুবক এবং পিতা। এই ভাগটিতে আমরা নতুন বিশ্বাসী, অর্থাৎ ছোট শিশুদের ধাপটির উপর আলোকপাত করবো।

বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে...শিশুগণ তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জান। (১ যোহন ২:১২-১৪)

আগের পাঠে, আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম কীভাবে একটি শিশু, একটি নতুন বিশ্বাসীর ছবি, যার বিশেষ যত্নের এবং খাবারের প্রয়োজন । শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে এটি আমাদের একটি সঙ্কেত। খ্রীষ্টিয় বিকাশের এই ধাপের জন্য ঈশ্বরের প্রধান লক্ষ্যগুলি কী কী তা আমরা যোহনের কথাগুলি থেকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারি । একই সময় আমরা বুঝতে পারি কীভাবে আমাদের নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের জন্য এবং আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হতে হবে।

ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলি

যাইহোক, শিষ্য তৈরীর এই বিশেষ প্রয়োজন ফলপ্রসূভাবে অধিগ্রহণ করা হয়নি। কিছু সংখ্যক পালকরা বিশ্বাস করেন শিষ্য তৈরী করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তাঁরা নিশ্চিতভাবে কখনও সেটা বলেন না;তাঁদের কার্যকলাপ, অথবা প্রচেষ্টার অভাব থেকে এটিই স্পষ্ট হয়। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অসংখ্য আহ্বানের জন্য কৃতজ্ঞ হলেও, নতুন বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধানের বিষয়টির প্রতি আমাদের অবহেলা বিরক্তিকর বিষয়। একজন স্ত্রীলোককে তার সন্তানটিকে জন্ম দিয়ে যদি তাকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখি, এবং সে যদি মনে করে যে তার কাজ শেষ, তবে আমরা গভীরভাবে মানসিক আঘাত পাবো। বিলি গ্রাহামের মতো, কিছু সংখ্যক সুসমাচার প্রচারক ফলো-আপের উপর অধিক কাজ করেছেন, কিন্তু কম ফলো-আপ প্রশিক্ষণসহ প্রচারের প্রচলিত প্রথার একটি অবদান হচ্ছে দুর্বল বিশ্বাসী তৈরী করা।

আমাদের ইতিহাস অথবা প্রথা আমাদের কী বিষয় প্রত্যার্পণ করছে তা কোনও বিষয় নয়, নতুন বিশ্বাসীদের প্রচুর ভালোবাসা এবং ব্যক্তিগত আত্মিক তত্ত্বাবধান করার জন্য মণ্ড লী ঈশ্বর কর্তৃক আহুত হয়েছে। একই সময়, বিশেষ করে সূচনার ধাপগুলিতে, মণ্ডলীকে তাদের তত্ত্বাবধান করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিষ্য তৈরী করার প্রাথমিক কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মণ্ড লীকে সুসজ্জিভূত করতে সেখানে পালক/সুসমাচার প্রচারক/শিক্ষকরা আছেন।

শিষ্যত্বের উপর আমাদের অন্য বইগুলিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশিক্ষণের বিন্যাসের মধ্যে কীভাবে এটি কাজ করে সেই বিষয়টির প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করা।

প্রথমতঃ, প্রশিক্ষক হিসাবে আমাদের অধিক পরিপক্ব বিশ্বাসীদের এই দর্শনটি দিতে হবে যে নতুন বিশ্বাসীদের প্রতিপালন করা এবং প্রাথমিক তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব তাদের। দুবছর যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এক জন বিশ্বাসী অন্য এক জন নতুন বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রাথমিক তত্ত্বাবধানের বিষয়টি ঠিক কীরকমের হবে সেই বিষয়টি আমরা ব্যাখ্যা করবো। এর সঙ্গে একজন বন্ধু হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, ঈশ্বরের বাক্যের প্রাথমিক সত্যগুলি শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের সমস্যাগুরি বিষয় বিশেষ আগ্রহ দেখাতে হবে এবং তারা যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সেই বিষয়টি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সব থেকে কঠিন সমস্যাগুলি পালকের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেখানো প্রয়োজন কীভাবে নতুন বিশ্বাসীর প্রশিক্ষণ আত্মিক বিকাশের এবং প্রশিক্ষণের সমগ্র চিত্রটির মধ্যে মানানসই হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে যা ঘটছে সেই বিষয়ে দর্শনটি হস্তান্তর করতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে অন্য নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহৃত হবে।

চতুর্থতঃ, নতুন বিশ্বাসীদের কী কী শিখতে হবে এবং খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র প্রথম ধাপে দক্ষ হতে সাহায্য করবে সেই বিষয়গুলি চিহ্নিত করুন। এটি প্রশিক্ষণ উপকরণগুলি খুঁজে বের করা অথবা বিকশিত করার বিষয়টিকে (যা সম্পূর্ণ করতে সাত অথবা দশ সপ্তাহ লাগতে পারে) অন্তর্ভূক্ত করে যা নতুন বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের সময়গুলি পরিচালিত করতে তারা ব্যবহার করতে পারে।[৮]

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি ধাপের এই সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে যোহনের অনেক কিছু বলার আছে। এই বিষয়ে আমরা অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলিও শিখতে পারি। এই নতুন বিশ্বাসীদের জন্য শিষ্যত্বের উপকরণগুলির একটি সংগ্রহ আমরা দ্রুত লাভ করতে পারি যা প্রতিদানে অন্য নতুন বিশ্বাসীদেরও প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হবে।

একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি

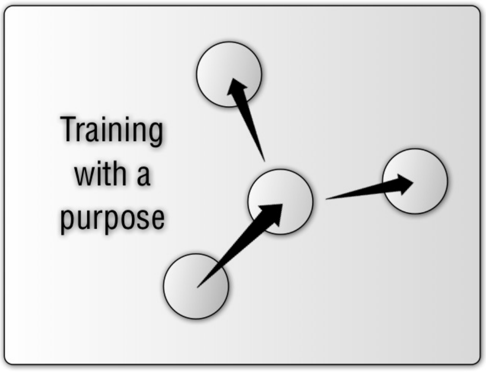

ঈশ্বর একই সময় শিষ্য প্রস্তুতকারী এবং শিষ্য উভয়ের মধ্যেই কাজ করেন। মা এবং শিশুর বিষয় চিন্তা করুন। ঈশ্বর যে শিশুটীকে এই জগতে এনেছেন তার মাকে যখন শিশুটীকে খাওয়াতে দেখেন তখন তিনি খুবই প্রীত হন। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য ঈশ্বর কীভাবে তার মাকে ব্যবহার করছেন সেই বিষয়টি দেখে মা ধন্য হয় (যদিও সেখানেও বিভিন্ন সংগ্রাম করতে হয়!)। একই ভাবে, ঈশ্বরের নতুন শিশুদের ক্ষুধার যন্ত্রণা অধিক পরিপক্ক সন্তানদের তাদের প্রতিপালন করার দায়িত্বটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বরের লোকেরা যখন এই নতুন বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করবে এবং উপদেশ দেবে (শিষ্য করবে), নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের এই ক্ষুদ্র কিন্তু অপরিহার্য অবদানের মাধ্যমে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছেন তা দেখে তারাও সমৃদ্ধ হবে।

প্রশিক্ষকরা সেই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সন্তুষ্ট হবে না যারা তাদের তত্ত্বাবধানের অধীনে আছে, কিন্তু তাদের এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে, যদিও এর জন্য বিস্তারিত সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা গ্রহণ করতে হবে। শিষ্যরা আমাদের উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শিখবে।

নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ, আমরা তা পছন্দ করি অথবা না করি। ঠিক যেমন একটি শিশু অতিদ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং দুবছরের মধ্যে মাতৃস্তন্যপান ত্যাগ করে, নতুন বিশ্বাসীদেরও সেইভাবে অবিলম্বে বিশ্বাসের প্রাথমিক সত্যগুলি শিক্ষা দিতে হবে। শিষ্য প্রস্তুতকারীদের কাছে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে নতুন বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করার অব্যবহিত পরেই সাত থেকে দশবার এই সত্যগুলি আলোচনা করার জন্য তাদের সঙ্গে মিলিতহতে হবে।

যারা পালকদের এবং সুসমাচার প্রচারকদের প্রশিক্ষণ দেন তাদের অবশ্যই বিশ্বাসীদের জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বর কী করতে চান সেই দর্শনটি দিতে হবে। অধিক পরিপক্ক বিশ্বাসীদের নতুন বিশ্বাসীদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই বিষয়টিও এর অন্তর্ভূক্ত। এটি যদি আমাদের প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি লক্ষ্যে পরিণত না হয়, তাহলে আমরা যাদের প্রশিক্ষণ দেব তারাও আমাদের মতো হবে - যারা জানে না এক জন নতুন বিশ্বাসীকে কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, অথবা কীভাবে আমার নিজের সংগ্রামগুলির মোকাবিলা করতে হবে।

যাইহোক, সমস্যাটি এর থেকেও অধিক বৃহত্তর। কারণ নতুন বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করার জন্য অন্যদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের যখন দর্শন অথবা জ্ঞান থাকবে না, তখন আমরা নেতাদের প্রশিক্ষণ শুরু করার সব থেকে উত্তম সুযোগটি ধবংস করে দেব এবং নতুন বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি এবং বিকশিত হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা তাদের দিতে পারবো না।

আপনি কি কখনও চিন্তা করেছিলেন যে বিশ্বাসীদের জীবনে যে সমস্যাগুলি আছে তা শুরু হওয়ার প্রকৃত কারুণ হচ্ছে প্রথম অবস্থায় তাদের প্রশিক্ষণের অভাব? এটি কত লজ্জার বিষয় যে মণ্ডলী প্রায়ই আত্মিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্য বিশ্বাসীদের সমালোচনা করে থাকে কিন্তু তারা তাদের ব্যক্তিগত বাইবেল সংক্রান্ত প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণ না দেওয়ার জন্য অনুতাপ করে না।

বস্তুতঃ এত কালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, কিন্তু কেহ যে তোমদিগকে ঈশ্বরীয় বচনকলাপের আদিম কথার অক্ষরমালা শিক্ষা দেয়, ইহা তোমাদের পক্ষে পুনর্ব্বার আবশ্যক হইয়াছে;এবং তোমরা এমন লোক হইয়া পড়িয়াছ, যাহাদের দুগ্ধে প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যে নয়। কেননা যে দুগ্ধ পোষ্য, সে ত ধার্ম্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়। (ইব্রীয় ৫:১২-১৩)

[৮] মণ্ডলীর মধ্যে আত্মিক বৃদ্ধির উদ্যোগ নামে অভিহিত আমাদের সেমিনারে (শিষ্যত্ব#১), প্রশিক্ষকগণ নিজেদের প্রয়োজনগুলি এবং পরিস্থিতিগুলির সঙ্গে মানানসই নিজস্ব পাঠক্রম কীভাবে তৈরী করতে হবে সেই বিষয়টি শেখেন।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

এই যুগে অসংখ্য লোকেরা আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, একটি মা যেমন তার নবজাত শিশুকে স্তন্য পান করায়, ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তত্ত্বাবধান এবং বাক্যের দুগ্ধ দান করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। আমাদের উপাসক মণ্ডলীর কাছ থেকে এই মন্তব্যগুলি শুনতে আমি খুব পছন্দ করি, "ভাই, আমি এই কথাটি অথবা ঐ কথাটির দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। আমি যা শিখেছি তা আমি কখনও ভুলবো না।" এই ধরণের মন্তব্যগুলি সারা বিশ্বে বহুগুণ বৃদ্ধি পাক। "শিশু" প্রশিক্ষণের জরুরী প্রয়োজন শক্তিশালী এবং আন্দোলিত খ্রীষ্টিয় জীবনের পথ খুলে দেয়। এই শিষ্যদের যখন যত্ন নেওয়া হয়, তখন তারাও অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের অবস্থায় আসতে পারে।

পাঠ

- প্রত্যেক নতুন বিশ্বাসীর তাকে শিষ্যে পরিণত করার জন্য এক জন অধিক পরিপক্ক বিশ্বাসীর প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত শিষ্যত্ব ছাড়া নতুন বিশ্বাসীকে অসংখ্য অতিরিক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং প্রায়ই তারা মণ্ডলী ছেড়ে চলে যায়।
- যারা সুসমাচার প্রচার এবং সেবা পরিচর্যা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা যেন পরামর্শ দানকারীদের কেবল ব্যক্তিগতভাবে নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করার পরামর্শ না দেন কিন্তু তাদেরকে এই দর্শনটিও দেন যাতে সেই শিষ্যরাও আবার নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দানের কাজ ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হন।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইব্রীয় ৫:১২-১৩

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি একটি নতুন বিশ্বাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন? কখন? কাকে?

○ যদি না দিয়ে থাকেন, তবে কেন দেননি?

○ কীভাবে আপনি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন? যে কোনও উপকরণ অথবা মূল বিষয়বস্তু যা আলোচনা করা হয়ে থাকতে পারে তা উল্লেখ করুন।

#২৮

নতুন বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য আমাদের তত্ত্বাবধানের বিষয়টি আমাদের প্রশিক্ষণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। আমরা যদি শিষ্য করার জন্য আমাদের নেতাদের সঠিক ভাবে সুসজ্জিভূত না করি, তবে এই নতুন বিশ্বাসীদের উত্তম ভিত্তির অভাব কোনও সহায়ক হবে না কিন্তু সমগ্র পরিচর্যা কাজকে দুর্বল করে দেবে। সঠিক ভাবে এবং প্রয়োজনীয় গুণগত উৎকর্ষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদিত হবে না।

সঠিক প্রশিক্ষণ আমাদেরকে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিতে অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য আসন্ন নেতাদের সুসজ্জিভূত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম করে। নতুন বিশ্বাসীদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এই প্রশিক্ষণটিকে জীবনের মর্মের সঙ্গে একত্রে সংযুক্ত করার গুরুত্ব সম্পর্কে এই অধ্যায়টি ধারণা দান করবে।

জীবনের মর্ম বইটি প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে এবং সামগ্রিকভাবে মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ এবং ব্যক্তিগত কাজের বিষয়ে কথা বলে। আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার পবিত্রকরণের একটি জীবনব্যাপী, বিরামহীন কাজ শুরু করে।

"তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, সেই আত্মাকে তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের উপরে প্রচুররূপে ঢালিয়া দিলেন" (তীত ৩:৫-৬)।

লক্ষ করুন পবিত্র আত্মা "প্রচুররূপে ঢালিয়া দেওয়া" উক্তিটির দ্বারা আমাদের জীবনে প্রবাহিত নদীর মতো কীভাবে ঈশ্বর অকম্পিত এবং অবিরত কাজ করেন সেই বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেরিত পৌল সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি শিশুর মতো অথবা টলায়মান একটি শিশুর মতো নতুন বিশ্বাসীদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরিবারগুলি তাদের ছোট শিশুদের প্রয়োজনগুলি মিটানোর জন্য অনেক সময় এবং অর্থের ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের নতুন মূল্যবান শিশুটির জন্য ঘরটিকে নতুন করে সাজানোর জন্য অথবা প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করার জন্য তাদের সীমিত সম্পদগুলি ব্যবহার করতেও পিছপা হয় না। জীবন টিকিয়ে রাখার উদ্দেশে নতুন বিশ্বাসীদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির তত্ত্বাবধান করার জরুরী প্রয়োজনটির বিষয় আমাদের সচেতন করতে যোহন এই উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন।

বৃহত্তম চ্যালেঞ্জগুলির একটি হচ্ছে নতুন বিশ্বাসীদের প্রতিপালন করার জন্য আমাদের অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হয় কিন্তু সত্য ঘটনাটি হচ্ছে আমরা নিজেরা তাদের শিষ্য করি না। আমরা ধরে নিই, "আমরা মনে করি ঠিক আছে। এর কোনও প্রয়োজন নেই।" কিন্তু কতটা ভাল ফল হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না।

আমরা কি দেখতে পাই না আমাদের যুবক যুবতীদের মধ্যে কীভাবে অবিশ্বাস যথেচ্ছভাবে ছড়িয়ে পড়ছে? তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সুসমাচারের ক্ষমতা দেখতে পায় না। আমাদের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে সুসমাচারের প্রাসঙ্গিকতা দেখানো।

আমাদের মণ্ডলীগুলি অন্যদের জীবনে সুসমাচার আনার জন্য অনেক সময় এবং টাকা খরচ করে কিন্তু নতুন বিশ্বাসীদের প্রতিপালনের জন্য খুব কমই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটি অনেকটা এক জন ব্যক্তির মতো যে বিশেষ শস্য উৎপন্ন করার জন্য সব থেকে ভাল বীজ নিশ্চিত করার জন্য অনেক টাকা খরচ করে, কিন্তু প্রাথমিক অঙ্কুরগুলি দেখার উত্তেজনার পর, সে জল সেচন করতে ভুলে যায়!

একটি মণ্ডলী, সেমিনারী অথবা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, যাই হোক না কেন, আমাদের উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে:

(১) ঈশ্বরের লোকদের নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের বিষয়টি বুঝাতে হবে,

(২) কীভাবে নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে তাদের সুসজ্জিভূত করতে হবে,

(৩) নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে যে উপকরণগুলি ব্যবহার করা যায় তা সরবরাহ করার বিষয় পরামর্শ দিন, এবং

(৪) সেবা প্রক্রিয়ার বিষয়টি মনে রেখে নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দানের চ্যালেঞ্জ জানান।

অন্যদের বুঝান

আপনার চারিদিকে যদি নতুন বিশ্বাসী থাকে, তবে ঈশ্বরের লোকদের বুঝানো সহজ হবে যে আমাদের উচিত তাদের প্রতিপালন করা, কিন্তু পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশের মতো আমাদের চারিদিকের লোকেরা যখন সুসমাচারের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন হবে, তখন নতুন বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিষয়টি একটি সাধারণ বিষয় নাও হতে পারে। বিশ্বাসীদের নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করার বিষয়ে প্রাক্-দর্শনের জন্য সুযোগের অনুসন্ধান করার বিষয়টি তখন কঠিন হবে। তখন বিষয়টিকে দুদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন (প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সর্বদা প্রবল বাসনার সঙ্গে প্রার্থনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে)।

প্রথমতঃ, আমাদের অবশ্যই পতিতদের অন্বেষণ করতে হবে। অনেক খ্রীষ্টানরা পতিত লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য দক্ষতা এবং দর্শন, উভয় দিক থেকে ভালোভাবে প্রস্তুত নন। (জগতের লোকদের রূপান্তরিত করার থেকে তাদের সমালোচনা করা অনেক সহজ!) অন্যদের প্রভুর কাছে আনার জন্য, প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সময় দিন। সুসমাচার প্রসারের বিষয়টিকে জীবনের মর্ম পাঠক্রমের অংশে পরিণত করুন। দ্বিতীয়তঃ, মণ্ডলী, বিদ্যালয় অথবা সেমিনারীর মতো আমাদের একটি বিন্যাসের উর্দ্ধে শিষ্য করার আমাদের সুযোগগুলি প্রসারিত করার জন্য প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন— যেখানে প্রয়োজন আছে আমাদের সেখানে যেতে হবে। সেখানে অসংখ্য হতাশাগ্রস্ত মেষ আছে যারা তাদের পথ হারিয়েছে। তাদের তত্ত্বাবধান এবং লালন পালন করার জন্য ঈশ্বরের লোকদের অবশ্যই তাঁর পরিচালনা অনুসারে প্রভুর সঙ্গে কাজ করতে শিখতে হবে।

অন্যদের প্রস্তুত করুন

লোকেরা একবার যখন বুঝতে পারবে যে নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তখন আমরা তাদেরকে খুব সহজেই প্রস্তুত করতে পারবো। অন্য যে কোনও বিষয় প্রশিক্ষণের মতো, ঐ প্রশিক্ষণগুলিও পদ্ধতির সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। শিক্ষককে অবশ্যই প্রথমে নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

কয়েক জন নেতা এটি করার বিষয়ে অন্যদের থেকে অধিক প্রস্তুত। আপনার মণ্ডলীর মধ্যে অথবা বাইরে যারা বিশেষ অনুগ্রহ দানের অধিকারী তাদের এই প্রশিক্ষণ দানের বিষয়ে ব্যবহার করতে ভুলবেন না। আমার মনে আছে নতুন বিশ্বাসীদের পুস্তিকার মাধ্যমে একটি পাঠক্রমে আমি প্রায় পনের জনকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি তাদের কেবল একটি রূপরেখা যুক্ত পুস্তিকা দিয়েছিলাম যা তাদের পূরণ করতে হবে। এটি পরে তাদের কাছে অন্যদের শিষ্য করার একটি প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। আমি দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রশিক্ষণ সহ তাদের দর্শনটি গড়ে তুলেছিলাম। তারা পরে এটি অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। (এই প্রশিক্ষণ সম্পদটি।)৯

এই শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি উন্নত করার অনেক উপায় আছে। এটি সম্পাদন করার একটি উপায় হচ্ছে এটি কীভাবে কাজ করতে পারে সেই বিষয়টি ক্লাসে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দেখানো। এক জন নেতা অবশ্যই প্রথম শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণের অধিবেশনটি তত্ত্বাবধান করবেন। শিষ্য করার সময় সে নতুন প্রশিক্ষার্থীকে সঙ্গ দেবেন, অথবা প্রথম শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণ অধিবেশনটি শেষ হওয়ার পর সতর্কভাবে প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতাটির পুনরালোচনা করবেন। মনে রাখবেন, এটি কেবল এক বার করার বিষয় নয়। আমরা লাজুক ব্যক্তিদের আমাদের সঙ্গে সঙ্গদান করা শুরু করতে বলতে পারি এবং অনুরোধ করতে পারি যে শিষ্য করার সময় তারাও যেন অংশ গ্রহণ করে এবং কিছু বলে। উদাহরণ, সুসমাচার এবং বিশ্বাসের উপর যখন কথা বলা হবে, তখন যীশু কীভাবে তাদের রক্ষা করেছিলেন সেই বিষয় তারা সহভাগিতা করতে পারে। তারা কেউ কেউ দ্রুত শিখবে, আবার কেউ কেউ দেরীতে শিখবে, যাতে অন্যদের শিক্ষা দানের জন্য ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করতে পারেন।

মায়েরা তাদের শিশুদের খাওয়াতে সক্ষম হন (খুব অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া) কিন্তু অধিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টি হচ্ছে যে তারা জানে না কয়েকটি কঠিন পরিস্থিতিকে কীভাবে সামলাতে হবে। আমাদের উৎসাহপূর্ণ ভাবে তাদের পাশে থেকে তাদের পরামর্শ বা ধারণাগুলি দিতে হবে। তারা কখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে তার জন্য অপেক্ষা করবেন না! আপনাকে এই নতুন শিষ্য প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে যাতে তারা দিশাহীন না হয়ে যায়। তাদেরকে অন্যদের শিষ্য করার অভিজ্ঞতার প্রথম বড় সময় দিন।

অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের উপকরণগুলির যোগান দিন

শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলি এবং উপকরণগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ভাল। কিছু সংখ্যক লোক এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন খুব অল্প সংখ্যক ক্যাম্পাস দল ছিল যারা তাদের নিজেদের শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণ পুস্তিকাগুলি তৈরী করেছিল।

একটি বড় ত্রুটি ছিল যে তারা মণ্ডলী-কেন্দ্রীক ছিল না কিন্তু প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের আত্মিক জীবনের উপর আলোকপাত করেছিল। মণ্ডলীর ঈশ্তত্ত্ব সঠিকভাবে পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি। ব্যক্তিসাতন্ত্রের মূল্যবোধ প্রেম এবং সেবার স্থানটিতে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। যেমনই হোক না কেন বিষয়গুলি কিছুটা ভাল হয়েছিল, কিন্তু তথাপি সেখানে মণ্ডলী এবং প্যারাচার্চ সংস্থাগুলির মধ্যে কিছু চাপা উত্তেজনা ছিল। তাদের সাধারণ উদ্দেশে এক সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

৯ 3 X E: Discipling One-to-One

অল্প কিছু সংখ্যক মণ্ডলী তাদের নিজেদের উপকরণ প্রস্তুত করে। আমি এই প্রবণতাটিকে উৎসাহিত করি। প্রত্যেক মণ্ডলী তাদের নিজস্ব নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করার জন্য শিষ্যত্বের উপকরণগুলি প্রস্তুত করতে পারে, এমনকী তারা লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলির জন্য বিভিন্ন সংস্করণও প্রস্তুত করতে পারে। বয়স্কদের জন্য বড় মুদ্রিত পুস্তিকাও তৈরী করা যেতে পারে। বিদেশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে পরিচর্যা কাজের জন্য বিশেষ ভাষার সংস্করণ তৈরী করা যেতে পারে অথবা নিরক্ষর লোকদের জন্য একটি ছবি যুক্ত পুস্তিকার সংস্করণও প্রকাশ করা যেতে পারে। (আপনি অন্যদের জন্য শুরু করতে পারেন এবং পরে নিজেদের জন্য সেটিকে আবার নতুন করে তৈরী করতে পারেন!)

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রকৃত বিষয় বস্তু। এই বইটিতে শিষ্যত্বের তিনটি ধাপের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনার জন্য প্রকৃত বিষয়টি কেবল সংক্ষেপে বুঝানো হয়েছে। এই দিকটি আরও উপলব্ধির জন্য আমাদের তিনটি শিষ্যত্ব পাঠাগারটি পরীক্ষা করে দেখুন।

বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া

নতুন বিশ্বাসীদের প্রয়োজনগুলির যত্নের বিষয়টি মণ্ডলীর প্রাধান্যের বিষয় হওয়া উচিৎ। একটি পরিবার যেমন শিশুর প্রয়োজনগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য সময়সূচী এবং উপকরণগুলি পরিবর্তন করে, সেই ভাবে মণ্ডলীকেও নতুন ঈশ্বরের সন্তানদের সঠিক তত্ত্বাবধানের বিষয়টিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন বিশ্বাসীদের সুসমাচারের প্রাথমিক সুস্পটতার প্রয়োজন, ঈশ্বরের বাক্য থেকে পুষ্টি লাভ করা প্রয়োজন এবং তাদের নতুন পিতা কীভাবে তাদের জন্য চিন্তা করেন সেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে সাহায্যের প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা যাতে জীবনকে সহজেই স্পর্শ করার এই সময়ে তাদের বিশ্বাস সঠিকভাবে ভিত্তিস্থিত হয়।

তাদের বিশ্বাস শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন যাতে তারা সহজেই বিপথগামী না হয় কিন্তু পাপ, ক্ষমা, খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাস সম্পর্কে যথেষ্ট স্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করে, যাতে তারা প্রদত্ত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে, তাদের জীবনে ঈশ্বরের অবিরত প্রেম এবং প্রতিবিধানের বিষয়ে আরও অধিক গভীরভাবে নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হয়।

নতুন বিশ্বাসীটি যদি একটি বিচ্ছিন্ন পরিবেশ থেকে আসে, তাহলে তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের, সমাজ এবং পবিত্রতার বিভিন্ন দিকগুলির উপর আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তারা যদি বৈধতাবাদী পরিবেশ থেকে আসে, তবে তাদের পরিত্রাণ, পবিত্রকরণ এবং সুসমাচারের স্বাধীনতার বিষয় বিশেষ স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

অন্য অরেক জন বিশ্বাসীর যদি বিভিন্ন দ্রব্য অথবা পরিষেবা অত্যধিক পরিমাণে ক্রয় করা এবং ভোগ করার মতবাদের বিষয় সমস্যা থাকে অথবা ঘরে বা কাজের জায়গায় সমস্যা থাকে, তবে বিশেষ নির্দেশনা ঐ নতুন বিশ্বাসীকে তার বিশেষ সমস্যাগুরি মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। যে কোনও 'জগৎ' থেকে তাদের উদ্ধার করা হোক না কেন, ঐ দিকটির সঙ্গে যুক্ত জোরালো প্রকাশের বিষয়টি তাদের প্রয়োজন হবে। এই কারণেই আত্মিক বৃদ্ধি র এই প্রথম ধাপে এক জন এক জন করে শিষ্যত্ব করার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন প্রাথমিক বিষয়গুলি ভুলে না যাই। নতুন বিশ্বাসীদের উপর মনোযোগ দানের বিষয়টি হচ্ছে প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় উপলব্ধি যখন বিশ্বাসীদের জগতে সঠিকভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করার বিষয়টি খ্রীষ্টিয় উন্নয়নের দ্বীতিয় স্তরে আলোকপাত করা হবে।

অখণ্ড বিশ্বাস

ঈশ্বর সামগ্রিকভাবে নতুন বিশ্বাসীদের জীবনে কী করছেন তা পুর্ণরূপে উপলব্ধি করা কঠিন। এই সম্পূর্ণ চিত্রটি গভীরতর সত্যগুলি ব্যাখ্যা করে যা তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে। আমি এই বিষয়ে দুটি উদাহরণ দেব।

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তাদের নতুন বাসনাগুলি চিহ্নিত করুন। এটি একটি শিশুর তার মায়ের দুধ পান করার জন্য আকুলভাবে কামনা করা। তাদের বুঝতে সাহায্য করুন যে এটি হচ্ছে তাদের নতুন জীবন যার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজন। খাবার খাওয়ার মত, এই বিষয়টিও চালিয়ে যেতে হবে, যদিও এই ধাপে এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার বিষয়টি অপেক্ষাকৃত বড় বিষয়।

নতুন বিশ্বাসীরাও অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে চায় এবং অন্যদের কাছে বাক্যের সহভাগিতা করতে চায়। এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মা যা উৎসাহের সঙ্গে তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে কাজ করে তাদের অবগত করে যে তারা একটি বৃহত্তর আত্মিক পরিবারের অংশ। আমরা যখন নিয়মিত এই বিষয়টি তাদের কাছে বলতে থাকি, তখন নতুন খ্রীষ্টানরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের যুক্ত থাকার বিষয়ে একটি উত্তম নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে শুরু করে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিক্ষাগুলি একটি বৃহত্তর চিত্র তৈরী করে - ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন। তাদের মধ্যে কী ঘটছে এবং কেন এটি ঘটছে সেই বিষয়টির সংযোগ করার কথা মনে রাখবেন। ঐ জীবন নিজে থেকেই বৃদ্ধি এবং প্রকাশ পাবে।

ঈশ্বরের অবিরত প্রেম

ঈশ্বরের প্রেম বাস্তব এবং অবিরত। এমনকি আমরা যদি ব্যর্থ হই, ঈশ্বর আমাদের খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করার পথ করে দিয়েছেন;তিনি আমাদের উকিল (১ যোহন ২:১-২)।

আমরা যদি ভাল পরিবারে বড় না হই, তবে আমাদের প্রায়ই মনে হয় যে আমাদের নিজেকে প্রমাণ করতে হবে অথবা ভালোবাসা না পাওয়ার অনুভূতির সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যত্বের প্রশিক্ষণ লাভ করলে , নতুন বিশ্বাসীরা অবজ্ঞার মধ্যে প্রতিপালিত হলেও তাদের জন্য ঈশ্বরের অবিরত প্রেমের দ্বারা তারা বৃদ্ধি লাভ করবে।

তারা ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য হলেও কীভাবে তারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারবে সেই বিষয়টি তারা যখন শিখবে তখন তাদের মধ্যে প্রশংসার অনুভূতি (অনুগ্রহ এবং ক্ষমার উপর প্রথম দিকের শিক্ষার গঠন) আরও গভীর হবে। তাদের জন্য ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের প্রেমপূর্ণ কাজের মহান গুরুত্বের বিষয়টি তারা দেখতে পাবে, তাদের নিজেদের কাজগুলি অথবা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নয়।

প্রত্যেকটি ধাপে, ঈশ্বর ভিত্তিমূলক মূল্যবোধগুলি গড়ে তুলছেন যার উপর উন্নয়নের পরবর্তী দশাটি নির্ভরশীল। ঈশ্বরের প্রেমের বিষয়টি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে, নতুন বিশ্বাসীরা আত্মিক উন্নয়নের দ্বিতীয় ধাপে কঠিন সময়ের সম্মুখীন হবে।

আজকের দিনে মণ্ডলী এই মহা সমস্যাটির অধিকারী হয়েছে। নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি উপযুক্ত তত্ত্বাবধান না করার ফলে ত্রুটিপূর্ণ "বয়স্ক" বিশ্বাসীরা তৈরী হচ্ছে।

সারাংশ

আরও অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে এটিই বলতে হবে যে প্রশিক্ষণের এই প্রথম ধাপে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি বলবৎ করার জন্য আমাদের প্রাধান্যগুলিকে বিন্যস্ত করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে যেখানে আমরা নতুন বিশ্বাসীদের লালন পালন করি। এই নতুন বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধান করার জন্য ঈশ্বরের লোকদের কার্যকরীভাবে প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

এই পাঠগুলি হচ্ছে প্রাথমিক এবং অপরিহার্য, তথাপি এই বিয়য়গুলি হাস্যকর ভাবে মণ্ডলীর মধ্যে ভীষণভাবে অভাব দেখা যায়। এই যত্ন ছাড়া, খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় ধাপে সঠিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য তারা প্রেমের এবং আস্থা সহকারে নির্ভরতার দৃঢ় ভিত্তি লাভ করবে না। তারা আপনার আশানুরূপ বিশ্বাসীতে পরিণত হতে পারবে না, কিন্তু তারা তাদের খ্রীষ্টিয় জীবন দ্বিধাগ্রস্ত হবে।

পরিবর্তনশীল হওয়ার জন্য আমাদের নতুন বিশ্বাসীদের দোষারোপ করা বন্ধ করার সময় এসেছে, এবং শুরু থেকেই ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে তাদের তত্ত্বাবধান করার কাজটি আমাদের শুরু করতে হবে।

নতুন বিশ্বাসী ধাপটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত এটি প্রয়োগ করা উচিৎ। দিয়াবল তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত। প্রথমে তাদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। অল্প সময়ের জন্য তারা কঠোর অধ্যয়ন করার জন্য এবং বৃদ্ধি লাভ করার জন্য ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং পরাজিত ঈশ্বর নিন্দুক হিসাবে তাদের পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা অপেক্ষা তাদের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি অনেক বেশী আনন্দদায়ক। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করার জন্য আসুন আমরা আগে থেকেই সক্রিয় হই!

পাঠ

- মণ্ডলী এবং সমস্ত খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ দলকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে এবং যত্নের সঙ্গে নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করতে হবে।
- তাদের পূর্ণ বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন বিশ্বাসীদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে কিন্তু অন্য নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে ঈশ্বর তাদের কীভাবে ব্যবহার করবেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও তাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- নতুন বিশ্বাসীদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণগুলি প্রস্তুত করার সময় তাদের জীবনের বিশেষ প্রয়োজনগুলির কথাও বিবেচনা করতে হবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- তীত ৩:৫-৬

প্রদত্ত কাজ

- ○ আপনি কি অন্য নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ? ব্যাখ্যা করুন।
- ○ একটি নতুন বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আপনি কী কর্মসূচী অথবা উপকরণ ব্যবহার করবেন ?
- ○ তিন জন নতুন বিশ্বাসীর কথা চিন্তা করুন যাদের আপনি জানেন। আপনি যদি তাদের শিষ্য করেন, তবে আপনাকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে এমন কী কী বিশেষ প্রয়োজনের তারা সম্মুখীন হয়েছে?

○ আপনি যদি নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে আপনার লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করুন যাতে আপনার লোকেরা ঐ উপকরণগুলি অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহার করতে পারে। এই বিষয়ে আপনি কত দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং আপনি এই বিষয়ে কোথায় যেতে চান ?

#২৯
যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের সাহায্য করা

ছোট শিশুদের থেকে তরুণতরুণীদের প্রয়োজনগুলি ভিন্ন প্রকৃতির হয়, ঠিক যেমন যুবক বিশ্বাসীদের প্রয়োজনগুলি নতুন বিশ্বাসীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃত্রি হয়। এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এক বছরের হতে পারে, কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তিত হতে পারে। এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয় যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিপক্কতার দিকে পদক্ষেপ ফেলার সময় নতুন বিশ্বাসীরা দ্রুত আত্মিক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নতুন পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করে, তারা আর সেখানে থাকে না। তাদের যেন যতটা কম সম্ভব হতাশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তার জন্য তাদের পরিচালনা করার উদ্দেশে আত্মিক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

> "যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিতেছি কারণ তোমরা তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ। ...যুবকেরা তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ" (১ যোহন ২:১৩-১৪)।

যোহন আবার ১ যোহন ২:১২-১৪ পদে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি আমাদের সংগ্রাম, পরীক্ষা এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষাগ্রহণের বিভিন্ন দিকগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ আরোপ করেছেন। ইফিষীয় ৬ অধ্যায়ের যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিভূত ব্যক্তির উপমাটিও আমাদের মনে আসে:

> ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধ সজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে (ইফিষীয় ৬:১১-১২)।

মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়নি কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসীদের এই বিষয়টির সম্মুখীন হতে হবে - তাদের প্রশিক্ষণের একটা বড় অংশ গঠন করার জন্য এই বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় ধাপে তাদের সাফল্য প্রথম ধাপে তাদের কত সুন্দরভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়েছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত। নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সক্ষম করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর সর্বদা তাদের কাছে থাকেন। এটি তাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক লাভ করতেও সাহায্য করে। তাদের মধ্যে গভীরভাবে রোপিত এই সচেতনতা ছাড়া তারা সহজেই ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে সক্ষম হবে না যখন তারা যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাবে। সন্দেহ সহজেই তাদের নিরুৎসাহ এবং পরাজয়ের দিকে চালিত করে, যা এর প্রতিফল স্বরূপ হতাশা নিয়ে আসে, তারা বিজয়ী হতে পারবে কি না সেই বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে।

প্রত্যেক আত্মিক 'তরুণ এবং তরুণীদের' এই ধাপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার বিষয় জ্ঞান প্রশিক্ষকের জন্য বিষয়টিকে আরও অধিক সহজ করে দেয়। যে নতুন বন্ধুরা অথবা শিক্ষার্থীরা আমাদের মণ্ডলীতে আসে তাদের জানতে হবে;তবেই আমরা সঠিকভাবে হিসাব করতে পারবো যে আত্মিক যাত্রাপথের কোন স্তরে তারা আছে। এই বিষয়টি আমাদের জানতে সাহায্য করবে যে তাদের এই আত্মিক বৃদ্ধি র স্তরে মণ্ডলী তাদের সাহায্য করার জন্য বিশেষ মূল্যায়ন সংক্রান্ত কী কী হাতিয়ার তৈরী করতে পারবে। এক সময় যেটি অস্পষ্ট ছিল তা এখন স্পষ্ট হতে পারে।

এক জন ব্যক্তির অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার বিপদের বিষয় সতর্ক হতে হবে, কিন্তু সঠিক ভাবে উপস্থাপিত , আত্মিক বৃদ্ধি র চার্টটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর নিজেকে মূল্যায়ন করতে এবং তাদের সঙ্গীর বিচার না করে তাদের উৎসাহিত করতে সাহায্য করার জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন বৃদ্ধি লাভ করে, তাদের সমালোচনা এবং তুলনা করা নয়।

যুবক বিশ্বাসীদের প্রয়োজনগুলি

নতুন বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ, অনন্ত জীবনের আশ্বাস, ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রাথমিক সত্যগুলি শেখা প্রয়োজন। এই সত্যগুলি ঈশ্বরে প্রাথমিক আস্থা গড়ে তোলে। যোহন এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আমাদের যত্ন নেওয়ার জন্য সেখানে পিতা ঈশ্বর আছেন।

কীভাবে নিজে নিজে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়টি যুবক বিশ্বাসীকে শিখতে হবে। সে আর চামুচে করে খাবে না কিন্তু তাকে নিজেকে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে হবে। উত্তরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রশিক্ষণে এটি সরাসরি সম্পর্কের বিষয় হবে। আমাদের অবশ্যই সংবেদনশীল এবং আস্থাপূর্ণ হৃদয় সহ একটি চলমান আত্মিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য দক্ষতা লাভ করতে বিশ্বাসীটিকে সক্ষম করতে হবে যাতে সে তাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে উপযোগী করতে পারে। উদাহরণ,কীভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে সেই বিষয়ে লোকদের শিক্ষা দিলে তা তাদেরকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করবে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি করার জন্য প্রত্যেকের একই রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

যুবক যুবতীদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য কত ভালোভাবে একীকরণ হচ্ছে সেই বিষয়টি তারা কত ভালোভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখছে এবং পাপাত্মাকে প্রতিহত করতে পারছে তার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। এখানে দলগত শিক্ষাদানের বিষয়টি সম্ভব কিন্তু ব্যক্তিগত সংগ্রামগুলি নিয়ে পরামর্শদানের কাজটি করা অপেক্ষাকৃত ভাল। উত্তম কার্যকরী সম্পর্কগুলি প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি লোকেরা তাদের উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে কীভাবে করথে সেই বিষয়টি দেখতে আমাদের সক্ষম করে।

এক জন বিশ্বাসী কত দ্রুত আত্মিক বৃদ্ধি লাভ করতে পারে সেই বিষয়ে এক জন ব্যক্তিরর শারীরিক বয়েস প্রভাবিত করতে পারে। একটি কম বয়েসী শিশু এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী দিন নতুন বিশ্বাসীর স্তরে থাকতে পারে। তাদের তথ্যগুলিকে এবং তারা যে ভাবে অন্যদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া তৈরী করে সেই বিষয়টি প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করতে তাদের সামর্থের সঙ্গে এটি করতে হয়।

যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের জন্য লক্ষ্যসমূহ

শিষ্যত্বের এই দ্বিতীয় স্তরটির দৈর্ঘ্য, সেই কারণে, বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যায়, এটি প্রায় তিন বছর সময় নেয়। কিছু সংখ্যক, অথবা আমি বলতে পারি অনেকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও এর থেকে বৃদ্ধি লাভ করে বেরিয়ে আসে না। তারা কখনও পাঠটিতে দক্ষতা লাভ করতে পারে না। খ্রীষ্টকে জানার তাদের দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্বটি আত্মিক পরিপক্কতা দ্বারা মাপা যায় না। আমরা যোহনের অংশটি থেকে বের করে নিয়ে বলতে পারি যে যুবক যুবতীদের বেশ কয়েকটি প্রধান বিষয় শিখতে হবে:

(১) ঈশ্বরের বাক্যসহ আত্মিকভাবে নিজেদের পরিপক্ব করতে হবে (যেমন, নিয়মিত এবং সহায়ক নীরব সময়)।

(২) ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের কাজের মাধ্যমে দিয়াবলের উপর বিজয়ী হওয়ার মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল শিক্ষাগুলি হৃদয়ঙ্গম করা।

(৩) অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাদের জীবনে আসা পরীক্ষাগুলিকে উপলব্ধি করা এবং সেগুলির উপর জয়ী হতে হওয়া।

এক জন ব্যক্তি কখন তরুণ বা তরুণী হয় এবং তাদের সেই তারুণ্যের বছরগুলিকে এবং মনোভাবগুলিকে পেছনে ফেলে আসে তা বলা অসম্ভব না হলেও, কঠিন। শারীরিক ক্ষেত্রে এটি যেমন অস্পষ্ট, আত্মিক জগতেও আমরা এই বিষয়টিকে অস্পষ্ট থাকতে দেব। এই সময়গুলি হচ্ছে সেই সময় যখন ঐ ব্যক্তি আত্মিকভাবে যুবক বা যুবতী থাকে কিন্তু তারা পরিপক্ক ব্যক্তির মতো কাজ করে অথবা এর বিপরীতও হতে পারে।

যুবক বা যুবতী বিশ্বাসীদের জন্য প্রধান লক্ষ্যগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দানের বিষয়টি এবং ঐ লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই কী ঘটে তা চিহ্নিত করার বিষয়টি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কিছুই সীমা বহির্ভূত নয়। একজন শিক্ষা গ্রহণকারী হন। তিনি আমাদের প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না।

ঈশ্বরীয় বিজ্ঞ পরামর্শদাতা তৈরী করা

এই যুবক যুবতী বিশ্বাসী স্তরে তাদের বৃদ্ধি দানের জন্য কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের দুটি স্তরের প্রশিক্ষণ বইয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ।১০ ঈশ্বরীয় পরামর্শদাতা/শিক্ষক যারা বিশ্বাস করেন আমরা পাপাত্মাকে জয় করি তা কেবল একটি তত্ত্ব নয় কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে এটি হচ্ছে অত্যাধিক সহায়ক।

আস্থা লাভের জন্য পরামর্শ দানের পাঠক্রম গ্রহণ করার বিষয়টি এবং অসংখ্য পালকীয় প্রশিক্ষণের পুস্তক পাঠ করার বিষয় আমার মনে পড়ছে যাতে আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিগত দিকে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি যে দিকগুলিতে আমি সংগ্রাম করছিলাম। আমার জীবনের অনেক আগে যে বিষয়গুলিতে আমার দক্ষ হওয়া উচিৎ ছিল।

বিশ্বাসীদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রামগুলিকে জয় করতে পারার বিষয়ে মণ্ডলীতে একটি সাধারণ অবিশ্বাস আছে। তাদের জীবনের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টিকে নিয়ে প্রায়ই এই সংগ্রামগুলির বিষয় এবং কীভাবে তারা তাদের নিজেদের বিষয়চিন্তা না করে অন্যদের জীবনের উপর আলোকপাত করবে সেই বিষয়ে কাজ করা হয়েছে। 'বিপন্ন ব্যক্তিটি' মানসিক ভাবে আগে থেকেই ধরে নেয় যে জয়ী হওয়ার কোনও পথ নেই। বিজয়ী হওয়ার একটি ইতিহাস ছাড়া পরামর্শদাতাদের দেবার মতো কোনও আশার বাণী নেই, তারা যাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের তারা কেবল অবিশ্বাস এবং ঢাকা দিতে পারেন। কোনও এক জন ব্যক্তির ব্যর্থতার বিষয়গুলি প্রকাশ করা এক ব্যাপার, কিন্তু পরামর্শ দাতা কি তার সম্পর্কে অথবা তার বিজয়গুলি সম্পর্কে বলেছেন ?

এই কারণে আমরা সকলের জন্য প্রাপ্যসাধ্য এই সমগ্র আত্মিক উন্নয়নের চার্টটি তৈরী করেছি যাতে পরামর্শদাতা সহ প্রত্যেকে, উন্নয়নের কোথায় অবস্থান করছেন তা দেখতে পারেন। এটি শিক্ষকদের, পালকদের এবং প্রশিক্ষকদের বিশ্বাসের উদ্দেশে আলোড়িত করে যাতে ঈশ্বর তাদের অশ্লিল ছবি দেখা (যা প্রকৃতভাবে ব্যভিচার), আত্মিক গর্ব, ক্রোধ, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের পাপের থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। যারা মাদক দ্রব্য সেবন অথবা "মানসিক অসুস্থতার কারণে বকবক করার" সমস্যাগুলিতে আক্রান্ত, তাদের বশে আনার জন্য ঐ সমস্ত বিষয়ে "বিশেষজ্ঞ" বিশ্বাসীদের প্রেরণ করার ক্রমবর্দ্ধ মান প্রবণতা পরিত্যাগ করছি। এটি তাদের আচরণ আরও চরম অবস্থায় পৌঁছানোর বিষয়টিকে বাধা দিতে পারে কিন্তু তাদের আত্মিক সাড়াদানের বিষয়টিকে পঙ্গু করে দেয়। কেন আমরা তাদের দেখাবো না কীভাবে এই বিষয়গুলিকে জয় করা যায় এবং এই বিষয়গুলি জন্য কীভাবে ঈশ্বরের উপর আস্থা লাভ করতে হবে সেই বিষয়ে কেন আমরা তাদের শিক্ষা দেব না ? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের মধ্যে উপলব্ধিবোধ গড়ে তোলা যাতে তারা দেখতে পায় যে পাপাত্মা তাদের প্রলোভিত করছে এবং কীভাবে তাদের সাড়া দিতে হবে সেই বিষয়টি তারা যেন সঠিক ভাবে জানে। তারা যখন অধ্যবসায়ের সঙ্গে এটি করবে তখন তারা আত্মিক বৃদ্ধি র তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করবে, যা তাদের এই পৃথিবীতে বাকী দিনগুলিতে অবিরত চলতে সাহায্য করবে।

প্রত্যেকটি স্তরে ঈশ্বরের কাজে বিশ্বাস ছাড়া, আমরা কখনও পূর্ণ পরিপক্কতায় পৌঁছানোর আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বাস করি, যে কোনও ভাবে এবং যে কোনও উপায়ে, আমাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য আছে আমরা সেই উদ্দেশ্যের প্রতি চালিত হতে পারবো। ঈশ্বরের কাজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস প্রচেষ্টা ত্যাগ করার মানসিকতা থেকে আমাদের রক্ষা করবে।

পাঠ

- নতুন বিশ্বাসীদের থেকে যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি র আবর্তন পথ ভিন্ন হয়।
- যুব বিশ্বাসীকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেকে কীভাবে লালন পালন করতে হবে সেই বিষয়টি শেখা উচিৎ যাতে সে বিভিন্ন রকমের প্রলোভনগুলিকে জয় করতে পারে।
- মণ্ডলীতে একটি সংঙ্কট আছে কারণ বয়স্ক বিশ্বাসীরা মনে করেন না যে তারা কোন এবং প্রত্যেকটি প্রলোভনকে জয় করতে পারেন (তারা এই স্তরটির মধ্যে দিয়ে বড় হননি)।
- প্রলোভনগুলিকে জয় করার পদক্ষেপগুলি প্রাথমিক হলেও, যুব বিশ্বাসীরা তাদের প্রশিক্ষকদের সঙ্গেও এই বিষয়টিকে কীভাবে করতে হবে তা স্পষ্টরূপে চিত্রানুগ ব্যাখ্যা করতে পারে না, আর সেই কারণে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসযুক্ত না শীতল না উষ্ণ অবস্থার মধ্যে ডুবে যায়।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ইফিষীয় ৬:১১-১২

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি নিজেকে কেন এক জন যুবক বা যুবতী বিশ্বাস বলে মনে করেন অথবা করেন না? কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

○ যে কোন প্রকারের প্রলোভনকে জয় করার জন্য একটি যুব বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষিত করতে আপনি নিজেকে কত ভালোভাবে সুসজ্জিভূত করেছেন?

○ এমন কোন দিক আছে কি যেখানে আপনি জয়ী হননি অথবা অন্য কাউকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে সেই বিষয়টি আপনি জানতে না? সেই দিকগুলি কী কী? আপনার বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রভুর কাছে যাজ্ঞা করুন যাতে তাঁর লোকেরা জয়ী হয়, এবং ঈশ্বরের লোকরা কীভাবে এটি করতে পারে তা আপনাকে দেখাতে বলুন।

#৩০
যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা

যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রত্যেক ছোট শিশুরা শারীরিকভাবে বড় হয়, কিন্তু পরিপক্ক হতে অনেককেই কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে হয়। তারা অনেক বিষয় ভুল বোঝে, বিশেষ করে তারা যদি প্রেমহীন ঘরে বড় হয়। তাদের প্রেক্ষাপট যত মন্দভাবে কাজ করবে তারা তত অধিক সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে যা সত্য, আত্মিকভাবেও তা তাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করার জন্য অসংখ্য লোককে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে এবং কথা বলে, আমি বুঝতে পেরেছি যে যারা ব্যক্তিগত সংগ্রামগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য যারা সেমিনারীগুলিতে গেছেন তাদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তারা মনে করে যে ঈশ্বতত্ত্ব তাদের তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রামগুলিকে অদৃশ্য করে দেবে।১১ তাদের মণ্ডলীর মধ্যেই এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামগুলিকে জয় করার প্রশিক্ষণ লাভ করা উচিৎ ছিল, তারপর আহ্বানের জন্য, তাদের অন্যান্য অফিসিয়াল প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করতে হতো।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, শিষ্যত্বের এই দ্বিতীয় স্তরে তাদের যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল তা অধিকাংশ মণ্ডলীতেই ব্যবস্থা করা হয়নি, আর সেই কারণেই, এত অধিককাংশ সেমিনারীগুলিতেও একই অবস্থা। এই দিকগুলিতে ঈশ্বরের লোকদের উপযুক্ত নির্দেশনা না দেওয়ার কারণেই এত অধিক পরমার্শদানকারী পাঠক্রমগুলি উদ্ভব হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে চিন্তা করি, যারা এই ধরণের ক্লাসগুলিতে যোগদান করছেন তারা প্রকৃতই সাহায্য লাভ করছেন কি না। এর কারণ হচ্ছে খ্রীষ্টানদের যেখানে থাকা উচিৎ অথবা কীভাবে সে সেই অবস্থানে যাবে সেই বিষয়ে তাদের বিশ্বাসের অভাব আছে। অসংখ্য পরামর্শদাতারা শিক্ষা দেন যে একজন ব্যক্তিকে কিছুটা ক্রোধ এবং দুশ্চিন্তা সহ্য করা উচিৎ, কিন্তু আমাদের পবিত্র শাস্ত্রে প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে এই আরোপিত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে, কেবল কোনও রকমে মানিয়ে নিলে হবে না।

ঈশ্বরের বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উপায় আছে, কিন্তু মণ্ডলী ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি আরোপ করে না এবং তাঁর লোকদের বৃদ্ধির সাহায্যের জন্য তাঁর উপায়গুলির উপর নির্ভর করে না। যে জগৎ থেকে নতুন বিশ্বাসীরা আসে সেই জগৎ সমস্যা নয় কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে এবং তার নেতাদের বিশ্বাসের অভাব।

ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা যেন মহান প্রশিক্ষণ লাভ করে যাতে তারা বলবান এবং ঈশ্বরীয় লোকে পরিণত হওয়ার জন্য বৃদ্ধি লাভ করতে পারে (ইফিষীয় ৪:১৫-১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশিক্ষণটি কয়েক জন রাষ্ট্রীয় লাইসেন্স প্রাপ্ত পেশাদার পরামর্শদাতার কাছে নির্বাসিত হওয়ার জন্য নয়। বিশ্বাসীরা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে ধরে নেয় যে একজন ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রাথমিক আত্মিক সংগ্রামগুলি থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হওয়ার জন্য তাকে একটি ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। এটি একেবারেই ভুল।

মণ্ডলীগুলির তাদের লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ হলেও, অনেকেই সেই প্রশিক্ষণ দেয় না এবং সেই কারণেই বাইবেল স্কুলগুলিতে এবং সেমিনারীগুলিতে এই নির্দেশনাগুলি দেওয়া প্রয়োজন। পালক অথবা মিশনারী অথবা খ্রীষ্টান শিক্ষাবিদ্‌দের, ব্যক্তি লোকদের, স্ত্রীদের, সকলের কি এটি বোঝার এবং ধার্মিক জীবন যাপন করার প্রয়োজন নেই? আমাদের সকলের এই প্রয়োজন আছে। খ্রীষ্টের অনুরূপ পরিচর্যা করার জন্য ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করার বিষয়টি হচ্ছে মূল বিষয়। আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন আছে যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে সমস্ত ঈশ্বরের লোকেরা আত্মিকভাবে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান।

তাদের প্রশিক্ষণ পরিচর্যাগুলির মধ্যে কীভাবে 'জীবনের মর্ম' প্রশিক্ষণটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে সেই বিষয়ে নেতাদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তাদেরকে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করার ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলিকে আরোপিত করা প্রয়োজন এবং কীভাবে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই বিষয়টি শিখতে হবে। এখানে যুবক এবং যুবতী বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কে কয়েকটি লক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে। প্রত্যেক বিশ্বাসীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করা প্রয়োজন:

11 The answer is not theology but truth-truth believed upon. This problem again illustrates that what we know is not necessarily what we believe.

γ প্রলোভনগুলি চিহ্নিত করার জন্য পূর্ণরূপে সুসজ্জিভূত হন

γ প্রলোভনের প্রাথমিক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করুন

γ প্রলোভনগুলি কীভাবে তাদের পাপপর্ণ স্বভাবের সঙ্গে এবং জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তা পর্যবেক্ষণ করুন

γ প্রলোভনগুলির সঙ্গে লড়াই করার জন্য সত্যটি হৃদঙ্গম করুন এবং ব্যবহার করুন

γ তাদের হৃদয়ের মধ্যে ক্ষমার স্থানটিকে প্রাধান্য দিন

γ ঈশ্বরের বাক্যের পরাক্রমের বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দিন

প্রেরিত যোহন সত্যটি বর্ণ করেছিলেন: যুবকেরা পাপাত্মাকে জয় করেছে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই তাদের বিজয় নিশ্চিত করেছেন। এটি এমন একটি বিষয় নয় যা হতে পারে, কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যা হয়েছে। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের পূর্ণ পরাক্রমকে কাজ করতে দেব, তখন আমারে বিশ্বাস শক্তিশালী হবে এবং আমরা শয়তানের মিথ্যাগুলি উপলব্ধি করতে পারবো, সত্যটি প্রয়োগ করতে পারবো এবং দৃঢ়রূপে দাঁড়াতে পারবো।

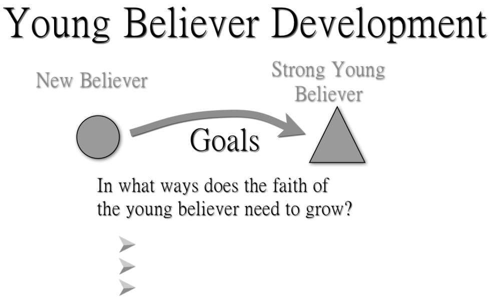

"কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে;এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস" (ইফিষীয় ৫:৪)।

আবার আমাদের গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যে এই সমস্ত বিষয়গুলি একটি বৃহত্তর জীবনের মর্ম প্রক্রিয়ার অংশ। আমাদের আত্মিক জীবন প্রদত্ত হয়েছে যাতে আমরা অবিরত প্রলোভনের উপর জয়ী হতে পারি (যদিও এটি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়)। অনেক পরামর্শদাতারা ঈশ্বরের লোকদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করেন না, পরিবর্তে তারা শেখায় কীভাবে তাদের সাফল্যের সঙ্গে বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে হবে অথবা পরাজয়কে সহ্য করতে হবে। এটি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরবর্তী ধারণা। ঈশ্বর আমাদের অবিরত বজয় দিতে চান। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের জীবনে পাপাত্মাকে একটি পদক্ষেপও ফেলতে না দিই।

প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলি

শুরুতে আমাদের অবশ্যই ক্ষমা এবং পুনরুদ্ধারের অন্বেষণে ক্রুশের পরাক্রামের কাছে নিয়মিত ফিরে আসা প্রয়োজন। এটি সাধারণভাবে আমাদের ঈশ্বরের বিহ্বলকারী অনুগ্রহের বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

বিশ্বাসী যখন একটার পর একটা লড়াই সহ্য করে, সে দেখতে শুরু করে পাপাত্মা কীভাবে তাকে চেপে রাখছে। কীভাবে পাপাত্মার পরিকল্পনাগুলিকে প্রতিহত করতে হবে সেই বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণের এই স্তরে আলোকপাত করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের পরাক্রমে দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান হতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী, মণ্ডলীর সদস্য, যোগদানকারী, ইত্যাদি, ব্যক্তিদের সঙ্গে এই প্রশিক্ষণটি প্রয়োগ করার দ্বারা, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে সামনে ঠেলে দিই। এটি 'আমি বিশ্বাস করি' ধরণের একটি সাধারণ ধর্মীয় পুনরাবৃত্তি নয় কিন্তু কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে হবে এবং পাপাত্মাকে জয় করার জন্য ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনের জন্য এটি কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়? কেন অধিকাংশ বিশ্বাসীরা কখনও এই স্তরের মধ্যে দিয়ে যান না? অনেক পালক এবং শিক্ষকরা আমাকে বলেন যে তারা এখনও এই দ্বিতীয় স্তরের মধ্যেই আছেন। তারা যদি সেখানে থাকেন, তবে যারা অন্ততঃ একটি বিষয়ে নিজেদের দুর্বল মনে করে তাদের উদ্ধার করার জন্য তারা অন্যদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের দিক থেকে এখনও পরিপক্ক হননি।[১২] যে নেতারা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করা এবং প্রলোভনকে জয় করা সম্ভব নয় সেই সমস্ত নেতাদের অবস্থা আরও জঘন্য।

12 This is one big reason that the church goes from strong to weak. What one leader does not learn to overcome, he tolerates and promotes lesser standards to ease his conscience.

কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা

আপনি ভাবতে পারেন কীভাবে আপনি এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেবেন? এই আচরণগলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে অনুশীলনের মধ্যে রাখতে হবে সেই বিষয়টি আমরা কোথায় শিখতে পারি? প্রশিক্ষণটি ব্যক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জের বিষয় কিন্তু জটিল এবং অত্যধিক খরচের বিষয় নয়। যে সমস্ত দিকগুলিতে আমাদের আলোকপাত করতে হবে সেই বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষেত্রে প্রেরিত পৌল এক অপূর্ব কাজ করেছেন।

'রিচিং বিয়োণ্ড মিডিয়োক্রিটি: বিং এ্যান ওভারকামার।' নামক আমাদের বইটির প্রথম চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রাথমিক নীতিগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের জয়ী করেছেন এবং আমরা তাঁর পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করার জন্য যে আত্মিক যুদ্ধে লিপ্ত আছি সেই যুদ্ধে ঈশ্বর আমাদের হয়ে কাজ করছেন— এই দুটি ধারণার উপর এটি গড়ে উঠেছে। ক্রোধ, অভিলাষ এবং অহংকারের মতো ব্যক্তিগত প্রধান সমস্যাগুলি জয় করতে কীভাবে তারা আমাদের শক্তি প্রদান করে সেই বিষয়টি দেখানোর জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই নীতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

একজন ব্যক্তি যদি "ছোট" পাপগুলি সঠিকভাবে সামলাতে না শেখে, তবে এই ধরণের পাপগুলি তাকে অধিকার করবে, শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাপগুলি তাকে বিনাশ করে দেবে। যে পালকদের পরিচর্যা কাজগুলি প্রচণ্ড ধাক্কায় উড়ে গেছে সেই অসংখ্য পালকদের কথা চিন্তা করুন। ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা হৃদয়ের গভীরে স্থান গ্রহণ করে। "সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়" (হিতোপদেশ ৪:২৩)।

এই প্রশিক্ষণ বেশী সময় গ্রহণ করবে না। একজন ব্যক্তি কে যেমন তারুণ্যের বয়েসগুলির মধ্যে দিয়ে বড় হতে হয়, সেই ভাবে একজন যুবক বা যুবতী বিশ্বাসীকেও অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে।

আমরা সাধারণ ভাবে বলি এই স্তরের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগবে। শিষ্যটির যদি ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জ্ঞান থাকে তবে এই নীতিগুলি খুবই দ্রুত শেখা যেতে পারে। সময় অথবা খরচের বিষয়টি সমস্যা নয়। সব থেকে বড় সমস্যাটি হচ্ছে শিক্ষক এবং পালকদের বিশ্বাস করানো যে ঈশ্বর এটিই করতে চান, এবং প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে এটি সহজেই করা যেতে পারে। আমরা কয়েক ধরণের ম্যাজিক সংক্রান্ত বিষয় অথবা অলৌকিক আরোগ্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পরামর্শ দিচ্ছি না, কিন্তু আমরা কার্যকরী চারটি স্পষ্ট বাইবেল সংক্রান্ত নীতি সামনে তুলে ধরছি!

আমাদের দর্শনটি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা

কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করুন। গড় বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কী? আপনি কি মনে করেন যে তারা পূর্ণ আত্মিক পরিপক্কতার মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করতে পারবে? তারা কি প্রত্যেকটি প্রলোভনের সামনে দৃঢ়রূপে দাঁড়াতে পারবে? (আমরা আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে এর ভিন্নতা দেখতে পাই!)

আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বর চান আমরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রলোভনকে জয় করতে পারি যাতে আমাদের পতিত হওয়ার প্রয়োজন না হয় তাহলে কী হবে;তবে সেটি কি একটি দারুণ সংবাদ হবে না? মণ্ডলী আজ না শীতল না উষ্ণ কারণ প্রকৃত পরিবর্তন যে ঘটতে পারে সেই আশা মণ্ডলী ছেড়ে দিয়েছে।

আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ স্কুলগুলি থেকে এবং সেমিনারীগুলি থেকে কী ধরণের লোকদের স্নাতক করছি? আমাদের মণ্ডলীগুলি থেকে আমরা কী ধরণের নেতা উৎপন্ন করছি? আমরা কী তাদের আত্মিক পরিপক্কতায় সন্তুষ্ট? অধিকাংশ ক্ষেত্রে, দুর্ভাগ্যজনক উত্তর হচ্ছে 'না'। কারণটি খুবই সরল। আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে তাদের প্রশিক্ষিত করিনি। অবিশ্বাস এবং পরাজয় সম্পর্কে শেখার কারণে, তারাও অন্যদের ব্যক্তিগত বিজয় অন্বেষণ করার বিষয় প্রশিক্ষিত করে না। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যে আমাদের নেতারা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের দ্বারা জীবন যাপন করতে শিখুন এবং একই ভাবে অন্যদেরও তারা একই শিক্ষা দিন।

আমাদের মণ্ডলীর উপাসকমণ্ডলী এই ধরণের একটি বিশৃঙ্খলা অবস্থার মধ্যে আছে, তারা পরিবর্তিত হতে না পারার কারণে নয়, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেন না যে তারা পরিবর্তিত হতে পারেন। আসক্তিগুলি জয়ী হওয়ার পথে অতিরিক্ত বাধাগুলি তৈরী করলেও, আমরা যদি সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই নীতিগুলি বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রয়োগ করি তবে তারাও একই ভাবে সেই বাধাগুলি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে।

ঈশ্বরের দর্শনের প্রয়োগ

আমরা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এবং মণ্ডলীগুলিতে কীভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি? ক্লাসে আমরা কিছু সংখ্যক নির্দেশনা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত সংগ্রামের বিষয়গুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ছোট দলগত এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদানের বিষয়টিই হচ্ছে মূল বিষয় এবং তারপর আমরা দেখাতে সমর্থ হবো কীভাবে জয়ী হওয়ার প্রক্রিয়াটি কাজ করে।

লোকেরা প্রায়ই জনসমক্ষে তাদের দুর্বলতাগুলি এবং পাপগুলি স্বীকার করতে পছন্দ করে না। তাদের নির্দিষ্ট কিছু পাপের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে সমস্যা নাও থাকতে পারে, কিন্তু অন্যরা দৃশ্যের অন্তরালে থাকে, তাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং পাপপূর্ণ চিন্তাভাবনাগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক আগে শৈশব থেকেই আমাদের জীবনের মধ্যে ক্ষমাহীনতার মতো অনেক পাপপূর্ণ সাড়াদান নিহিত থাকে যার ফলে ঐ বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি বেদনা, আবেগসংক্রান্ত দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং কাউকে বিশ্বাস না করার তাদের সতর্কবার্তাগুলি বাতিল হয়ে যায়।

কীভাবে আমি এই বিষয়গুলি জানি? ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের এই বিষয়গুলি বলা হয়েছে। আমরা যখন তাঁর বৃহত্তর নীতিগুলির দ্বারা জীবন যাপন করি না তখন কী ঘটে তা আমি দেখেছি- তখন আমাদের জীবন সাক্ষ্য এবং জয়ী হওয়ার পরিবর্তে পরাজয় এবং ব্যর্থতায় পরিণত হয়। অপর দিকে আমাদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে তাঁর সত্য যখন কাজ করে তখন সেই সত্যের মহান ক্ষমতা দেখে আমি সম্ভ্রম জাগান অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কাযকারী প্রশিক্ষক প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিজয় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। যে বিষয়টি আপনার মধ্যে নেই সেই বিষয়টি আপনি অন্যদের সত্যিই দিতে পারেন না। ২তীমথিয় ২:২ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে পরিচর্যাকারী বিদ্যালয়গুলি এবং মণ্ডলীগুলিকে অবশ্যই বিজয়ী প্রশিক্ষকদের গড়ে তুলতে হবে।

বিজয়ী হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদের উৎসাহিত করছেন। তিনি এটি করেছেন যাতে আমরা জয়ী হতে পারি;এখন আমাদের উচিৎ তাঁর বাধ্য হওয়া, এই স্তরের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করুন, এবং পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হন যেখানে আমাদের জন্য তাঁর কাছে বৃহত্তর পরিকল্পনাগুলি আছে। আমাদের ফলপ্রসূ সেবা কাজের গুণগত এবং পরিমানগত মান ব্যাপকভাবে নির্ভর করে আমরা কত ভালোভাবে এই দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে কাজ করি।

মণ্ডলী যদি সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে এই সত্যগুলিকে পূর্ণরূপে গঠন করতে পারে, তবে ঈশ্বরের লোকেরা তাদের বিশ্বাসে বলবান্ হবেন। আমরা অসংখ্য মহান নেতা লাভ করবো। হৃদয় এবং মনের সঠিক গঠন ছাড়া, আমরা কেবল আমাদের সমস্যাগুলিকে টিকিয়ে রাখবো যখন পাপাত্মার অন্ধ কারের পথগুলি এবং মনের পুরাতন ধারণাগুলি আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকবে। প্রকৃত প্রশিক্ষণ শক্তিশালী ঈশ্বরীয় জীবন প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে, যে বিষয়টি ছাড়া প্রকৃত ভালোবাসা থাকে না।

পাঠ

- অসংখ্য বিশ্বাসীরা পরাজিত খ্রীষ্টান হিসাবে জীবন যাপন করে কারণ তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের পরাক্রম এবং গৌরবের দ্বারা তারা মুগ্ধ হয় না।
- ঈশ্বর নিয়মিত পাপকে জয় করার দ্বারা এবং তার ব্যর্থতাগুলির জন্য ক্রুশের সত্যটিকে সমর্থন করার দ্বারা মণ্ডলীকে পবিত্র জীবন যাপন করার উপায়গুলি দিয়েছেন।
- মণ্ডলী যখন প্রলোভন এবং পাপকে জয় করার জন্য বিশ্বাস গ্রহণ করবে, তখন সে শিখবে কীভাবে তার পরাক্রমী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে এবং উদ্দিপনা খুঁজে পাবে।
- যারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের শক্তি দেখেছেন সেই সমস্ত নেতাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ আসে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ যোহন ৫:৪

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার জীবনে একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করুন এবং কীভাবে সেই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলিকে চিহ্নিত করুন। ঐ সমস্যাটিকে জয় করার জন্য আপনি কি সক্রিয় ভাবে কাজ করছেন? আপনি কি এই প্রক্রিয়াটি অন্যদেরকে বুঝাতে পারবেন?

○ অন্যদের মধ্যে আপনি যে প্রধান পাপগুলি দেখেছেন তার বেশ কয়েকটি পাপের নাম বলুন। এই পাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আশা এবং বিশ্বাস লাভ করতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনার মণ্ডলী অথবা বিদ্যালয় যে নেতাদের তৈরী করছে তাদের মধ্যে অপরিপক্কতা এবং পাপপূর্ণ মনোভাব/আচরণগুলিকি সহ্য করে? কীভাবে এই সমস্যাগুলির প্রতিকার করা উচিৎ?

#৩১
বিশ্বাসীদের পরিপক্ক করার জন্য পরামর্শ দান

যোহন কর্তৃক "পিতারা" নামে অভিহিত আত্মিক বৃদ্ধির এই তৃতীয় স্তরটি সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা করার বিষয়টির সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কোনও একজন ব্যক্তির নিজেকে অথবা অন্যদের এক জন পরিপক্ক বিশ্বাসী হিসাবে বর্ণনা করা সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক নয়। এই ধরণের মানসিকতা নম্রতা সম্পর্কে একটি মিথ্যা অনুভব চিত্রায়িত করে এবং তাঁর লোকদের জীবনের প্রতি অনেক বেশী বাইবেল সংক্রান্ত আবেদন রাখার বিষয়টিকে নিবারিত করে। আপনি এমন কোনও পিতাকে জানেন কি যে নিজে এক জন পিতা হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে, "ওহ্, আপনি এটি ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি কি সত্যিই এক জন পিতা নই"? এই দৃশ্যটি বরং আরও হাস্যকর হয় (বিশেষ করে আপনি যখন দেখেন দুটি ছোট বালক কোনও কিছু চাওয়ার জন্য তার প্যান্ট ধরে টানাটানি করছে) কারণ এক জন পিতা হওয়া জীবনের একটি সাধারণ স্তর- এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

অহঙ্কারের সমস্যাগুলি এবং আমরা চিন্তাধারার যে ফাঁদের মধ্যে এসে "পৌঁছেছি" তা নিশ্চিতভাবে একটি বড় সমস্যা, কিন্তু আমরা যদি সঠিকভাবে পিতা স্তরটির দিকে তাকাই, আমরা আবিষ্কার করবো যে বাইবেলসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিটির মধ্যে অহঙ্কারের বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নিজস্ব উপায় আছে।

পাপপূর্ণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করার বিষয়টি হচ্ছে একটি সমস্যা। মানুষের প্রবণতা হচ্ছে সে নিজেকে অন্যদের থেকে ভাল বলে চিন্তা করতে চায়। কিন্তু বাইবেল সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে:

(১) আরও বেশী করে ঈশ্বরের মান এবং লক্ষ্যগুলিকে আরোপিত করা

(২) ঈশ্বরীয় বিষয়গুলির মধ্যে অবিরত আমাদের পরামর্শ দানের জন্য ঈশ্বরের অন্বেষণ করা

(৩) আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকে আরও ভালোভাবে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষিত হওয়া।

আপনি কি পার্থক্যটি দেখতে পাচ্ছেন? বৃদ্ধি র যাজ্ঞা করার দ্বারা আমরা স্বীকার করি যে আমারে আরও বৃদ্ধি পাওয়া এবং পরিপক্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। অন্যদের সেবা করার বিষয়টির উপর মনোযোগ দানের দ্বারা, আমরা আর কখনও অন্যদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি না। পিতাদের এই তৃতীয় স্তরটির পশ্চাতে এটিই হচ্ছে সঠিক মানসিকতা। আমাদের চারপাশে যে খ্রীষ্টানরা আছে তাদের কোনও প্রয়োজনের জন্য আমরা যদি চিৎকার করে কাঁদি কিন্তু কিছু না করতে পারি তবে বুঝতে হবে আমরা এমন পিতায় পরিণত হয়েছি যারা তাদের বৃদ্ধির পথে কোথাও ফাঁদে আটকে গেছে।

যীশু বলেছিলেন কোনও ব্যক্তির নিজেকে পরিপক্ক হিসাবে চিন্তা করা ভাল এবং যথার্থ। "ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে;প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য" (মার্ক ৪:২৮)। এই শেষ স্তরটি হচ্ছে যেখানে আমরা ফল বহন করার বিষয়টি প্রত্যাশা করতে পারি। তুলনামূলক বিচারে, আমাদের জীবনে এটি কত মর্মান্তিক বিষয় যখন আমরা ভিডিও দেখে বা খেলায় মত্ত থেকে সময় নষ্ট করার কারণে কোনও ঈশ্বরীয় ফল উৎপন্ন করতে পারি না। সম্ভবতঃ এর থেকে বৃহত্তর আর কোনও পাপ নেই যখন এক জন পিতা তার সন্তানদের প্রয়োজনগুলি অগ্রাহ্য করে নিজের খুশীর জন্য যথেচ্ছভাবে তার টাকা এবং সময় ব্যবহার করে। এটি ঘটে, কিন্তু এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক বিষয়।

প্রথম স্তরে আমরা দেখেছি যে একটি ছোট শিশু কীভাবে তার বাবা এবং মায়ের উপর নির্ভরশীল, এমনকি তার জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির জন্যেও। একই ভাবে, আমরা এটি দেখতে পাই যে প্রত্যেক বিশ্বাসী তখনই সঠিকভাবে পরিপক্ক হয় যখন তারা অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসতে পারে এবং আত্মিক চলার পথে তাদের সাহায্য করতে পারে। নতুন এবং যুবক বিশ্বাসীদের যদি কেউ যত্ন না করে, তবে তারা তাদের বিশ্বাসের বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। আপনার চারিদিকে যারা আছে তাদের তত্ত্বাবধান করাই হচ্ছে পিতৃত্বের মানসিকতা, আর অন্তত আপনি যাদের খ্রীষ্টের কাছে এনেছেন তাদের তত্ত্বাবধান করা আপনার কর্ত্তব্য।

এই তৃতীয় স্তরটিই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমরা অন্যদের উপযুক্তভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিই। সেবা কাজের জন্য একটি ভিত্তি তৈরী করার সময়, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি গভীর এবং আরও অধিক ঘনিষ্ঠ জীবন কীভাবে উৎপন্ন করতে হবে তা উপলব্ধি করানোর বিষয়টিও এর অন্তর্ভূক্ত। পিতা হিসাবে, বিশ্বাসী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা, এই বিষয়গুলিতে পরিপক্ক, তারা নেতাতে বিকশিত হয়, আর সামগ্রিকভাবে তারা মণ্ডলীর প্রয়োজনগুলিও দেখাশোনা করে, এর সঙ্গে তারা তাদের চারিদিকে অন্য যে ব্যক্তি বিশ্বাসীরা আছে তাদেরও পরিচর্যা করে।

বাবা মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

সব থেকে বড় এবং সব থেকে ছোট সন্তানের মধ্যে ২২ বছর ব্যবধানসহ আমার আটটি সন্তান আছে। ঠিক এখন তাদের মধ্যে চার জন তরুণ-তরুণী; এখনও বেশ কয়েক বছর এই প্রবণতাটি চলতে থাকবে ! কয়েক জন উচ্চ মাধ্যমেক পাশ করার কাছাকাছি এসেগেছে যখন অন্যরা এখনও তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারেনি। আমাদের তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা অবিরত প্রার্থনা করছি যে তারা যেন ভাল চাকরী পায় তার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় ভাল শিক্ষা দিতে পারি যাতে তারা তাদের নিজেদের পরিবারের তত্ত্বাবধান করতে পারে। পিতামাতা হিসাবে আমরা অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা তাদের কাছে অধিক আকাঙক্ষা করি।

ঈশ্বরও আমাদের "অভিভাবক" হিসাবে চান আমরা যেন পূর্ণ পরিপক্বতার দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাসহ পরিপক্বতা আমাদের সম্পূর্ণতার একটি অনুভূতিসহ আহ্বান করে। আত্মিক বৃদ্ধি র তৃতীয় স্তরটি হিন্দু ধর্মের মতো নয় যারা তাদের আত্মিক জীবনের জন্য নিজেদের পরিবার এবং 'বাস্তব' জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আত্মিক দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য যারা তাদের অবশিষ্ট জীবন ব্যয় করে দেয়। এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, পরিপক্ব খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী ঈশ্বরের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অন্বেষণ করে যাতে সে আরও সঠিকভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং অন্যদের সেবা করতে পারে।

জগতের লোকেরা কেবল আর্থিক অথবা আবেগসংক্রান্ত পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে সেবা করে। ঈশ্বরের লোকেরা সেবা করে কারণ তাদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের বিষয় তারা তাঁর প্রতি প্রশংসায় আত্মহারা বা বিহ্বল হয়ে গেছে বলে। তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করার এবং অন্যদের তত্ত্বাবধান করার চেষ্টা করে। কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানরা পালক নামে অভিহিত হন, কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসীরা অন্যদের তত্ত্বাবধান করার জন্য বৃদ্ধি লাভ করে। পালকরা অন্যদের সেবা করার জন্য প্রত্যেককে সুসজ্জিভূত করেন (ইফিষীয় ৪:১১-১২)।

সেবার মানসিকতাসহ

সেবা করার দৃষ্টিভঙ্গিটি কীভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে উপযোগী হবে? সেবা করার দর্শনটি বিশ্বাসীর মন এবং হৃদয়ের মধ্যে গভীরভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হওয়া উচিৎ। এটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজগুলির মধ্যে কর্তৃত্বকারী যে ব্যক্তিরা মনে করেন এটিই হচ্ছে তাদের সেবা পাওয়ার উপযুক্ত সময় তাদের কাছে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই স্বার্থপরতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু আমাদের আধুনিকতা-পরবর্তী জগতে এটি অত্যন্ত বাস্তব। আমরা আমাদের কর্ম অবসরপ্রাপ্তি জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকি যখন আমরা অন্য কারও প্রতি কোনও দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ছাড়াই, নিজেদের কামনাগুলি পরিতৃপ্ত করায় মত্ত হতে পারবো।

যারা অন্যদের বিষয় চিন্তা না করে কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর মনোযোগ দেয় পৌল তাদের তিরস্কার করেছিলেন, "ভ্রাতৃগণ, তোমরা বুদ্ধি তে বালক হইও না, বরঞ্চ হিংসাতে শিশগণের ন্যায় হও, কিন্তু বুদ্ধিতে পরিপক্ব হও" (১ করিন্থীয় ১৪:২০)।

আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের প্রয়োজনগুলি আমাদের প্রশিক্ষক হিসাবে যত্নপূর্বক পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাদের যে বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সেই প্রশিক্ষণ তাদের দিতে হবে। কিছু সংখ্যক মণ্ডলী শিষ্যত্ব কর্মসূচীগুলির অন্বেষণ করেন। কর্মসূচীগুলি ভীষণ নিয়মমাফিক এবং কঠিন হয়, প্রায়ই এই কর্মসূচীগুলি ঈশ্বরের ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং কাজকে সক্রিয় হতে দেয় না। উত্তম উপকরণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রভু কীভাবে এক জন ব্যক্তিকে পরিচালিত করছেন তা দেখার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে। ভিডিও প্রশিক্ষণ সেমিনারগুলোর মতো বিভিন্ন উপকরণগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের সকলকে অবশ্যই সর্বদা প্রভুর সামনে একা বিশেষ সময় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আজ সকালেই, এটি লেখার আগে আমার নীরব সময় চলাকালীন, আমার বিদেশে প্রশিক্ষণ অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য আমি প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলাম। সেখানে আমার কয়েক জন বিশ্বাস ভাইদের কাছে কিছু বিষয় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি বিষয় প্রভু আমাকে লিখে রাখতে বলেছিলেন। আমি যখন কম্পিউটারে বসেছিলাম, তখন সেখানকার আমাদের এক কো-অর্ডিনেটরের একটি ইমেলের মাধ্যমে সেই বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েগেছিল এবং আমি যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম সেই বিষয়টিই তিনি আমাকে উল্লেখ করেছিলেন। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে আর্থিক দাবী সম্পর্কিত, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর এর মধ্যে ছিলেন, আমি আস্থা রাখতে পেরেছিলাম যে যা কিছু প্রয়োজন হবে তিনি তা দেবেন। এইভাবে আরও বৃহত্তর বিষয়গুলির জন্য আমার বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। এই হৃদয়স্পর্শী অধিকাংশ পাঠগুলি প্রভুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মধ্যে আমি শিখেছি।

পরিপক্ব বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিন:

- কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিষয় যাজ্ঞা করতে হবে
- কীভাবে তাঁর বাক্যের মধ্যে আরও গভীরে ঝাঁপ দিতে হবে
- ব্যক্তিগত গভীর সংগ্রামগুলির সঙ্গে কীভাবে মল্লযুদ্ধ করতে হবে
- যখন অন্যরা প্রচেষ্টা ত্যাগ করবে তখন কীভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে
- যখন অন্যরা সন্দেহ করবে তখন কীভাবে বিশ্বাস করতে হবে
- অশুদ্ধ সমাজের মধ্যে যখন জবন যাপন করতে হবে তখন কীভাবে শুদ্ধ হতে হবে।

γ অন্যদের সেবা করার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের প্রেম ব্যাখ্যা করতে হবে।

γ প্রয়োজন মতো কীভাবে অন্যদের সঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক সম্মুখীন হতে হবে।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা কখনও তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করার সাহস পায় না। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বড় হই, আমরা যীশুর মতো হওয়ার এবং অন্যদের আরও ভালোভাবে সেবা করার বিষয় প্রত্যাশা করি। এক জন প্রশিক্ষক অথবা পরামর্শদানকারী হিসাবে, কীভাবে আমাদের জীবনে একটি অথবা একাধিক দিকে আমরা উন্নতি করতে পারি সেই বিষয় আমরা সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

পাঠ

- বিশ্বাসীদের আত্মিকভাবে "বৃদ্ধি লাভ করার" জন্য স্বপ্ন দেখা উচিৎ, যেখানে তারা ঈশ্বরের আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারবে এবং তাদের চারপাশের লোকদের সেবা করার জন্য তাঁর দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হতে পারবে।
- ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের জীবনের মাধ্যমে ফল বহন করতে পারি। আত্মিকভাবে পরিপক্ক বিশ্বাসী হিসাবে এটি ব্যাপকভাবে তখনই ঘটে যখন তারা দেখতে পায় যে ঈশ্বরের আত্মা অপূর্বভাবে তাদের জীবনের মাধ্যমে কাজ করছেন।
- বিশ্বাসীদের মধ্যে এই পূর্ণ দর্শনটি রোপিত করার জন্যই কেবল আমরা এই প্রশিক্ষণটি দিই না কিন্তু ঈশ্বরের কাছে থাকার জন্য এবং অন্যদের সেবা করার জন্য আমরা বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করি।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ করিন্থীয় ১৪:২০

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি পরিপক্ক বিশ্বাসী? আপনার উত্তরটিকে সমর্থন করার জন্য আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে?

○ ঈশ্বরের আরও কাছে থাকার জন্য আপনার কাছে কী কী চ্যালেঞ্জ আছে?

○ একজন ব্যক্তি যখন আত্মিক শুষ্কতা অনুভব করে এবং একজন ব্যক্তির যেভাবে সেবা করা উচিৎ সেইভাবে সেবা করতে অক্ষম হয় তখন আপনি কি "জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হওয়ার" অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? কীভাবে আপনি বিষয়টির মোকাবিলা করেছেন? এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আপনি অন্য এক জন ব্যক্তিকে কীভাবে উপদেশ দিয়েছেন?

#৩২
পরিপক্ক বিশ্বাসীদের সুসজ্জিভূত করা

যারা খ্রীষ্টিয় আত্মিক বৃদ্ধি র তৃতীয় স্তরে আছে তাদের প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি প্রথম দুটি স্তরের প্রশিক্ষণের থেকে অর্থপূর্ণভাবে ভিন্ন।

প্রথম দুটি স্তরে বিশ্বাসীদের এই স্তরগুলির মধ্যে যেতে সাহায্য করার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল। ১যোহন ২:১২-১৪ পদ অনুসারে, আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতার মধ্যে চতুর্থ কোনও স্তর নেই। এই তথ্যটি আমাদেরকে এই স্তরে বৃদ্ধি র প্রতি আমাদের আবেদনের পথটিকে পরিবর্তিত করে। সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে থাকার সময় একজন বিশ্বাস সেই লক্ষ্যগুলির উপর মনোযোগ দেয় যা তাকে পরবর্তী স্তরে যেতে সক্ষম করে, তৃতীয় স্তরে থাকা এক জন বিশ্বাসী ঐ স্তরের মধ্যে আত্মিক উন্নয় চলার জন্য সেই লক্ষ্যগুলি আরোপিত করে ।

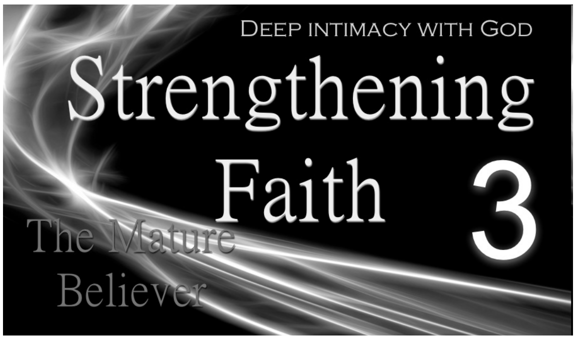

এই স্তরে কিছু বিপদ আছে। আমরা এক জন প্রাচীনের বিষয় চিন্তা করতে পারি যিনি তাঁর মণ্ডলীতে কুড়ি অথবা তার থেকেও বেশী বছর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছেন এবং তাঁর আত্মিক বৃদ্ধি র মধ্যে তিনি আত্মিকভাবে 'আঁটকে' গেছেন। অথবা এক জন বিশ্বাসীর বিষয় বিবেচনা করুন যিনি বিশ্বস্ত থাকা মানে গীর্জা ঘরে তিরিশ বছর ধরে একই সারিতে একই জায়গায় বসে থাকা মনে করেন। আর অবশ্যই, সেখানে ভীষণ শাসন থাকে যা কথা বলার পরিবর্তে শৈলে আঘাত করার জন্য মোশি লাভ করেছিলেন (গণনা ২০:১১-১২)।

খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র এই তৃতীয় স্তরে বৃদ্ধি র বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার দ্বারা এই সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে নিজেদের সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা এবং বৃদ্ধি লাভ করার বিভিন্ন উপায়গুলি আমরা যখন অনুসন্ধান করি বা চেষ্টা করি তখন আত্মিক উন্নতি অবিরত প্রকাশিত হতে থাকবে। এমনকি প্রাপ্ত বয়স্করাও তাদের পরিপক্কতা, জ্ঞান, সহমর্মিতা এবং খ্রীষ্টের পূর্ণতার মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করবে (ইফিষীয় ৪:১৩)।

যাইহোক, আমাদের সচেতন হতে হবে। যারা তাদের সমস্ত পথে আঁটকে গেছে, যারা মনে করে যে তারা বৃদ্ধি লাভ করেছে তাদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি অপেক্ষা এক জন নতুন বিশ্বাসীকে তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া অনেক সহজ।

আমাদের বৃদ্ধি বজায় রাখা

'বজায় রাখা' শব্দটি যদিও উন্নয়নের শব্দগুলির সঙ্গে মেলে না, তথাপি এই শব্দটি এক জন ব্যক্তির জীবনে নির্দিষ্ট কতগুলি আত্মিক শৃঙ্খলার বিষয়টিকে অবিরত প্রাধান্য দানের বিষয় উল্লেখ করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থনা, ঈশ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলোচনা যা বৃদ্ধি হতে পারে এবং যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ। যেমন ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়ন, এটি আরও গভীরভাবে চলতে থাকা প্রয়োজন।

কোথায় আমরা বিচলিত হওয়ার জন্য প্রলোভিত হয়েছি, না শীতল না উষ্ণ হওয়ার মধ্যে পিছলিয়ে গেছি অথবা অবাধ্য হয়েছি, এই জায়গাগুলিও আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাকে পুনরায় বিকশিত করার জায়গা হিসাবে কাজ করে। যারা এই তৃতীয় স্তরে আছেন তাদের প্রভু বার বার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার জীবনে কী অথবা কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ?" আমাদের উত্তর গুলি প্রকাশ করবে আমরা আমাদের সমস্ত মন, প্রাণ এবং হৃদয় দিয়ে তাঁর অন্বেষণ করছি কি না।

অল্প কিছু সংখ্যক রাজা ছিলেন যারা তাদের পরিচর্যা কাজের প্রথম দিকে ভালোভাবে কাজ করেছিলেন কিন্তু পরে তারা অহঙ্কারী এবং প্রতিমাপূজকে পরিণত হয়েছিলেন। এই বিপদগুলিও আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সত্যতা প্রমাণের সুযোগ, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং সঠিক পথে থাকুন। আমরা যে পরিমাণ বৃদ্ধি র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা 'ধরে থাকার' বিষয় অথবা তা রক্ষা বা বজায় রাখার বিষয় আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে এমন অনেক পদ আছে:

"আইস, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত" (ইব্রীয় ১০:২৩)।

"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা যে সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধরিয়া রাখ" (২ থিষলনীকীয় ২:১৫)

"সর্ব্ব বিষয়ের পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ..." (১ থিষলনীকীয় ৫:২০-২১)।

"আমি শীঘ্র আসিতেছি; তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, যেন কেহ তোমার মুকুট অপহরণ না করে" (প্রকাশিত বাক্য ৩:১১)।

প্রভুর জন্য ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ অন্তর রক্ষা করার বিষয়ে পরিপক্ক বিশ্বাসীদের সতর্ক থাকতে হবে। এটি কঠিন। তাকে অনেক সময় নিরাশা, প্রাচুর্যতা, সন্দেহ, ক্ষমতা, বিষণ্ণতা, যশ, তিক্ততা, অনুশোচনা, দুঃখভোগ, এবং সম্ভবতঃ শারীরিক নির্যাতনেরও সম্মুখীন হতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয় এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যখন আমাদের পুরাতন সত্যগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় এবং পুনরায় ঈশ্বরের পথগুলি অনুসরণ না করার বিষয় আমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি।

আত্মিক জীবন সম্পর্কে বড় বিষয়টি হচ্ছে যে বৃদ্ধির বিষয়ে সম্ভাবনার কোনও শেষ নেই। পৌল এই বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশু কর্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টায় দৌড়িতেছি। (ফিলিপীয় ৩:১২)।

পৌল উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর আত্মিক উন্নতি এবং অবশিষ্ট জীবন কেবল তাঁর নিজের জন্য নয় কিন্তু অন্যদের জন্য যেন তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদিত হয় (ফিলিপীয় ১:২২-২৪)। তিনি চান প্রভু তাঁর জন্য যে বিষয়গুলি পরিকল্পনা করেছেন সেই সমস্ত ছোট এবং বড় বিষয়গুলি যেন তিনি লাভ করতে পারেন।

তৃতীয় স্তরটির একীকরণ

১ যোহন ২:১২-১৪ পদে তিনটি স্তরের প্রত্যেকটির জন্য আমরা যখন যোহনের সনির্বন্ধ অনুরোধগুলি নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা আরও অধিক স্পষ্টভাবে বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করতে শুরু করি যা আত্মিক বৃদ্ধির সেই স্তর চলাকালীন সঙঘটিত হয়। খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের এই তৃতীয় স্তরেও এটি সত্য। বাইরে থেকে দেখে এটি মনে হলেও আমরা কেবল ধর্মীয় ব্যক্তি হব না। আমরা খ্রীষ্টকে জানার আমাদের উদ্দেশ্যটিকে নবায়িত করবো এবং আমরা তাঁকে আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পন্ন করতে দেব।

আমরা যদি সতর্ক না হই তবে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব। সেবা কাজ একটি রুটীনে এবং শুষ্কতায় পরিণত হয় যদি আমরা নিজেদের প্রভুর উপস্থিতির মধ্যে মাঝে মাঝেই তরতাজা না হয়। লক্ষ করুন পৌল কীভাবে রোমের খ্রীষ্টানদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "যত্নে শিথিল হইও না, আত্মায় উত্তপ্ত হও, প্রভুর দাসত্ব কর" (রোমীয় ১২:১১)।

আমাদের জীবন যতই ব্যস্ত হোক না কেন অথবা আমাদের পরিস্থিতি যতই বেপরোয়া হোক না কেন, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই বিষয়গুলি চালিয়ে যাচ্ছি সেগুলি ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। যীশুই হচ্ছেন চূড়ান্ত উদাহরণ, যিনি গভীর অনুরাগ এবং সেবা কাজের মধ্যে সম্পর্কটি দেখিয়েছিলেন:

আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না (যোহন ১৫:৫)।

পদটির প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয় । আমরা যদি আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ পথে অবিরত ঈশ্বরের কাজ দেখতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণগুলি দেখে নিন

শয়তান কীভাবে কত চতুরতার সঙ্গে বিশ্বাসীদের প্রলোভিত করে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণের এই স্তরে আরও অধিক অন্তর্দৃষ্টি উন্নত করা প্রয়োজন, এর সঙ্গে প্রভুর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিকেও উৎসাহিত করতে হবে। এর থেকে আরও অধিক গভীর অনুরাগ এবং বিশ্বস্ততা আসে। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসীরা নিয়মিত আরাধনার সময় বজায় রাখতে সক্ষম হয় না। যার ফলে, তারা খ্রীষ্টের থেকে 'বিচ্ছিন্ন" হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না, তারা তালিকাহীনে পরিণত হয়। উত্তম প্রশিক্ষণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বজায় রাখতে সাহায্য করে:

- সর্বদা যথেষ্ট নীরব সময় বজায় রাখার প্রক্রিয়া
- একটি ব্যবধানের পর উত্তম নীরব সময় পুনরুদ্ধার করার উপায়
- কঠিন অনুচ্ছেদগুলি থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পথ
- পবিত্র শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের রব শ্রবণ করার উপায়গুলি

প্রতিনিধিস্থানীয় মণ্ডলীতে অথবা সেমিনারী প্রশিক্ষণগুলিতে এই প্রক্রিয়াগুলির অধিকাংশই মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা হয় না। আমাদের প্রভু তাদের যে মহান প্রশিক্ষণ দিতে চান সেই প্রশিক্ষণ না দিয়ে, কীভাবে বিষয়টি করতে হবে তা না জানার জন্য আমরা লোকদের দোষারোপ করি।

ফলপ্রসূতার সমগ্র দিকটির উপরেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যীশু কেবল আমাদের কাছে ফল বহন করার বিষয়টি প্রত্যাশা করেননি কিন্তু সেই ফলগুলি যেন টিকে থাকে সেই বিষয়টিও তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন (যোহন ১৫:১৬)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তাদের ফলপ্রসূতার দ্বারা আমাদের পরিচর্যাগুলি পরিমাপ করি। এটি উত্তম, কিন্তু এই তৃতীয় স্তরে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন যে খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র এই প্রত্যেকটি স্তরে ফলপ্রসূতা সর্বদা দেখা যায় না, যেমন এক জন ব্যক্তি যখন কঠোর ক্লেশ সহ্য করে। যীশুর দুঃখভোগের থেকে ফলটি তাঁর পুনরুত্থানের পর স্পষ্ট হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয় ঐকান্তিক আগ্রহের উন্নতি বিধান করার জন্য এবং আমাদের সেবা কাজের জন্য সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য অনেক ভাল বই আছে। আমাদের যুগের এটি হচ্ছে একটি বড় আশীবর্বাদ যেখানে আমরা তাদের প্রশিক্ষণ, বই এবং বর্তমানে ভিডিও এবং অডিয়োর মাধ্যমে অন্য শক্তিশালী বিশ্বাসীদের সঙ্গে 'মিলিত' হতে পারি না। পড়ার জন্য, অধ্যয়ন করার জন্য আমাদের অসংখ্য বইয়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও গভীর ঘনিষ্ঠতার জন্য সক্রিয় হই, তখন আমরা দেখবো যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি সহজভাবে পরীক্ষিত হয় না অথবা তাদের উৎকর্ষতা পরিমাপ করা যায় না। নিঃসন্দেহে, বিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়গুলি অবহেলিত হওয়ার এটি একটি কারণ।

একটি ব্যবহারিক দৃষ্টিপাত

এই স্তরে পরামর্শ দানের বিষয়টি সব থেকে ভালোভাবে করা যায় যখন ছোট ছোট দলে অথবা এক জন এক জন করে মিলিত হয় যেখানে প্রত্যেকে খোলাখুলি ভাবে তাদের মনের কথা বলতে পারে। এমনকী এক জন বিশ্বাসী যখন অনেক পথ যাত্রা করেন তখনও তিনি সহজেই অন্য এক জনকে শিষ্য করতে পারেন, একটি মণ্ডলী যা করতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, এই তৃতীয় স্তরে, এক জন অথবা দুজন ভাইকে খুঁজে নিন (আপনি যদি বোন হন তবে এক জন বোনকে খুঁজে নিন) এবং একটি সাধারণ প্রয়োজন খুঁজে বের করুন। আমি মাঝে মাঝেই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করি কোন্ দিকে সেই ব্যক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে চান এবং আমি তাঁকে এটাও বলি যে অন্য আরেকটি দিকে আমি কীভাবে তাঁকে বৃদ্ধি লাভ করতে দেখতে চাই (যেমন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা, একটি বাইবেলের একটি বই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা, ইত্যাদি)। সময়টাকে প্রার্থনা, বাক্যের সহভাগিতা এবং দুটি দিক নিয়ে আলোচনার মধ্যে ভেঙ্গে নিতে হবে। একজন ব্যক্তি যে কোনও স্থানে এবং যে কোনও সময় মিলিত হতে পারেন!

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, এই উন্নয়নের বিষয়টির উপর আরও অধিক বিষয় প্রকাশ করবো এবং প্রচলিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীগুলির মতো অপ্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে কোনও ডিগ্রী নেই (কিন্তু কোনও শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও নেই) সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এর অর্থ কি সেই বিষয়টি নিয়েও আমরা আলোচনা করবো।

পাঠ

এই তৃতীয় আত্মিক বৃদ্ধি র স্তরটি আগের একটি স্তরের থেকে ভিন্ন কারণ এর লক্ষ্য হচ্ছে এই স্তরের মধ্যে থেকে সমৃদ্ধ হওয়া, কেবল এর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা নয়।

- যে কোন প্রদত্ত স্তরে ঈশ্বর আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে কী করছেন তার ওপর গভীর বিবেচনা করার দ্বারা আমরা আমাদের বৃদ্ধির পথে যে বিপদগুলি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করে সেই বিপদগুলিকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি।
- ঈশ্বর তাদের জন্য যে সমস্ত কাজের পূর্বপরিকল্পনা করেছেন সেই কাজগুলি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষক প্রত্যেক বিশ্বাসীকে সুসজ্জিভূত করেন, তারা এটি মনে রাখেন যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই তারা এই কাজগুলি করতে পারবে।
- উন্নয়নের এই তৃতীয় দিকটিতে বৃদ্ধি লাভ করতে প্রস্তুত করার জন্য খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণকে আরও অধিক কিছু করতে হবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ফিলিপীয় ৩:১২

প্রদত্ত কাজ

- খ্রীষ্টিয় জীবনের তিনটি জীবনকাহিনী লিখুন (আপনার এবং অন্যদের)যা আপনাকে আপনার আত্মিক বৃদ্ধি তে সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করেছিল তা ব্যাখ্যা করুন।
- আপনি কি কখনও ক্লান্তির, শুকিয়ে যাওয়া বিশ্বাসের সম্মুখীন হয়েছিলেন ? একটি পরিস্থিতির বিষয় উল্লেখ করুন এবং কীভাবে এটি এসেছিল সেই বিষয়টি প্রতিফলিত করুন। কীভাবে এই সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল ?
- আপনি কি পরিপক্কতার তৃতীয় স্তরে আছেন ? ব্যাখ্যা করুনত।
- একটি আন্দোলনকারী বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য আপনার বহত্তম চ্যালেঞ্জগুলি কী কী ?
- আত্মিক উন্নয়নের তৃতীয় স্তরে আপনি কি কখনও কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ? সেই পরামর্শটি কীরূপ ছিল ?

জীবনের উৎস এবং প্রশি(ণ

৩৩ থেকে ৪০ অধ্যায়

#৩৩
প্রধান উদ্দেশ্য

জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটিতে বিশ্বাসীদের জীবনে প্রভুর কী কী উদ্দেশ্য আছে এবং বিভিন্ন বিন্যাসে, ঈশ্বরের শক্তির প্রবাহকে কীভাবে আরও গভীর করা যাবে, কীভাবে ঈশ্বরের লোকদের জীবন রূপান্তরণের বিষয়টিকে অনুপ্রাণিত করতে হবে সেই বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঈশ্বর ঐ বৃদ্ধি আনার চেষ্টা করছেন। আমরা যখন অজ্ঞতা অথবা সজ্ঞানে তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যগুলির বিরোধীতা করি, অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি ঘন স্তরের মধ্যে এটি অবজ্ঞা করি, তখন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা মাঝে মাঝে ঈশ্বরের এই বিশেষ জীবন-পরিবর্তনকারী কাজ হয়। কিন্তু আমরা যখন নিজেদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যগুলিকে যত্নপূর্বক বিবেচনার দ্বারা আপোপিত করি, তখন আমরা তাঁর শক্তিকে অবিরাম কাজ করতে দেখি।

প্রত্যেক স্কুল, মণ্ডলী, পরিবার এবং ব্যক্তির ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলির আলোয় এর নিজস্ব পরিস্থিতিগুলি পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বিন্যাস করে নেওয়া প্রয়োজন। উত্তম মূল্য নির্ধারণ এই ধরণের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমান আকাঙক্ষাগুলিকে অবশ্যই বিবেচনা করে, এর সঙ্গে সাম্প্রতিক কর্মসূচী এবং প্রকল্পগুলির উপর ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ না করার পরিণতিগুলি সম্পর্কেও বিবেচনা করে।

অধিকাংশ মণ্ডলী এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয় প্রতিষ্ঠানগুলি মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও, তাদের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান ছিনতাই হয়েছে অথবা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাহলে সেগুলি যে দ্রাক্ষালতা থেকে ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইনি সেই বিষয়ে কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে (যোহন ১৫:১-৬)? অনেকে মহান লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিল কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ঈশ্বর কী করার চেষ্টা করেন সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করার পরিবর্তে অন্যরা কী প্রত্যাশা করে সেই বিষয়টির উপর যখন আলোকপাত করা হয় তখন প্রায়ই এই প্রবণতা দেখা যায়।

আমাদের কত জন গ্রাজুয়েট আছেন অথবা কতদিন আমরা বেঁচে আছি তার উপর ঈশ্বর আমাদের মূল্যায়ন করেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের লোকদের রূপান্তরিত হওয়া এবং অন্যদের পরিবর্তন করতে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে প্রস্তুত আছেন কি না তার উপর তিনি আমাদের মূল্যায়ন করেন? সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন, "আমার মতো হওয়ার জন্য এবং অন্যদের সেবা করার জন্য ইচ্ছুক হতে আমার লোকদের তুমি কতটা সক্ষম করেছিলে?"

আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যগুলির নিরিখে শেষ ফলগুলি পরীক্ষা করে দেখি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা কয়েকটি বিষয় সম্পূর্ণ হতে দেখতে পাব। এটি উত্তম, কিন্তু আমরা যত অধিক আমরা আত্মিক উন্নয়নের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির ওপর আমাদের মনোযোগ এবং প্রধান প্রচেষ্টাগুলি গভীরভাবে প্রোথিত করবো ,তত অধিক আমরা কার্যকরীভাবে সুসজ্জিভূত হতে পারবো এবং অনেক বেশী ফলপ্রসূতা দেখতে পাব।

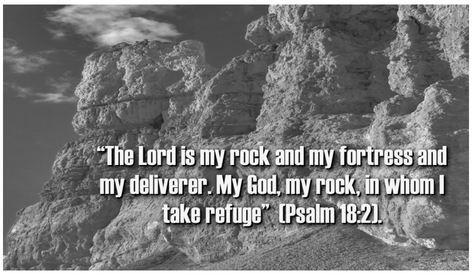

ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধতা দাবি করেন এবং এর জন্য তিনি কী কী চিন্তা করছেন সেই বিষয়গুলি অবিরত অনুসরণের চেষ্টা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর কেবল ধারণাগতভাবে পরিচিত হতে চান না, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চান। প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের উপর আস্থা লাভ করতে হবে। অবিরত চলতে থাকা, মাঝে মাঝেই পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমে এই আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পায় কঠিন সময়ে কীভাবে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে আসেন। দাউদ কীভাবে কথাগুলি বলেছিলেন শুনুন।

" হে সদাপ্রভু! মম বল! আমি তোমাতে অনুরক্ত। সদাপ্রভু মম শৈল, ও মম রক্ষাকর্তা, মম ঈশ্বর, মম দৃঢ় শৈল, আমি তাঁহার শরণাগত;মম ঢাল, মম ত্রাণশৃঙ্গ, মম উচ্চদুর্গ" (গীতসংহিতা ১৮:১-২)।

আমরা এখানে দাউদের ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিগত দৃঢ় আস্থার বিষয়টি দেখতে পাই। দাউদ ছিলেন এক জন বলবান যোদ্ধা এবং তিনি অত্যন্ত চতুর ছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের পশ্চাতে দাউদের অসংখ্য জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল যেখানে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পরাক্রম এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বর প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব উপায়ে একইভঅবে কাজ করতে চান। জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়।

এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমরা সচেতন হলেও, আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সঙ্গে এটিকে পরস্পর বিজড়িত করার বিষয়টি কঠিন হয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নয়নের বিষয়টি পরীক্ষা করা এবং পরিমাপ করা কঠিন। নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারী কঠিন নিয়ন্ত্রণকারী প্রক্রিয়াসহ আধুনিক জগৎ উন্নয়নের বিষয়টিকে আরও কঠিন করে দেয়। কেবল সরকারী সংস্থাগুলি নয়, কিন্তু আমাদের নিজস্ব মণ্ডলী অথবা বিভিন্ন স্বীকৃতি দানকারী

দলগুলি যারা আমাদের সাহায্য দান করার জন্য বিশেষজ্ঞ, তারা আমাদের যোগ্যতার বিষয়গুলি লাভ করে এবং বজায় রাখে। এটি সাধারণভাবে সহায়ক, কিন্তু একই সময়, তারা ঈশ্বরের নীতিগুলির পরিবর্তে, তাদের নিজেদের নীতিগুলির দ্বারা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করার জন্য আমাদেরকে বাধ্য করে।

প্রভুর লক্ষ্যগুলি থেকে আমাদের লক্ষ্যগুলি যখন ভিন্ন হয় তখন আমরা পর্বতপ্রমাণ মানসিক চাপে পিষ্ট হই। তাঁর নীতিগত মানগুলি এবং প্রত্যাশাগুলি সত্যতা সমর্থন করার জন্য তিনি আমাদের উপর চাপ দেন। এটি এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার জন্য সহায়ক। আমরা যেন বিশেষ পরিচালনা এবং প্রজ্ঞার দ্বারা কোনও ভাবে প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়টি প্রভু চাইতে পারেন।

আমাদের বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণকে একীভূত করার জন্য জীবনের মর্ম আমাদের বিভিন্ন উপায় দিয়ে সাহায্য করে। কীভাবে এটি করতে হবে সেই বিষয়টি নিচে প্রদত্ত হল। উদ্দেশগুলি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, আমরা পেশাদার কলেজ স্তরের স্কুলগুলির পূর্ণ সময়ের পরিচর্যাকারীদের কাছে সুপারিশ করবো কিন্তু অন্য পরিস্থিতিগুলিতেও এর অনেকটাই প্রযোজ্য হবে। আপনি যখন প্রত্যেকটি পয়েন্ট পড়বেন তখন শুধু আপনার মণ্ডলী, জীবন, ইত্যাদি বিষয়গুলি মনে রাখবেন।

জীবনের মর্ম পুস্তকটির বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই আবেদনটির প্রাথমিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে প্রদত্ত হল যা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

○ মেধাগতভাবে উদ্দীপিত করা:

দুটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে যার একটি হচ্ছে জীবনের উৎস সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি জীবনের উন্নতি সম্পর্কে। উভয় উপমাই প্রাথমিক আত্মিক সত্যগুলির মহান চেতনা প্রদান করে। যত অধিক আমরা ঐ বিষয়গুলির উপর বিবেচনা করবো, তত অধিক আমরা অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব আত্মিক জীবনের অন্তর্দৃষ্টিগুলি লাভ করবো।

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, সমুদ্রের গভীর তলদেশ আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে, আমরা ভাবাম সেখানে জীবনের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখন আমরা জানি যে গভীর সমুদ্র তলদেশ জীবনে পরিপূর্ণ এবং এটি আমাদের উত্তেজনাপূর্ণ এক বিস্তৃত আবিষ্কারের নতুন ক্ষেত্র উপস্থাপন করে। এইভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পথগুলি অধ্যয়নের সমৃদ্ধি আমাদের ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষার এবং ঈশ্বরকে জানার জন্য আমাদেরকে ধ্যান, বিস্ময়বোধ এবং ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষা দান করে।

এটি বৌদ্ধ ধর্ম, অথবা কয়েকটি ঐতিহাসিক সময়ের বিষয় অধ্যয়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষে, তারা মানুষের বিকৃতি প্রতিফলিত করে, যখন জীবনের মর্ম আমাদের জীবনের উৎসের কাছে আনে, যা হচ্ছে উত্তম, সঠিক, সাফল্য দানকারী, যা আমাদের মধ্যে বাসকারী খ্রীষ্টকেন্দ্রীক জীবন লাভ করতে আমাদের সক্ষম করে (১ যোহন ৫:২০)।

○ সহজেই মূল্যায়ন করা যায়

সততার সঙ্গে বলা যায় যে, উন্নয়ন চক্রের নির্দিষ্ট কিছু অংশ পরিমাপ করা কঠিন, কিন্তু যারা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে আছে তাদের চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ন করা অনেক বেশী সহজ। এই কথা বলার মাধ্যমে, আমরা আপনাদের সংখ্যা এবং ডিগ্রীগুলির ওপর আলোকপাতকারী স্বীকৃতি দানকারী সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়ার সুপারিশ করছি না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তনের বিষয়টি সুপারিশ করছি।

পরিবর্তে আমরা একটি সমযোপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উৎপন্ন করার মধ্যে আমাদের পরিচালিত করার উদ্দেশে এই পরিমাপগুলি ব্যবহার কর।

○ ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত করা

স্কুল এবং ক্লাসগুলি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রচণ্ড চাপের জন্য আত্মিক বিষয়গুলি লালন পালন করার জন্য খুব কমই অবসর থাকে। বাগানের মাটি যখন খুবই চাপা অবস্থায় থাকে, তখন গাছের মূল বিস্তারকারী প্রক্রিয়াটির প্রসরিত হওয়া খুবই কঠিন হয়। যার ফলে, সেখানে বৃদ্ধি খুবই কম হয়। শিক্ষার্থীদের মতে এমনকী সব থেকে উত্তম সেমিনারীগুলিতেও একই সমস্যা আছে।

প্রফেসর এবং শিক্ষার্থী, উভয়েই সেমিস্টারের মেধাসংক্রান্ত কাজের দাবিতে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। তাদের নিজেদের আত্মিক জীবনের জন্য তাদের কাছে মূল্যবান খুব কমই সময় থাকে। এর বিপরীত দিকটাও সত্য। ফোকাস যখন মেধাগত উদ্দিপনার দ্বারা ঘুরে যেতে পারে, প্রত্যেকটি বিষয় তখন আরও অর্থপূর্ণ এবং ব্যক্তিগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যায়।

○ ক্ষমতা প্রদান করা এবং সক্রিয় করা

আমাদের সমস্ত শেখার বিষয়গুলিকে প্রধান, ব্যাখ্যামূলক ফ্রেমের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের কেবল জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন নেই যা তাদের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া জীবন লালন পালন করার প্রয়োজন আছে। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের সঙ্গে যত ভালোভাবে তাদের শেখার বিষয়গুলির সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে তত অধিক তারা বলতে পারবে যে তারা প্রকৃতরূপে শিখেছে। পাঠক্রমের জ্ঞান কেবল ভালোভাবে বুঝলেই হবে না, কিন্তু সেই জ্ঞানকে তাদের অভ্যন্তরীণ করতে হবে, অর্থাৎ কীভাবে সেই শিক্ষাকে তারা জীবনে এবং পরিচর্যা কাজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করবে তা জানতে হবে।

তারা যদি তাদের মেধাগত এবং ব্যবহারিক অধ্যয়নগুলিকে যুগপৎভাবে জীবনের মর্ম ধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করে, তাহলে এটি ঈশ্বর তাদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে কী করছেন সেই বিষয়টির উপর এটি কী স্থান বহন করে তা তারা নিয়মিত গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। পাঠক্রমটি ক্রমশঃ অধিকরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং উপায়গুলির সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধতায় পরিণত হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের উৎসাহিত করে এবং ক্ষমতা প্রদান করে।

○ ঈশ্বর কেন্দ্রীক এবং আত্মার-সহযোগিতা

শিক্ষার্থীদের অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু ঈশ্‌তত্ত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পর্কে অধ্যয়নটি, ঈশ্বরকে জানার বিষয়টিকে প্রতিস্থাপিত করে, যা সব থেকে বড় হোঁচট খাওয়ার প্রস্তর। আমরা যখন ঈশ্বরের গৌরব এবং উদ্দেশ্যের বিষয় সঠিক মনোযোগ দিই, তখন অন্য বিষয়গুলি পতিত হতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে উদ্দিপনাযুক্ত জীবনের এই প্রধান লক্ষ্যটি ছাড়া, অন্য লক্ষ্যগুলি বিহ্বলকারীভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হবে।

○ স্থায়ী ফল

আমাদের সমাজের রূপান্তর প্রয়োজন, কিন্তু এই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরের লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে আসে তার যে সমস্ত ডিগ্রী লাভ করেছেন তার থেকে আসে না। যখন পর্যাপ্ত সময় এবং আত্মিক রূপান্তরণের উপর সঠিক মনোযোগ দেওয়া হয় না, তখন অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি আর্তনাদ করে এবং ফলটি পূর্ণরূপে পরিপক্ক হওয়ার আগেই পড়ে যায়।

○ সতর্কভাবে পরীক্ষা করা

বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারীগুলিতে প্রশিক্ষণের সময় কী কী ঘটে সেই বিষয়গুলি আমরা কেবল পরীক্ষা করি না, কিন্তু পরবর্তী সময়গুলিকেও আমরা পরীক্ষা করি। শত্রু সর্বদা সক্রিয়, কিন্তু শত্রুর সমস্ত কৌশলগুলি থেকে সুরক্ষা করার জন্য প্রকৃত প্রশিক্ষণ সুদূর প্রসারী হয়।

যীশু বলেছিলেন উত্তম কার্যসকল - তাঁর কাজ, তাঁর সঙ্গে থাকার ফলে উত্তম কার্য উদ্ভূত হয় (যোহন ১৫:৫)। প্রয়োজনীয় দক্ষতা, চরিত্র এবং আত্মিক শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়ার দ্বারা, আমরা জীবনের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পথটিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারি, এইভাবে আমরা তাদের বাস্তব জগতের জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারি।

আমাদের যে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এই পরিবর্তনের বিষয়টি পৌল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। “কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন;এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই” (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

ভিন্ন শব্দগুলি ব্যবহৃত হলেও, আমরা যে ফলের বিষয় চেষ্টা করছি সেই ফলের গুণগত মানের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার বিষয় আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। উত্তম ফল হচ্ছে যারা ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি। সেগুলি এমন ভাবে একত্রে বদ্ধ যা বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

সারাংশ

উন্নয়নের স্পষ্ট পথ সহ আত্মিক বৃদ্ধি র উপর একটি বিশেষ জোরালো প্রকাশ হচ্ছে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুতির কঠিন বছরগুলি চলাকালীন বাইবেল সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয়।

জীবন রূপান্তরিতকরণের এই কর্মসূচীতে আমাদের লক্ষ্যগুলি হচ্ছে এর শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে সব থেকে বড় ফল উৎপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা। অন্যথা, এই জীবন অন্যদের জীবনের মধ্যে রোপিত হওয়ার পরিবর্তে ছেঁটে ফেলা হবে। খ্রীষ্টধর্ম অনেক ক্ষেত্রে কেবল আরেকটি দর্শন অথবা ধর্মে পরিণত হয়েছে, যা এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে আমাদের জীবন যাপন করতে হয় কিন্তু যার জন্য আমরা বাঁচি না। জীবনের মর্ম স্থলে ফিরে আসার বিষয়টি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে এবং তাঁর জীবন-পুনরুৎপাদনকারী ক্ষমতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

পাঠ

- তাঁর মানদণ্ড এবং প্রত্যাশাগুলির উপর মনোনিবেশ করার বিষয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করার দ্বারা আমাদের ভাল করার জন্য ঈশ্বর প্রভাব বিস্তার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
- জীবনের মর্মস্থলের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলি পাওয়া যা তা প্রাধান্যের বিষয়গুলি স্থির করার জন্য খুবই সমৃদ্ধ এবং যোগ্য।
- আমরা যখন ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত করার উপাদানগুলির জন্য দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা আবিষ্কার করি প্রশিক্ষণটি কীভাবে একটি উপায় যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের এবং অন্যদের তাঁর আরও কাছে নিয়ে আসেন, এর থেকে বিশেষ আর কিছুই হতে পারে না।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- গালাতীয় ৫:২২-২৩
- গীতসংহিতা ১৮:১-২

প্রদত্ত কাজ

○ আপনার কি জীবনের একটি লক্ষ্য আছে? লক্ষ্যটি কী? (যদি না থাকে, একটি লিখুন।) এই লক্ষ্যটি কি ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে এবং আরও অধিক ঘনিষ্ঠভাবে জানার সঙ্গে যুক্ত?

○ স্কুল অথবা মণ্ডলীর প্রধান লক্ষ্যগুলি কী কী যার সঙ্গে আপনিও যুক্ত? সতর্কভাবে সেগুলি পাঠ করুন। ঈশ্বরের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সেগুলি কীভাবে তুলনা করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

○ গীতসংহিতা ১৮ পাঠ করুন এবং দাউদ তাঁর জীবনে ঈশ্বরের কাজের দ্বারা কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষ করুন। ঈশ্বর আপনার কাছে 'মম বল', 'মম ঢাল,' অথবা 'মম..." পরিণত হয়েছেন এমন দুটি ঘটনার বিষয় বলুন।

#৩৪
অভ্যন্তরীণ কার্যসমূহ

আমাদের নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে আত্মিক রূপান্তরিতকরণ সম্পূর্ণ করার মহা ন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমরা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারি না। এই অধ্যায়ে আমরা এটি করার জন্য একটি বা একাধিক মডেল উল্লেখ করবো।

পৌল তাঁর লক্ষ্যটিকে "জীবনের বাক্য দৃঢ়রূপে ধরে থাকা" রূপে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছিলেন, অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত এবং আচরণগুলিকে সক্রিয়ভাবে শক্তিশালী এবং পরিচালিত করার জন্য খ্রীষ্টের বাক্যগুলিকে কাজ করতে দেওয়া।

> তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য্য কর, যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাহাদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোর্তিগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ, জীবনের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ;ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা করিবার হেতু পাইব যে, আমি বৃথা দৌড়ি নাই, বৃথা পরিশ্রমও করি নাই" (ফিলিপীয় ২:১৪-১৬)।

পৌল তাঁর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের আলোকে সর্বদা তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং কার্যগুলিকে নিয়মিত পরীক্ষা করতেন। বিদ্যালয়গুলি, মণ্ডলীগুলি, খ্রীষ্টিয় ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত খ্রীষ্টানদেরও একই ভাবে নিজেদের চিন্তাভাবনা এবং কাজগুলিকে নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ যদিও তারা তাদের নিজেদের আকার, ভাষা, রীতিনীতি এবং সময়ের দ্বারা বাহ্যিকভাবে রূপ পরিগ্রহণ করবে। এটি উত্তম। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে কোনও কিছুই ঈশ্বরের জীবন পথের সত্য তথ্যটিকে স্থানান্তরিত করতে পারবে না, যা আমাদের জীবনে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণ কর্মশক্তিতে এবং পূর্ণ প্রকাশে পৌঁছানোর জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে।

আমরা কীভাবে এই জীবনের মর্ম প্রক্রিয়াটিকে যথাযথ ভাবে আমাদের প্রশিক্ষণের মূল জায়গায় স্থাপন করবো তা জানার বিষয়টি আমাদের প্রধান সমস্যা। একটি বাগানে কাছাকাছি গাছ লাগালে তাদের বৃদ্ধি রুদ্ধ হবে। প্রয়োজনীয় জায়গার জন্য, আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকটি গাছের মধ্যে যথেষ্ট খালি জায়গা রাখার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি গাছ প্রয়োজনীয় আলো এবং বাতাস পায়। এর অর্থ হতে পারে অপেক্ষাকৃত কম গাছ লাগানো। স্থানের এই প্রাধান্যের বিষয়টি ঈশ্বরের উদ্দেশে এবং অন্যদের উদ্দেশে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কী হবে, পরিমাণগত বিষয় নাকি গুণগত বিষয়, সেই সম্পর্কে একটি বার্তায় পরিণত হতে পারে ।

'কী নয় কিন্তু কে'

আমাদের অবশ্যই এই উপলব্ধির মধ্যে আসতে হবে যে এটি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন যা আমাদের প্রশিক্ষণের মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া, ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণটি অসম্পূর্ণ থাকে।

সম্ভবতঃ আমরা কোনও একজন ব্যক্তির পরিবর্তনের বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করি না। আমরা দুটি সম্ভাব্য মডেল এখানে দেবার বিষয় আশা করি, যদিও আমরা প্রথমটিকে পছন্দ করি, অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক স্তরে।

আবার, আমরা যখন এখানে কথা বলঠি তখন আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটি খ্রীষ্টিয় স্কুলকে রেখেছি, কিন্তু এটি প্রয়োজন মতো আপনার মণ্ডলীতে, প্যারাচার্চ সংস্থায় অথবা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করুন। পছন্দ করার দুটি বিষয় আছে:

(১) অন্যান্য একাধিক আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে একটি পৃথক উন্নয়ন কর্মসূচী হিসাবে জীবনে মর্ম প্রশিক্ষণটিকেও রাখুন।

(২) আত্মিক রূপান্তরিতকরণ প্রশিক্ষণটিকে একটি চালু কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ণ রূপ দান করুন।

প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে। আমি প্রথমে ব্যাখ্যা করতে চাই। আমরা যখন প্রথমটি বুঝতে পারবো তখন অন্যটি আরও অধিক স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করতে পারবো। মণ্ডলীতে এবং অন্যত্র জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটির কেমন দেখতে হতে পারে সেই বিষয়ে এটি আরও ভাল স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

এর নিজস্ব পরিচিতিসহ পৃথক রাখুন

এর লক্ষ্যগুলিকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করার জন্য, অন্য প্রশিক্ষণ/পাঠক্রমগুলির সঙ্গে এর সংযোগকে প্রকাশ করার জন্য এবং এর সুরক্ষা এবং উন্নয়নের বিষয়গুলিকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটির নিজস্ব পরিচিতি বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এর শঙ্খবৃত্তাকার উর্দ্ধ মুখী হওয়া (spiral) গঠনটি আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য ঈশ্বরের উন্নয়ন প্রকল্পের উন্নয়ড় এবং সমন্বয় সাধনকারী প্রচেষ্টাগুলিকে জোরালো ভাবে প্রকাশ করে।

এটি এক এবং লক্ষ্যও একটি, ঠিক যেমন জীবন একটি। প্রত্যেকটি বিষয় (এর নিজস্ব প্রকল্পের মধ্যে) পূর্ণাকারে গঠিত। এটি আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজতর ভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

জীবনের প্রধান লক্ষ্যটির সঙ্গে প্রত্যেকটি পাঠক্রম অথবা কর্মসূচী অবশ্যই মানানসই হতে হবে। এক জন যখন বিভিন্ন কার্যকলাপগুলি অথবা ক্লাসগুলি মূল্যায়ন করে, তখন তাকে অবশ্যই এর প্রধান লক্ষ্যগুলির কাছে ফিরে আসতে হবে।

আত্মিক ফোকাসের বা বিশেষ মনোযোগ দানের বিষয়টিকে পৃথক রাখার দ্বারা, আমরা কী দেখতে চাই সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে এটি সাহায্য করে, এর সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের প্রত্যেকটি স্তর কীরকম দেখতে হবে সেই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বুঝতে এটি আমাদের সাহায্য করে। ধরুণ, আমরা এই বিষয়টিকে তিন বছরের প্রশিক্ষণ স্কুলের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করছি। নিম্নলিখিত তালিকার প্রত্যেকটি বিষয় যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

এর বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও, শেষ লক্ষ্যটি কখনও অন্যরূপ হবে না। আমরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসীর পূর্ণ বিকাশ দেখতে চাই যাতে খ্রীষ্টের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে সে একটি হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য পূর্ণরূপে কাজগুলি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

যারা তাদের সমস্ত আগ্রহ এবং সামর্থ্য দিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই এই উচ্চ চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলিকে অস্বীকার করা কঠিন হবে, কিন্তু উন্নতি ঘটার বিষয়টি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনটি স্তরের লক্ষ্যগুলি সহ বড় দৃষ্টিভঙ্গিটি যুক্ত করার দ্বারা, অন্যদের এবং নিজেদের আশ্বস্ত করার বিষয়টির কয়েকটি উপায় আছে যে প্রত্যাশিত আত্মিক রূপান্তরণ ঘটছে।

যেখান থেকে শুরু করবেন

প্রত্যেক শিক্ষার্থী (মণ্ডলীগতভাবে চিন্তা করলে এক জন সদস্য) যেখান থেকে শুরু করবেন তার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রায়ই একটি প্রবেশকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে যার দ্বারা এক জন ব্যক্তির বাইবেল জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা হয়। যদিও এগুলির জন্য তাদের একটি স্থান আছে, আমাদের এক জন ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের উপর প্রাথমিকভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট কিছু বিচারের মান বা নীতি ব্যবহার করার দ্বারা, আমরা শিক্ষার্থীটিকে বৃদ্ধি র পরিপ্রেক্ষিতে সে এখন কোথায় অবস্থান করছে এবং তার আরও বৃদ্ধি র সুযোগগুলি কোথায় কোথায় আছে তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য পরীক্ষা করতে পারি অথবা আলোচনা করতে পারি।

এক জন ব্যক্তির বুদ্ধিদীপ্ত বিচারশক্তিসম্পন্ন এক জন ব্যক্তির মতো একই রকমের আত্মিক পরিপক্কতা থাকার বিষয়টি অপরিহার্য নয়। যীশু ফরীশীদের তাদের জ্ঞানের অভাবের জন্য সমালোচনা করেননি। বাইবেলের প্রতি তাদের গ্রহণযোগ্য সান্নিধ্য ছিল (সদ্দূকীদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে), কিন্তু আত্মিক ভাবে মৃত থাকার কারণে এবং বাহ্যিকতার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে, তারা তাদের জীবনে পবিত্র শাস্ত্রকে সঠিকভাবে দেখতে পায়নি এবং প্রয়োগ করতে পারেনি।

আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এক জন ব্যক্তি কোথায় অবস্থান করছেন তা মূল্যায়ন করা; আমাদের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি কোথায় যাবেন সেই বিষয় প্রাক্দর্শন তৈরী করা, এবং আমাদের তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করা।

আগে থেকেই এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করার দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করার দ্বারা, আমরা শিক্ষার্থীদেরর (অথবা আমাদের মণ্ডলীর সদস্যদের) সঠিক পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারি।

এই ধরণের আশার বীজ বপন করার বিষয়টি দেখায় যে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল বাইবেল অথবা সাধারণ জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভের বিষয় প্রত্যাশা করি না, কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের আত্মিক জীবনের বৃদ্ধি র বিষয় প্রত্যাশা করি। তাদের প্রত্যাশা এবং ফোকাস বা মূল উদ্দেশ্যের বিষয়টি গড়ে তুলতে সাহায্য করাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর একটি শ্রেণীগত মানচিত্র প্রদান করা আমাদের লক্ষ্য নয়। ঠিক এইভাবে বাস্তব জীবন কাজ করে না। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ভিন্ন শুরু করার জায়গা আছে। আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিকে বৃদ্ধি দেখতে চাই। এই সাধারণ বিষয়গুলি আমাদেরকে এই সত্যগুলি শিক্ষা দিতে এবং অন্যদের কাছে তাদের সংযোগ করিয়ে দিতে সাহায্য করে।

সম্ভবতঃ, কয়েক জনের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় আছে। একই সমস্যাসহ তাদের অন্যদের থেকে ভিন্ন পরিস্থিতি এবং সূচনা থাকবে। তথাপি, তাদরে সমাধানের বিষয়টিও একই রকমের হয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় গ্রহণ করার দ্বারা, তারা এই বিষয়টিকে এমন একটি বিষয় হিসাবে তাদের মনের উপর ফোকাস করতে শুরু করবে যা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে এবং যা তারা প্রকাশ করতে পারবে।

ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দানের বিষয়টি মূল ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু ক্লাসগুলি অথবা বিশেষ সেমিনারগুলিও একটি অংশ পালন করতে পারে। সম্ভবতঃ, আত্মিকভাবে পরিপক্ক বিশ্বাসীদের দিয়ে নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দান করার দ্বারা আমরা অধিক আত্মিক পরিপক্কদের প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টিকে উন্নত করতে পারি।

যাদের প্রভুকে জানে না বলে মনে হবে তাদের জন্য বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। আমরা মণ্ডলীগুলিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে এটি করি। স্কুলগুলিও তাদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচক্ষণতার সঙ্গে এটি করে থাকে। অবিশ্বাসীদের মধ্যে জীবন না থাকায় তাদের বৃদ্ধি অসম্ভব। বিশ্বাসীদের মধ্যে জীবনের চিহ্নগুলি দেখা কঠিন হলেও, তাদরে মধ্যে জীবন থাকে এবং তারা যদি বৃদ্ধি চায় তবে আমরা তাদের উন্নয়নের বিষয় অনেক বেশী আশা করতে পারি।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যগুলির বিষয় স্পষ্টরূপে আলোচনা করার দ্বারা, স্কুলের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে তারা যদি একাত্ম না হতে পারে তবে তারা নিজেদের এর অন্তর্ভুক্ত করবে না।[১৩] (এর নিহিত অর্থটি হচ্ছে যে আমাদের লক্ষ্যগুলিকে এবং পদ্ধতিগুলিকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করতে হবে।) আগ্রহহীন শিক্ষার্থীদের বহির্ভূত করার দ্বারা আমরা স্কুলের জন্য বৃহত্তর একীভূত ফোকাস গড়ে তুলতে সক্ষম হই।

বিশেষ লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত করা

আত্মিক যাত্রা পথে শিক্ষার্থীরা কোথায় আছে সেই বিষয়টির উপর নির্ভর করে, আত্মিক উন্নয়নে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ চিহ্নিত করণে সাহায্য করতে আমাদের যত্নপূর্বক কাজ করা প্রয়োজন।

ক্লাসগুলি (নতুন অথবা পুনরায় নতুন করে পরিকল্পিত) এই প্রশিক্ষণের কয়েকটি বিষয়কে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের জীবন সম্পর্কে এই ভাবে চিন্তা করে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রায়োজন। কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা দেখার চ্যালেঞ্জসহ তাদের 'জীবন প্রকল্প' অথবা অধ্যয়নের কাজের ভার দেওয়ার দ্বারা এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। কয়েকটি প্রদত্ত কাজ মান অনুযায়ী নাও হতে পারে কিন্তু তা একটি মানকে অতিক্রম করার জন্য অথবা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেকটি স্তরে, শিক্ষার্থী/ শিষ্য অনেক কিছু শিখতে থাকে। এখন আমি একটি দিকের উপর আলোচনা করবো।

একটি আত্মিক শৃঙ্খলার অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন দারুণভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির জন্য নীরব হওয়া প্রয়োজন এবং ঈশ্বর কী বলছেন তা শোনা প্রয়োজন (এমন কি পরচর্যা কাজে, পরিবার অথবা ক্লাসগুলি চলাকালীন অথবা কয়েকটি ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়ে ব্যস্ত থাকার সময়েও !)। আত্মিক উন্নয়নের প্রত্যেকটি স্তরে এটি বিভিন্ন বিষয়গুলি গ্রহণ করে।

(১) নতুন বিশ্বাসী তার পিতার রব শ্রবণ করতে শেখে। চেতনা এবং অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে নতুন বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার কাজের বিষয় সচেতন হতে শুরু করে।

(২) যুবক বিশ্বাসীরা পাপাত্মার কথাগুলি এবং আত্মার কথাগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখে। এটি হচ্ছে প্রলোভনগুলির পশ্চাতে ওত পেতে থাকা সংগ্রাম। ঈশ্বরের কথাগুলি কীভাবে সঠিকভাবে উত্তর দিতে হবে তা তারা শিখবে এবং নিজেদের রক্ষা করতে এবং প্রলোভনগুলির সঙ্গে লড়াই করতে তারা শিখবে।

(২) পরিপক্ক বিশ্বাসীরা যা বলা হয়েছে সেই ভাবে আরও উন্নতি করে, কিন্তু তারা আরাধনার সময়কে সমৃদ্ধ করার উপর, প্রশিক্ষণ লাভের উপর, পরিচালিত হওয়ার উপর, এবং ঈশ্বর কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার উপর বিশেষ মনোযোগ আরোপ করে, তার জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বর যে ফল বহন করাতে চান সেই উপায়গুলির প্রতি সমস্ত বিষয়গুলি ব্যবহৃত সক্ষম হয়।

এই তিনটি অংশে বিভক্ত উন্নয়নের অসংখ্য বিষয় আছে, কিন্তু এক জন বিশ্বাসী হিসাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে এক জন বিশ্বাসী বৃদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে।

ঐ লক্ষ্যগুলি এবং বিষয়গুলিকেনিখুঁত সুরে বাঁধতে হবে।

এক জন ব্যক্তি কত দ্রুত আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে তার উপর এক জন ব্যক্তির মানসিক এবং শারীরিক পরিপক্কতা গঠিত হয়। যারা তাদের চারিদিকে অন্যদের বৃদ্ধি লাভ করতে দেখে তাদের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি র প্রবণতা দেখা যায়।

বিবাহ করতে যাচ্ছে এমন দম্পতিদের নিয়ে কাজ করার বিষয়টি হচ্ছে তাদের বিবাহের জন্য একটি উত্তম ভিত্তি স্থাপন করার জন্য একটি দারুণ সুযোগ। অন্য নতুন দম্পতিদের বিবাহ সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষিত করার জন্যেও এটি একটি চমৎকার সময়, যা তাদের প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলির শেষে যোগ করা যেতে পারে যদি তারা আগ্রহী হয়।

সুতরাং আসুন আমাদের আগেকার উদাহরণগুলিতে ফিরে আসা যাক। একটি মহান বিবাহ গড়ে তোলার মধ্যে তাদের আগ্রহসহ ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করার কলাকৌশলটি সংযুক্ত করার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে এমন দম্পতিদের আমরা শিক্ষা দিতে পারি। কীভাবে ঈশ্বরের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে এবং কীভাবে ভাল স্বামী এবং স্ত্রী হওয়া যায় সেই বিষয়গুলি তাদের শিখতে আমরা সাহায্য করতে পারি।

---

13 Christian parents often want something better than their children themselves want. This will complicate matters somewhat, but
at least those attending will have extra motivation to be there.

অথবা যারা অবিবাহিত, তারা কীভাবে সঠিক স্ত্রী অথবা স্বামী খুঁজবেন, অথবা একাত্ম হওয়ার জন্য কী কী প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা থাকতে হবে সেই বিষয়টি শিখতে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। "কী কী ভাবে ঈশ্বর আমাকে এক জন উত্তম স্বামী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন?" অথবা এক জন কার্যকরী স্ত্রী হিসাবে, বিবাহের জন্য উত্তম পারস্পরিক বোঝাপড়ার নীতিগুলি কী কী তা উপলব্ধি করতে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। মোটের উপর আমরা তাদের ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, কারণ যত্নসহকারে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করার বিষয়টি এক মহান বিবাহের উদ্দেশে তাদের লক্ষ্য সম্পাদন করার জন্য অনেক বড় সাহায্য।

জীবনের উপর নির্ভরশীল এমন অনেক কিছু আমরা শিখি;অর্থাৎ, আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি থেকে অনেক কিছু শিখি। অবিবাহিত এক জন ব্যক্তিকে কীভাবে ভাল স্বামী হওয়া যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার মূল্য সীমিত হবে। সুতরাং আমাদের আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করার লক্ষ্যটি সংযুক্ত করা বিষয়টির ব্যবহারিকতা তাদেরকে আরও অধিক অনুপ্রাণিত করতে পারে।

ঈশ্বরীয় পরামর্শদাতাদের ভীষণ প্রয়োজন, তারা না থাকলে এই শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস লাভ করতে পারবে না। এবং তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে, যা ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হবে। এক জন শিক্ষক যদি অশ্লিল এবং নোংরা চলচ্চিত্রগুলি দেখা ভাল মনে করে, তাহলে আত্মিক ব্যভিচারের মধ্যে সে পতিত হবে- যদিও সে এই বিষয়ে খুব বেশী লিপ্ত নাও থাকে। একটি মহান বিবাহের সৌন্দর্যের জন্য শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস লাভ করবে না কিন্তু তারা একটি জাগতিক বিবাহ সম্পর্কে শিক্ষকের মানসিক ধারণার বিশ্বাস থেকে শিক্ষা লাভ করে।

এই জীবনের প্রবাহের মাধ্যমে কীভাবে এই নীতিগুলি সংক্ষেপে কাজ করতে পারে সেই বিষয়গুলি নিচে প্রদত্ত হল:

- যারা ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালোবাসে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের তৈরী করার জন্য ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা। তাদের জীবনের এই প্রত্যেকটি দিকে কীভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে তারা শিক্ষা লাভ করে।
- ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল সুন্দরভাবে বিবাহগুলি সৃষ্টি করা। তাহলে আমরা তাদের দেখাতে পারি কীভাবে আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা একটি মহান বিবাহের জন্য সমস্ত কিছু করতে পারে।

আমরা বিবাহের কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা দানে বিরত থাকি, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা একটি সুন্দর, ঈশ্বরীয় বিবাহের দর্শনটি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করি। আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের জীবনে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, ঈশ্বরের বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার উদ্দেশে এই বিষয়গুলি সংযুক্ত করার স্পষ্ট লক্ষ্যের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করুক।

জীবনের মর্মের পূর্ণরূপ

খ্রীষ্টিয় শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ প্রশিক্ষণের মধ্যে জীবনের মর্মের পূর্ণতার বিষয়টি আমরা অল্প সময়ের জন্য আলোচনা করবো। আশাপ্রদ বিষয়টি হচ্ছে যে প্রধান লক্ষ্য হিসাবে এই পরিণামস্বরূপ ঘটনাটি সংস্থার প্রত্যেকটি দিককে আরও অধিকভাবে পরিব্যপ্ত করতে পারে, কৌশলগুলি অপেক্ষা দর্শনটির সহভাগিতার উপর আমরা অধিক আলোকপাত করি। ঈশ্বরের রব শ্রবণ করা এবং বিবাহের জন্য প্রস্তুতির মতো বিশেষ ক্ষত্রগুলির মধ্যে এটি কীভাবে কাজ করতে পারে সেই বিষয় আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি, কিন্তু এ বিষয় আরও অধিক জানার আছে এবং এর জন্য অন্য সময় সংরক্ষিত করলে সব থেকে ভাল হবে।

এই দর্শনটি সঞ্চারিত করতে, আমাদের মণ্ডলীগুলি অথবা স্কুলগুলির মধ্যে ঐ দর্শনটির নিহিত অর্থগুলি আঁকড়িয়ে ধরতে, ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি আরোপিত করার চ্যালেঞ্জগুলি উপলব্ধি করতে, ঐ দর্শনটির পরিবর্তন এবং প্রকৃত প্রয়োগের প্রয়োজনের জন্য অন্যদের বুঝানোর বিষয়টির জন্য সময় লাগবে। আমাদের তারাতাড়ি করার প্রয়োজন নেই, আমাদের বর্তমান কর্মসূচী এবং আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে এই ধারণাগুলি নতুনভাবে ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বরের উপায়ের অন্বেষণ করার একটি প্রাধান্য হিসাবে আমাদের দাঁড়ানো প্রয়োজন। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানগুলির দৃঢ়-মানসিকতা সম্পন্ন কার্যনির্বাহী সমিতি আছে যারা তহবিল এবং পরিচালনার বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবর্তন করার বিষয়টি তখন আরও অধিক কঠিন হয়ে যায়। যেখানে আমরা শুরু করতে পারি সেখানে আমাদের শুরু করতে হবে এবং ঈশ্বরের পরিচালনার দ্বারা সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের যদি আরও অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, তবে আমাদের আরও অধিক করতে হবে। এক জন বিবেচকের মতো বলেছিলেন যে এক জন পুরাতন বিশ্বাসীকে পুনর্গঠিত করা অপেক্ষা এক জন নতুন বিশ্বাসীকে গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। । এটি খুবই সত্য।

প্রচার, সংযোগ, পরামর্শদানের পাঠক্রমগুলি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের অন্যান্য দিকগুলি দ্রত শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয় যখন অধ্যক্ষ এবং শিক্ষার্থীরা উভয়েই একই ভাবে জানে যে কীভাবে ঈশ্বর আরও ভালোভাবে শিক্ষা দানের জন্য এবং খ্রীষ্টের মতো হওয়ার জন্য জীবনের মর্ম ধারণাগুলি ব্যবহার করেন। শিক্ষার্থীরা যখন তাদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে তারা যা কিছু শিখেছে তার মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মাকেকাজ করতে দেখতে শুরু করে, তখন তারা আরও বেশী শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়।

কীভাবে পরিবর্তিত হতে হবে এবং সারমনটির মাধ্যমে কীভাবে হৃদয়কে পরিবর্তনের মধ্যে আনতে হবে সেই বিষয়ে ক্লাসগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রচার প্রকৃত সারমনের সময়ের উর্দ্ধে যাবে। ঈশ্বর এবং প্রার্থনা প্রশিক্ষণের অংশে পরিণত হবে। আমরা এখন জিজ্ঞাসা করছি:

- ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কী প্রচার করাতে চান?
- তিনি কী চান সেটি আমি কীভাবে জানতে পারবো?
- তাঁর আত্মার ক্ষমতার মধ্যে কীভাবে আমি প্রকৃতরূপে এই বিষয়গুলিকে অন্যদের কাছে তুলে ধরবো?
- প্রচারের মধ্যে প্রার্থনার স্থান কী?

নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে মণ্ডলী কেন বিকলাঙ্গ অথবা শক্তিশালী হয় সেই বিষয় সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণে যা যা প্রকাশিত হয়েছে সেই বিষয়গুলির প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় মণ্ডলীর ইতিহাস রূপান্তরিত হবে। এই অভিগমনটি আমাদেরকে আরও ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করে কীভাবে ঈশ্বরের সত্যগুলি কাজ করেছে অথবা করেনি, তার উপর মণ্ডলী ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং উপাসকমণ্ডলীর লোকদের অন্তর গঠিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে পুনর্গঠনের বিষয়টি অধ্যয়ন করার পরিবর্তে আমরা এখন যে বর্ণনা প্রসঙ্গের মধ্যে আছি সেই বিষয়টিকে বুঝতে হবে এবং সেই বর্ণনা প্রসঙ্গটি একই রকমের অথবা ভিন্ন রকমে কিনা তা আমাদের বুঝতে হবে। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো ঈশ্বর কী করতে চান এবং এর মধ্যে আমাদের ভূমিকা কী হবে।

জীবনের মর্ম যদি অন্যান্য শিক্ষাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে যায় তবে এটি আবার হারিয়ে যেতে পারে এবং কবরস্থ হতে পারে। অন্যান্য কণ্ঠস্বরগুলি মনোযোগের জন্য উচ্চ কলরব করবে, অথবা লোকদের প্রচলিত রীতিগুলি অধিগ্রহণ করবে। আমাদের স্কুল, মণ্ডলী অথবা পরিবারে এটি সমস্ত উপাদানগুলির সঙ্গে মিশে পূর্ণরূপে পরিণত হোক অথবা একটি স্বতন্ত্র পথ ধরে থাকুক না কেন, আমরা সেই অধ্যয়নগুলি অনুশীলন করার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব যার লক্ষ্য হবে আত্মিক রূপান্তরণ। নিম্নলিখিত অনুশীলনীগুলিতে আমরা আপনার প্রধান লক্ষ্যগুলি লেখার আরেকটি সুযোগ দেব।

জীবনের মর্ম কর্মসূচীটি অন্যান্য অধ্যয়নগুলির সঙ্গে মিশে যাক অথবা না মিশে যাক, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্লাসগুলিকে কোনও না কোনও ভাবে পুনরায় নতুন করে তৈরী করার পদক্ষেপের মধ্যে রাখতে হবে।

স্কুল, ঘর এবং মণ্ডলীগুলির মধ্যে কীভাবে ঈশ্বরীয় প্রশিক্ষণকে পুনরুদ্ধার করতে হবে সেই বিষয় এই বইটি কেবল একটি ভূমিকা হবে, প্রথমে ঈশ্বরের আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে দিতে হবে, তারপর বিভিন্ন দৃশ্যবিবরণীগুলি উপস্থাপন করতে হবে যেখানে ঈশ্বর আপনাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে চালিত করতে পারেন। আমরা দর্শনটি প্রকাশ করি এবং শিক্ষকরা, মণ্ডলীর সদস্যরা কোথায় যেতে পারেন এবং ঈশ্বরে তাদের কোথায় থাকা উচিত সেই বিষয়টি তাদের বুঝানোর জন্য আমরা অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাঁর সত্যের ক্ষমতা লাভ করার সুযোগ থেকে ঈশ্বরের লোকদের কত প্রজন্ম ঠকে আসছে। এই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রীষ্টের পূর্ণ দেহ গড়ে তোলা যাতে তারা নিষ্কলঙ্ক বিবাহের কন্যা হিসাবে খ্রীষ্টের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা করতে পারে। আমাদের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারা, আমরা বিশ্বাসে, ধাপে ধাপে, ঐ লক্ষ্যের আরও নিকটবর্তী হতে পারি।

আমরা যখন জীবনের মর্মটিকে চিহ্নিত করতে পারি এবং এক জন ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে এটি কীরকম দেখতে হবে সেই বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারি, তখন আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটি প্রয়োগ করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের সম্ভাবনাগুলি আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাসহ একত্রিত হয়। এর জন্যেই আমরা মনোনীত এবং পরিকল্পিত হয়েছিলাম। আসুন আমরা এটি গ্রহণ করি এবং দেখুন এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের স্বরূপতায় পৌঁছাতে ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সাহায্য করবেন।

দুটি সাধারণ আবেদন

প্রধান পাঠক্রম থেকে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটিকে পৃথক করে রাখার দ্বারা, এটি আমাদের ছোট করে শুরু করতে, কম আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করতে, ধীরে ধীরে দর্শনটিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে, ঈশ্বরীয় পরামর্শদাতাদের উত্থান প্রসারিত করতে (সাফল্য নিশ্চিত করতে), এবং ঈশ্বরীয় প্রশিক্ষণের মূল বিষয়ের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশে পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমটিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করতে সক্ষম করে।

উদাহরণস্বরূপ, এই লেখার পরিচর্যা কাজের সঙ্গে এবং আন্তজার্তিক প্রশিক্ষণ কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত থাকলেও , আমি সব সময় প্রার্থনা সহকারে লক্ষ রাখি কোথায় আমি অল্প সংখ্যক স্থানীয় লোকদের খুঁজে পাবো যাদের পরামর্শ লাভের প্রয়োজন আছে। আমি যে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত আছি, সেই মণ্ডলী সক্রিয় শিষ্যত্ব কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত আছে কি না সেটা আমার কাছে কোনও বিচার্য বিষয় নয় (সৌভাগ্যবশতঃ যুক্ত আছে)।

সঠিক লোককে খুঁজে বের করুন এবং পরামর্শ দিতে শুরু করুন। আমরা যেখনে আছি সেখান থেকে শুরু করা এবং আমরা যা করছি তার প্রতি জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটির নীতিগুলি রূপদান করার বিষয়টি কীভাবে আমাদের শিখতে হবে সেই বিষয়টি চরম সঙ্কটপূর্ণ। আমি সর্বদা বয়স্কদের প্রশিক্ষণ ক্লাসগুলিতে আমার সঙ্গে শিক্ষা দানের জন্য অন্য শিক্ষকদের পাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু শিক্ষাদানের পূর্বে আমরা একত্রে মিলিত হই এবং আমাদের পাঠগুলি আলোচনা করি। এই ব্যক্তিরা পরে একই দর্শন এবং উদ্দেশ্য সহ শিক্ষকে পরিণত হন। কেবল রোমীয় পুস্তকটি শিক্ষা দেওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়, উদাহরণ, কিন্তু আমাদের জীবন রূপান্তরিতকরণের সত্যগুলি দেখার জন্য আমরা আগ্রহী।

ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে একীকরণের বিষয়টি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু এর জন্য সাহসী নেতৃত্ব প্রয়োজন এবং এর মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার সাম্প্রতিক পরিবর্তনে মেজাজ হারানো অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভবকারী লোকদের কাছ থেকে বিরোধীতা আসার ঝুঁকি আছে। শিক্ষক এবং পালকদের চ্যালেঞ্জটির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরীয় পরিবর্তনগুলি তৈরী করতে সারা বিশ্বব্যাপী মন্থর এবং উৎসাহহীন নেতৃবর্গকে প্রভাবিত করার উদ্দেশে ঈশ্বরের লোকদের কাছ থেকে প্রত্যাশার প্রকাশের জন্যেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

সেমিনারীর এক জন শিক্ষার্থী কেন উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোটি কোটি টাকা দেবে যে প্রতিষ্ঠান তাকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করতে পারে না? এক জন সদস্য কেন সেই মণ্ডলীতে যোগদান করবে যে মণ্ডলী তার সমস্ত সদস্যদের খ্রীষ্টের স্বরূপতার মধ্যে বৃদ্ধি দানের জন্য দর্শন এবং বিশ্বাস দিতে পারে না?

আমাদের হৃদয়ে, ঘরে, মণ্ডলীতে এবং প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটি সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন যাতে মণ্ডলীর ক্রমবর্দ্ধমান অপ্রাসঙ্গিকতার সহ্য না করে মণ্ডলী পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়। আমরা কেন সেই সমস্ত সাহসী নেতাদের দেখতে পাচ্ছি না যারা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সত্যটি সঠিকভাবে রোপণ করার জন্য আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে?

পাঠ

- শিক্ষার্থীদের জীবনে আত্মিক রূপান্তরের একীভূত হওয়ার বিষয়টির জন্য স্কুল এবং মণ্ডলীগুলি যে ভাবে তাদের কর্মসূচী এবং শিক্ষার বিষয়গুলি চালিয়ে যাচ্ছে সেই ধরণটির মধ্যে এক অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।
- জীবনের মম প্রশিক্ষণটির মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি যেভাবে দেখা যায় সেই উদ্দেশ্যগুলি প্রধান ফোকাস বা মনোযোগের বিষয় হওয়া উচিত যেন এই মণ্ডলী এবং স্কুলগুলি উদ্দিপনা, সমৃদ্ধি এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।
- জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটিকে একটি অভ্যন্তরীণ রূপান্তরিতকরণ সংক্রান্ত কাজ হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়টি বড় পরিবর্তন অপেক্ষা ভাল বলেই মনে হবে, যা সমগ্র কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ণরূপে গঠিত হবে। ছোট করে শুরু করুন। সাফল্য উপভোগ করুন। সুযোগ বিস্তৃত করুন।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ফিলিপীয় ২:১৪-১৬

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি আগে কখনও এক জন ব্যক্তিকে আত্মিকভাবে মূল্যায়ন করেছেন? কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন? আপনি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন?

○ জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটির সংজ্ঞা দিন। আপনি কি এই বিষয়ে এক মত যে এই জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটি যে কোন খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণের মূল প্রেরণা হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনার স্কুল, মণ্ডলী, ব্যক্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটিকে মূল ফোকাস হিসাবে গ্রহণ করার চ্যালেঞ্জগুলি মূল্যায়ন করুন?

#৩৫
নের্তৃত্ব উন্নয়ন

নিঃসন্দেহে পরিচর্যাকারী স্কুলগুলি বলে যে তারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য উত্তম নেতাদের গড়ে তুলছেন যে ক্ষেত্রগুলির জন্য তারা প্রশিক্ষিত হয়: পালক, মিশনারী, পরামর্শদাতা, প্রশাসক, শিক্ষক, ইত্যাদি, কিন্তু তারা কি সত্যিই উত্তম নেতায় পরিণত হচ্ছে?

আমি এক জন পাস্টরকে তাঁর মণ্ডলীর নের্তৃত্ব প্রশিক্ষণ পরিচর্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা আশ্চর্য্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কেন তাঁর লোকদের তাঁদের সেমিনারী এবং বাইবেল স্কুলগুলিতে পাঠাচ্ছেন না। তিনি শুধু বলেছিলেন যে কাজের জন্য তাঁর লোকদের স্কুলগুলি প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না! আমাদের সব থেকে উত্তম স্কুলগুলির ঐ প্রশিক্ষণগুলি কি সত্যিই প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য, ঈশ্বরের জন্য ভালোবাস বিকশিত করার জন্য, তারা যখন সহমর্মি ভাবে অন্যদের সেবা করবে তখন ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহারে সুদক্ষ হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসসহ শিক্ষার্থীদের সুসজ্জিভূত করতে পারে?

ঈশ্বরীয় নেতাদের প্রাথমিক ভিত্তি কীভাবে উন্নতি করার যায় সেই বিষয়ের উপর এই বইটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃদ্ধি র জন্য পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন ছাড়াও, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত আত্মিক উন্নয়নের নির্ভর করে তাদের বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন। যাইহোক, এই প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য পরিকল্পিত হয়েছে।

আত্মিক জীবনের কর্ষণ ছাড়া, এক জন ব্যক্তি ভাল নেতা হতে পারে না। "কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না" (যোহন ১৫:৫)। রাজা দাউদও একই প্রকার চিন্তা করেছিলেন: "ধন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর; কেবল তিনিই আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন" (গীত ৭২:১৮)।

আত্মিক বৃদ্ধি হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়গুলি বাদ দেওয়া যা আমাদের ঈশ্বরের গৌরবময় উপস্থিতি থেকে দূরে রাখে এবং আমাদের অন্ধ করে দেয়। একটি ইতিবাচক সংজ্ঞার মধ্যে, আত্মিক উন্নয়ন হচ্ছে এক জন ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের সঙেগ থাকার জন্য এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য অধিক সময় দেয় তখন ঈশ্বরের পথগুলি আরও অধিকভাবে আরোপিত করতে থাকে।

আমাদের আধুনিক জগতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বস্তুবাদ এবং ঐতিহ্যবাদ হচ্ছে তিনটি ঘোষিত শক্তি যা আমাদের খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মণ্ডলী যদি ঈশ্বরের আত্মিক যুদ্ধ সজ্জা সঠিকভাবে পরিধান করে থাকে তবে মণ্ডলীর ভীতির মধ্যে জীবন যাপন করার প্রয়োজন নেই।

আমাদের শিক্ষাগ্রহণের মডেলগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যখন সত্য ঘটনাগুলির একটি জ্ঞানযোগ্য আদেশ গুরুত্বপূর্ণ, এই লক্ষ্যটিকে যত্নসহকারে জীবনের মর্ম নীতিগুলির উপর এবং চারিদিকে যথাস্থানে রাখা প্রয়োজন যাতে এক জন ব্যক্তির আত্মিক জীবনের বিকাশের পথে তা বাধাস্বরূপ না হয়ে তথ্যগত প্রশংসার বিষয় হয়। বিশ্বাস যা আত্মিক যুদ্ধ গুলি জয় করা থেকে উদ্ভূত হয় তা এক জন খ্রীষ্টিয় নেতার আস্থার বিষয়, তা তথ্যগুলি পুঞ্জীভূত করার জন্য তার আত্ম-সম্মান এবং আত্ম-সচেতনতার একটি অমায়িক মিশ্রণ নয়।

আমার ভয় হয়, অসংখ্য খ্রীষ্টিয় নেতারা এবং শিক্ষকরা খ্রীষ্টকে ঘিরে জীবন যাপন করার জন্য এবং পরিচর্যা কাজগুলি করার জন্য কখনও সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হননি। তাদের কাছে, এটি বাস্তব না হয়ে অবাস্তব হয়। আমি সারা বিশ্বে অসংখ্য নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি যখন বিভিন্ন স্তরগুলিসহ এই শিষ্যত্বের প্রশিক্ষণটি উপস্থাপন করেছিলাম তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই আমাকে বলেন যে তারা এমনকী দ্বিতীয় স্তরটিতেও যেতে পারেননি। তারা এখনও বিভিন্ন ধরণের প্রলোভনগুলিসহ ভীষণভাবে মল্লযুদ্ধ করে।

এক জন নেতা যখন পতিত হয়, তখন সে পাপাত্মার থেকে আসা নিরুৎসাহযক্ত চিন্তাগুলির দ্বারা সহজেই চালিত হয়। আমরা সকলেই পতিত হতে পারি কিন্তু এটি যদি সকলের ক্ষেত্রে একই হয়, তবে কীভাবে তারা একটি বিজয়ী জীবন যাপন করতে পারে সেই বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলার মতো বিশ্বাস আমাদের নেই। অতএব, ব্যর্থতা আরও অধিক ব্যর্থতার জন্ম দেয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণের মধ্যে আমি যে পর্যাপ্ততার অভাব লক্ষ করেছি সেই ধরণের কয়েকটি বিষয় আমি বলতে চাই। আমরা নেতাদের দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করবো যা আত্মিক উন্নয়নের প্রথম দুটি স্তরে বিকাশের অভাব থেকে উদ্ভূত হয়।

#**স্তর ১:** লক্ষ্যটি হচ্ছে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা যা তাঁর প্রেমের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া থেকে আসে। নেতারা যখন সঠিক ভাবে আবিষ্কার করেনা যে ঈশ্বর তাদের অবিরত প্রেম করেন (যা সম্ভবতঃ প্রথম স্তরে শেখার বিষয়), তবে তাদের মধ্যে নিজেদের পরিত্রাণের বিষয় এবং তাদের পরিচর্যার দৃষ্টিভঙ্গি গুলির বিষয় অনিশ্চয়তা ভোগ করার প্রবণতা থাকে। ক্রুশের প্রকৃত উপলব্ধি ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করে যে সে যা কিছু করে তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হওয়ার জন্য তাকে কঠোর ভাবে চেষ্টা করতে হবে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বৈধতাবাদ এবং এক জন ব্যক্তির তার নিজের কাজগুলির উপর অধিক গুরুত্ব দান করা হচ্ছে একটি প্রতিমা।

অন্যদের কাছ থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা করা, অন্যদের সঠিকভাবে ভালোবাসা এবং সেবা করার উপর মনোনিবেশ করার জন্য নিজের উর্দ্ধে যেতে অক্ষমতার মতো অন্যান সমস্যাগুলি তৈরী হতে পারে।

#**স্তর ২:** লক্ষ্যটি হচ্ছে প্রলোভনকে জয় করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে শেখা।

১নং স্তরটি থেকে আস্থার বিষয়ে একটি স্পষ্ট বৃদ্ধি ছাড়া, এক জন বিশ্বাসী সহজে ২নং স্তরটির উর্দ্ধে যেতে পারবে না। খ্রীষ্টিয় জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাগুলি বেদনাদায়ক ব্যর্থতার একটি চৌহদ্দির মধ্যে বাস করবে।

যুবক যুবতী বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের বাক্যে দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু তারা যখন দেখবে যে প্রলোভনকে জয় করা যায় না তখন কী ঘটে? এই ধরণের এক জন বিশ্বাসী মনে করবে তাদের কাছে বাক্য অপ্রাসঙ্গিক। তারা কীভাবে প্রতিদিন জীবন যাপন করবে এবং আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভের চেষ্টা করবে তার পরিভাষায় ঈশ্বর পেছনের আসন গ্রহণ করেন।

এই মনোভাব তাদের পরিচর্যার এবং ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ ধারণাগুলিকে বিবর্ণ করবে। ঈশ্বরের বাক্যে আস্থা বৃদ্ধি র পরিবর্তে, পাপাত্মা তাদের মনের মধ্যে ছলনাপূর্ণভাবে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবে যা তাদের আরও অধিক গভীর সমস্যার দিকে চালিত করবে:

(১) তাদের জীবনে পাপ আসার অনুমতি দেবে।

(২) ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উৎপন্ন করার পরিবর্তে ধর্মীয় জীবন যাপন সহ্য করবে।

(৩) ঈশ্বরের বাক্যের নিম্নতর ধারণাগুলি গ্রহণ করবে।

(৪) তারা বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে এই গভীরতর আত্মিক সংগ্রামগুলির বিষয় তাদের সাহায্যের জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন কারণ তারা নিজেরা এর সমাধান করতে পারবে না।

আন্তরিক পরিচর্যা কাজের বিষয়টি উপলব্ধি করা

খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যদি আমাদের মহত্তম পরিচর্যা কাজটি আসে, তবে আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে আমরা যখন আমাদের জীবনের অপবিত্র বিষয়গুলি সহ্য করি, তবে আমরা ঐ বিষয়গুলির সঙ্গে কত সংগ্রাম করেছি সেটা কোনও বিচার্য বিষয় হবে না, ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এই অভাব আমাদের কার্যকরীতার সঙ্গে সামঝোতা করবে। প্রভু এবং আমাদের মধ্যস্থ যুক্ত পরিচর্যাগুলির উপর গুরুত্ব না দিয়ে আমরা তখন আমাদের পরিচর্যা কাজ, আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সুযোগগুলির উপর গুরুত্ব দেব।

যে কোনও পরিচর্যাকারী অথবা শিক্ষকের পাপ মূল দুর্বলতার বন্ধনে পরিণত হয় যাতে পাপাত্মা তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, সে কেবল ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না কিন্তু তার পরিচর্যা কাজকে দুর্বল করে।

যারা তাদের অভিলাষগুলির মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকে, সাফল্যের জাগতিক ধারণাগুলির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আছে, যারা নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তোলে অথবা তাদের হৃদয়ের মধ্যে তিক্ততা পুষে রাখে সেই সমস্ত নেতাদের কাছে না গিয়ে কেন আমাদের ঈশ্বরীয় নেতাদের প্রয়োজন সেই বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে গৌরবময় সুসমাচারের প্রেম একেবারেই প্রদর্শিত হয় না। তারা বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয় না এবং তাদের মধ্যে যে জীবন থাকে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের যে গৌরবময় স্থানে রাখার জন্য আহ্বান করেছিলেন সেই স্থানটিতে ঈশ্বরের লোকদের পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি জরুরী পরিবর্তন প্রয়োজন।

আর যাহারা বুদ্ধি মান্, তাহারা বিতানের দীপ্তির ন্যায়, এবং যাহারা অনেককে ধাম্মিকতত্তর প্রতি ফিরায়, তাহারা তারাগণের ন্যায় অনন্তকাল দেদীপ্যমান হইবে (দানিয়েল ১২:৩)।

ঈশ্বরীয় নেতারা সংজ্ঞা অনুসারে খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধি র তৃতীয় স্তর থেকে আসে। তখনও তারা প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে দারুণভাবে লাভবান হয়, কিন্তু কার্যকরী খ্রীষ্টিয় সেবা কাজের জন্য ঈশ্বরীয় চরিত্র অপরিহার্য থাকে কারণ এটি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কতটা ঘনিষ্ঠতা আছে তা পরিমাপ করে।

ঈশ্বরীয় নের্তৃত্ব

এর একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিক হচ্ছে নেতাদের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটির মধ্যে ঈশ্বর আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে চান। আমাদের হৃদয়ে তিনি যে জীবন রেখেছেন তা সুসমাচারের ডিএনএ দ্বারা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে খ্রীষ্টির প্রতিমূর্তির মধ্যে বৃদ্ধি লাভের চেষ্টা করে।[১৪]

এক জন তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঈশ্বরীয় নের্তৃত্বের বিভিন্ন দিকগুলি পৌল কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ করুন। তাঁর জীবন তাঁর নের্তৃত্বের পদের সঙ্গে পূর্ণরূপে পরস্পর বিজরিত হওয়া প্রয়োজন।

> যে ব্যক্তি অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, যাঁহার সন্তানগণ বিশ্বাসী, নষ্টামি দোষে অপবাদিত বা অদম্য নয় (তাহাকে নিযুক্ত কর)। কেননা ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হন;স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লোভের লোভী না হন, কিন্তু অতিথিসেবক, সৎপ্রেমিক, সংযত, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হন, এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য ধরিয়া থাকেন, এই প্রকারে যেন তিনি নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং প্রতিকূলবাদীদের দোষ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন (তীত ১:৬-৯)।

এটি কেবল এমন কয়েকটি গুণাবলীর তালিকা নয় যা সেই সমাজে ঐ স্থানের এবং ঐ সময়ের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো। এখানে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে। ঈশ্বরের পবিত্র উদ্দেশ্যগুলির আলোকে আমরা যে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করি তা আমরা কীভাবে প্রভাবিত করি এবং লোকদের প্রশিক্ষিত করি তার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

ঈশ্বরীয় লোক, নামের আমাদের একটি বইয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে প্রকৃত ঈশ্বরীয় ভাব আসার ধারণাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের দশটি বিভিন্ন প্রকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে দেখিয়েছি কীভাবে সেই গুণগুলি এক জন মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র কাজ থেকে আহরিত আস্থা যে বিশ্বাস উৎপন্ন করে তা আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করতে সক্ষম করে:

(১) ঈশ্বরের আরও কাছে বাস করতে

(২) অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করতে

(৩) অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য সক্রিয়ভাবে পরিচর্যা করতে সাহায্য করে।

এই আস্থা ছাড়া, আমাদের পরিচর্যা না করাই ভাল। অথবা আরও ভাল হবে, কীভাবে আস্থা লাভ করতে হবে তা শেখা এবং আমাদের পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাওয়া। সঠিক অন্তর এবং বিশ্বাসসহ, উন্নতি দ্রুত সংঘটিত হয়।

ঈশ্বর ঈশ্বরীয় নেতাদের গড়ে তুলতে চান এবং এই ঈশ্বরীয় গুণগুলি ছাড়া নেতা উৎপন্ন করার আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে তিনি অপছন্দ করেন। আমরা আমাদের প্রশিক্ষণে ঈশ্বরের শক্তি মুক্ত করে দিই এবং মণ্ডলী এক জন নেতার মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে যাচ্ঞা করে: ঈশ্বরের অনুসন্ধানকারী একটি হৃদয়, যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমে, পরিচর্যা কাজগুলির মাধ্যমে অথবা অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমেও হতে পারে।

কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, "তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না;কারণ আমি উহা অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়;যেহেতু প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন।" (১ শমূয়েল ১৬:৭)।

আমাদের মণ্ডলী এবং স্কুলগুলি যদি এই প্রাথমিক প্রশিক্ষণটি লোকদের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে তবে ঈশ্বরের বাক্য পরাক্রমের সঙ্গে আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে কারণ ঈশ্বরীয় নেতারা তাদের লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মাকে ক্ষমতাপূর্ণভাবে সক্রিয় করতে সক্ষম হবে।

পাঠ

- যে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাগুলি ঈশ্বরীয় নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রূপান্তরিত করার বিষয় প্ররোচিত করে না সেই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলির প্রতি আমাদের অবশ্যই অসহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং বরদাস্ত করা উচিত নয়।
- আমাদের মানদণ্ডগুলির সঙ্গে অবশ্যই ঈশ্বরীয় জীবন যাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অন্যথা গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিরক্তিকর মানদণ্ডে পরিণত হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কষ্টভোগ করবে।
- সমস্ত বিশ্বাসীদের পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং তাদেরকে ঈশ্বরীয় জীবন যাপনের কাছে আনার নজ্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ উপায় আছে যাতে তারা ঈশ্বরীয় নের্তৃত্বের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

---

14 DNA refers to the self-replicating and purposed molecular chains that enable our physical bodies to grow and develop.

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

• তীত ১:৫-৯

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি এক জন খ্রীষ্টান নেতা: আপনি কি ঈশ্বরীয় নেতা ? ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনি কি কোনও মণ্ডলীতে , খ্রীষ্টান স্কুল অথবা পরিচর্যা কাজে কোনও অধার্মিক নেতাকে চেনেন ? যদি চিনে থাকেন, তবে তাদের কয়েকটি সমস্যার বিষয় চিহ্নিত করুন।

○ আপনি যদি একটি পরিচর্যা স্কুলে যোগদান করেন, তারা কি আপনার হৃদয়ের অভিপ্রায় এবং আচার আচরণের বিষয় প্রশিক্ষিত করেছিল ? এটি কি স্বেচ্ছাসেবামূলক পরিচর্যা ছিল ? কীভাবে এই বিষয়টি বুঝবেন ?কীভাবে এটির উন্নতিসাধন করবেন ?

#৩৬
মণ্ডলীগুলির মধ্যে প্রশিক্ষণ

স্থানীয় মণ্ডলী এবং সমগ্র ডিনমিনেশনগুলির (খ্রীষ্টিয় সমাজগুলির) তাদের নেতাদের প্রশিক্ষণের উপর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন কারণ নেতারা মণ্ডলীর রূপ দান করে। পালকরা যেমন জীবন যাপন করে এবং প্রচার করে, ঈশ্বরের লোকরাও তেমন যায়।[১৫]

বিচারকর্ত্তৃগণ এবং রাজাবলি পুস্তকগুলিতে বিভিন্ন ধরণের নেতাদের চিত্রায়িত করার অসংখ্য উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। গিদিয়োন এবং রাজা দাউদের মতো সাহসী নেতাদেরের সঙ্গে শিমশোন্ এবং রাজা আহব এবং তার স্ত্রী ঈসেবলের মতো বিপরীত চরিত্রের হতভাগ্য নেতাদেরও উদাহরণ আছে। অতীতের এই বিচারকর্ত্তৃগণ এবং রাজাদের সঙ্গে পালক, শিক্ষক এবং প্রাচীনবর্গের মতো বর্তমান ঈশ্বরের লোকদের নেতাদের নাম এবং প্রত্যাশার দিক থেকে অনেক পার্থক্য আছে - কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের উপর নেতাদের প্রভাবের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না।

কোনও স্থানীয় মণ্ডলী আত্মিককতার সেই অবস্থানের উর্দ্ধে যাওয়ার প্রত্যাশা করে না যেখানে তাদের পালক অবস্থান করেন। পরিবার অথবা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই বিষয় সত্য। যীশু কি নিম্নলিখিত কথাটির দ্বারা এটিই বুঝাতে চেয়েছিলেন, "শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, এবং দাস কর্ত্তা হইতে বড় নয়" (মথি ১০:২৪)?

বাইবেলের কার্যকরী শক্তির বিরোধী অনেক শক্তি আছে যা আমাদের অবিশ্বাস এবং কম সততার মধ্যে মধ্যে চালিতকরে, যাকে আমরা 'স্বাভাবিক' প্রবণতা বলে অভিহিত করি। সভ্যতা, একইভাবে, শক্তিশালী অবস্থা থেকে দুর্বলতার দিকে ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের আত্মা বর্তমান এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন,[১৬] কিন্তু নেতারা যখন তাদের জীবনে সামঝোতা সহ্য করে, তখন আত্মা কাজ করার বিষয়টি থেকে বিরত থাকে। ঈশ্বরের লোকেরা পালকের জাগতিকতাকে অনুকরণ করতে অথবা অন্ততঃ জাগতিকতার দিকে পালকের মনোভাবকে, ধর্মীয় ভাণিতা এবং অনৈতিকতাকে সহ্য করতে শুরু করে।

প্রভু কেবল নেতাদের মাধ্যমে কাজ করতে বাধ্য নন, কিন্তু মণ্ডলীর আত্মিক স্বাস্থ্যের উপর এই সমস্ত নেতাদের অনেক বড় প্রভাব থাকে। তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার সব থেকে উত্তম প্রথম জায়গা হচ্ছে মণ্ডলী, আর তারপর সেমিনারীগুলি।

কিন্তু আপনার যদি এমন একজন পালক থাকেন যিনি ঈশ্বরের লোকদের আত্মিক উন্নয়নের বিষয় অত্যন্ত আগ্রহী তাহলে কী হবে? উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে কীভাবে তা কাজ করবে? পালক আমাদের বলে, "আমি এই পদ্ধতি অথবা ঐ পদ্ধতি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরে কী করতে হবে আমি জানি না।"

এই ধরণের মণ্ডলীগুলি সব থেকে বড় যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে সেখানে কোনও সর্বাঙ্গীণ মানচিত্র থাকে না। তাদের সাধারণ লক্ষ্যগুলি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করার পক্ষে ভাল এবং যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের ঐ স্থানে আনার জন্য তাদের কোনও পথ বা উপায় নেই।

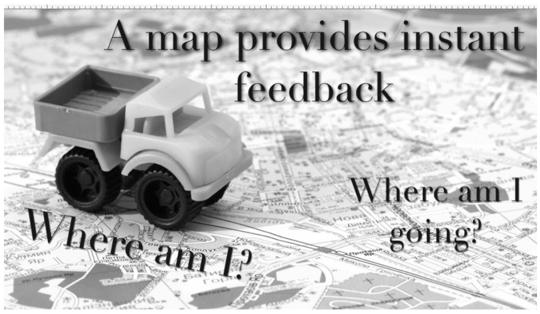

একটি মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ!

তারা এখানে ওখানে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন দেখে এবং তারা সেই প্রয়োজনটি পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায়ই তারা সেই প্রয়োজনটি পূরণ করতে পারে না, এই প্রচেষ্টাগুলি একটি সমাধান হওয়ার পরিবর্তে আরও অধিক ভাবে একটি প্রলেপ হিসাবে কাজ করে। সেই প্রলেপগুলি অস্থায়ী এবং প্রকাশ করে যে সমস্যাগুলিকে যেভাবে দেখা হয় তার থেকেও নিহিত বিষয়টি অনেক গভীর।

---

15 The opposite can be true too, as the people are, so are the leaders. When appointed leaders no longer act as true leaders, they are just an expression of an ungodly society.

16 The dynamics in churches where the Spirit has left from His active work needs to be more fully explored (Revelation 2-3).

ঈশ্বরের বৃহত্তর কাজ

ঈশ্বরের বৃহত্তর কাজ গ্রহণ না করে, আমরা প্রায়ই প্রধান বিষয়গুলিকে মেরামত না করে প্রলেপগুলির উপর আমাদের মনোযোগ আরোপ করি। ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে মণ্ডলীর জন্য একটি বড় লক্ষ্য আছে। স্থানীয় মণ্ডলী হচ্ছে জীবন্ত এবং কর্ম শক্তিসম্পন্ন এক দল লোক যার মাধ্যমে ঈশ্বর মহানভাবে কাজ করার এবং তাঁর গৌরব প্রদর্শিত করার আকাঙ্ক্ষা করেন।

> তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে;তাঁহাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমদিগকেও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে (ইফিষীয় ২:২০-২২)।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখাবো যে একটি খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি কী পার্থক্য তৈরী করতে পারে। যার অনেকটা অংশই স্থানীয় মণ্ডলীতে এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োগ করা যাবে।

যাইহোক, মণ্ড লী হচ্ছে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে স্বতন্ত্র। মণ্ডলী যেমন তেমনভাবে ঈশ্বরের লোকদের প্রশিক্ষিত করে না, এরা হচ্ছেন ঈশ্বরের লোক। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বলা যায়, তথাপি আরও অনেক পার্থক্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, কর্মীরা ব্যাপকভাবে বেতন পায় না; তারা স্বেচ্ছাসেবী। একটি স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্যরা একটি স্কুলের থেকে আদর্শগতভাবে অনেক বেশী দিন মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকে যখন স্কুলে তারা মাত্র কয়েক বছর যোগদান করতে পারে।

অবশেষে, সেমিনারী অথবা বাইবেল কলেজগুলি অপেক্ষা মণ্ডলীর শিক্ষকদের সাধারণতঃ কম যোগাযোগ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এক জন অধ্যক্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সপ্তাহে একটি ক্লাসে যোগাযোগ হলেও, সেই অধ্যক্ষকে সারা সপ্তাহে বইগুলি পাঠ করা অথবা লেখালেখি করার প্রয়োজন হতে পারে। একজন পালক অথবা একজন সাণ্ডে স্কুল শিক্ষক বড় একটা এর থেকে চলে যেতে পারেন না!

এই পার্থক্যগুলি আমি একেকটা করে ব্যাখ্যা করতে চাই।

যোগাযোগ এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদান প্রসারিত করা

সময় হচ্ছে একটি চূড়ান্ত অন্যতম উপাদান। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এটি যত অধিক আমাদেরকে গভীরভাবে যুক্ত হতে দেবে ততই মণ্ডলী লাভগুলি দেখতে পাবে। অপর দিকে আমরা যদি অত্যধিক বেশী সময় দিই তবে আমরা আমাদের মূল বিষয়ের উপর মনোযোগ দানের বিষয়টি হারিয়ে ফেলতে পারি। কোনও কিছু জরুরী বলে মনে হয় না- একমাত্র পরামর্শ দানের চূড়ান্ত ঘটনা ছাড়া। মণ্ডলী, ক্লাস অথবা কর্মসূচীর উপস্থিতিগুলি মাঝে মাঝেই আত্মিক বৃদ্ধি র সঙ্গে গুলিয়ে যায়।

একের পর এক সেমিস্টারগুলিতে কী কী ঘটবে সেই বিষয়গুলির উপর স্কুলগুলি মনোযোগ দেয়। অপর দিকে, মণ্ডলী ধরে নেয় যে লোকেরা যদি রবিবারের উপাসনায় এবং সাণ্ডে স্কুলের ক্লাসগুলিতে বিশ্বস্তভাবে যোগদান করে তবে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে। অবিরত যোগদান এবং দান করা ছাড়া উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদরে খুব অল্পই চেতনা থাকে।

জীবনের মর্ম একটি জীবন উন্নয়ন চার্ট তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করে, তার সঙ্গে আমাদের সেবা করার এবং ফল বহন করার সুযোগ দান করে। এক জন দয়ালু মেষপালকের মতো মণ্ডলীর নেতা হিসাবে, প্রত্যেক সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হন এবং তারা শিষ্যত্বের কোন্ স্তরে আছে তা উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করুন। তার ভিত্তির কোথায় কিছুটা কম্পনশীল হতে পারে সেই বিষয়টিও তারা চিহ্নিত করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং এক সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার বিষয়টি পরবর্তী আলোচনার বিষয়গুলির জন্য নিরুপিত সময় নষ্ট হওয়ার চিন্তায় ক্লাসগুলিকে বিরক্ত না করেও আমাদেরকে পরামর্শ দিতে সক্ষম করে।

একটি মণ্ডলীর মধ্যে, এমনকী একজন ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয়, তারা মধুচন্দ্রিমা যাপন করার পর ফিরে আসবে; তারা ফিরে আসার পরেও তাদের প্রশিক্ষণটি চলতে পারে। (অথবা আরও ভাল হয়, আমরা যদি তাদের একটি উত্তম বিবাহের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারি!) আমাদের উপর সময় নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করবে।

মণ্ড লীর নেতারা এই কম্পনশীল ভিত্তিগুলিকে কী কী ভাবে উন্নত করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করার জন্য সহায়ক আলোচনাগুলি করতে পারে এবং এই লোকদের তাদের আত্মিক উন্নতির পথে চালিত করতে পারে, তার সঙ্গে তারা যেন অন্যদের ফলপ্রসূভাবে সেবা করতে পারে সেই লক্ষ্যটিও তাদের মনে সঞ্চারিত করতে পারে।

একজন অধ্যক্ষের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, পাস্টর একটি গভীর ঈশ্তাত্ত্বিক স্তর থেকে শিক্ষাদানের খুব কম সুযোগ পান। সময় যেহেতু সীমিত, প্রত্যেকটি ঘণ্টা গণনা করা হয়। মণ্ডলীর শক্তি হচ্ছে পরাক্রমের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সক্ষমতা এবং ঈশ্বরের বাক্য যেন মূল বিস্তার করতে পারে তার জন্য একটি যথাযোগ্য স্থান সৃষ্টি করা। বাইবেলে বলা হয়েছে আমরা যেন পরিত্রাণ, পবিত্রকরণ এবং বার্হিপ্রচারের মতো প্রধান বিষয়বস্তুগুলির উপর মনোযোগ দিই।

লোকেরা নিজেরা যখন বৃদ্ধি লাভ করে না তখন একটি সমস্যা ঘটতে পারে এবং ঘটে। একটি মণ্ডলীর স্পষ্ট দর্শন প্রেরণা বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু আত্মিক বৃদ্ধি অথবা পরিপক্বতা বৃদ্ধি নাও করতে পারে। এই অস্পষ্টতা কী যা ঈশ্বরের লোকদের উত্তম প্রচার এবং শিক্ষার প্রতি সাড়া দান করতে অক্ষম করে?

আমাদের নিজস্ব পাপসহ অসংখ্য বিষয় আছে! প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ২-৩ অধ্যায়ে যোহন এই দিকগুলির অনেক বিষয় চিহ্নিত করেছেন যা আমাদের না শীতল না উষ্ণ হওয়ার কারণ, কিন্তু, আমরা বারংবার যোহনকে পুনরুদ্ধারের দিকে ফিরে আসার বিষয়টিকে নির্দেশ করতেও দেখি।

সপ্ত মণ্ডলীর প্রত্যেকটি মণ্ডলীর উদ্দেশে বক্তৃতা দানের সময় যোহন মণ্ডলীতে যীশুর সঠিক অবস্থানের বিষয়টি উল্লেখ করার দ্বারা শুরু করেছেন, প্রত্যেকটি হাতের কাছে থাকা প্রয়োজনগুলির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। স্মূর্ণা মণ্ডলীর জন্য, যীশু ছিলেন পুনরুত্থিত। মৃত্যুর ভয় মণ্ডলীটিকে পশ্চাতে ধরে রাখতে পারবে না (প্রকাশিতবাক্য ২:৮-১১);পর্গাম মণ্ডলীর জন্য, মণ্ডলীর মধ্যে দুষ্টদের নিশ্চিত বিচারের আশ্বাসের প্রতীক হচ্ছে তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ (প্রকাশিত বাক্য ২:১২-১৭), এইভাবে উল্লেখগুলি চলতে থাকে। পুনরুদ্ধার সর্বদা আমাদের ফোকাসকে পেছনের দিকে নিয়ে যায় যেখান আমাদের জীবনের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের গৌরবময় স্থান আছে।

পুনরুদ্ধার হচ্ছে এক জন ব্যক্তির জীবনের পরিকল্পনাগুলি জীবনের কেন্দ্রীয় ফোকাস, প্রভুর কাছে ফিরে আসার একটি পুনরায় গঠিত সংযোগ। বিশ্বাসীটি যখন আত্মিক মানচিত্র থেকে (অর্থাৎ, শিষ্যত্বের তিনটি স্তর) অপেক্ষাকৃত ভাল পরিচালনা লাভ করে, তখন তার বৃদ্ধি লাভের আগ্রহ প্রায়ই পুনরুদ্ধার হয়। সর্বাঙ্গীণ লক্ষ্যটি যখন পরামর্শ দাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কাজগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তারা আস্থার একটি চেতনা লাভ করে যাতে তারা ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং তারা আরও অধিক অংশ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক হয়।

ঈশ্বরের মেষপালদের জীবনে ঈশ্বর কী করছেন সেই বিষয়ে পালক একটি সর্বাঙ্গীণ দর্শন সহজেই তৈরী করতে সক্ষম হন। এটি যদি একটি সতর্কতাপূর্ণভাবে তৈরী পরামর্শদানের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে ঈশ্বরের লোকটি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, প্রধানতঃ মণ্ডলী থেকে নয়, কিন্তু তাদের প্রভুর কাছ থেকে এবং তাদের মধ্যে তাঁর কাজ থেকে।

কম অনুপ্রাণিত হওয়া

ক্লাসে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের লোকেরা তৈরী হতে পারে না। ডিগ্রী লাভের জন্য তারা কয়েক লক্ষ টাকা দেয়নি। যদি মণ্ডলীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হতো, লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পেত যে ঈশ্বর তাদের জীবন রূপান্তরিত করছেন এবং তারা আনন্দের সঙ্গেসাড়া দিত এবং আরাধনা করতো। লোকেরা আর মনে করতো না যে তাদের সেখানেই থাকতে হবে কিন্তু তারা সেখানেই থাকতে চাইতো। ঐ সমস্ত লোকদের দ্বারা অন্যরাও যোগদান করার জন্য অনুপ্রাণিত হতো যারা তাদের জীবনে ঈশ্বর যা করছেন সেই সকল বিষয়ে দারুণভাবে উৎসাহিত।

এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের মণ্ডলীর ছবি, ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরকে যদি তাদের মধ্যে বাস করতে হয় তবে প্রকাশ্য প্রচার এবং শিক্ষাদান সহ ব্যক্তিগত রূপান্তরণ অবশ্যই ঘটতে হবে। আমরা যখন ব্যক্তিগত পবিত্রতা এবং আত্মিক বৃদ্ধির অভাবকে সহ্য করি, তাহলে বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে এবং আমাদের মধ্যে তাঁর কাজকে আর স্বাগতঃ বা অভ্যর্থনা জানাই না। "তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে" (ইফিষীয় ২:২২)।

স্থানীয় মণ্ডলী হচ্ছে প্রশিক্ষণের একটি মহান স্থান এবং সেমিনারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পারার বিষয়ে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি যদি সঠিকভাবে এর কাজ করে তবে এটি পারবে! অনেকের সেমিনারীতে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই উদ্দেশ্যটি এবং পরামর্শটি খুঁজে পাওয়া যা তারা তাদের স্থানীয় মণ্ডলীতে খুঁজে পায় না।

কয়েকটি দিক থেকে মণ্ডলীর বাইরে থেকে আরও অধিক পাঠক্রম গ্রহণ করার প্রবণতার বিষয়টি ভাল, তথাপি আমি অবাক হয়ে চিন্তা করি মণ্ডলীতে সেবা করার জন্য এটি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সুযোগগুলির অভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করে কিনা। পালকরা যখন প্রভুর জন্য এবং অন্যদের জন্য তাদের অবিরত বৃদ্ধিশীল আত্মিক প্রেমের মধ্যে অবিরত বড় হয়, তখন এটি সংক্রামক। লোকেরাও একই কাজ করে;তারাও বৃদ্ধি লাভের জন্য এবং অন্যদের আরও অধিক সেবা করার জন্য আগ্রহী হবে।১৭

মণ্ডলী যেন অবশ্যই বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করার জন্য আরও অধিক অধ্যবসায়ী হয় এবং এটি "স্বাভাবিকভাবে" হওয়ার বিষয় তারা যেন প্রত্যাশা না করে।

পাঠ

- প্রত্যেক বিশ্বাসী তার আত্মিক বৃদ্ধির কোথায় অবস্থান করছে, সমস্যার মধ্যে দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে এবং তাকে ফলপ্রসূ সেবা কাজের দিকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে সেই বিষয়গুলি স্পষ্টরূপে বলে দেওয়া মণ্ডলীর একটি বড় সুযোগ এবং বাধ্যবাধকতা।
- ঈশ্বরের লোকেরা তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার বিষয়ে এবং কীভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে তা জানার বিষয়ে খুবই আগ্রহী। বাইবেল সংক্রান্ত বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই বিষয়গুলি আলোচনা করুন এবং ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদের যুক্ত করবে।
- ঈশ্বর তাঁর লোকদের তাঁর পবিত্র মন্দির রূপে গড়ে তোলার জন্য ভীষণভাবে আকাঙ্ক্ষিত। তিনি সেই সমস্ত নেতাদের অন্বেষণ করেন যারা তাঁর সেবা কাজের জন্য ধার্মিক লোকদের তাঁর কাছে উপস্থিত করার মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশে গৌরব আনার জন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করে। বিশ্বাসীদের

17 There are at times authority-grabbing church elders work against the pastor to pre- serve their own interests. This goes beyond the discussion here.

ব্যক্তিগতভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করার দ্বারা, মণ্ডলী নিজেদের জন্য এবং অন্য মণ্ডলীগুলির জন্য শক্তিশালী নেতাদের গড়ে তোলার কাজে মহান অবদান রাখে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

• ইফিষীয় ২:২১-২২

প্রদত্ত কাজ

○ উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোকে আপনি এখন যে মণ্ডলীতে যোগদান করেন সেই মণ্ডলীটি বর্ণনা করুন। লোকেরা কি বৃদ্ধি লাভের জন্য উত্তেজনা অনুভব করে? কেন হ্যাঁ অথবা কেন না?

○ মণ্ডলীর নেতারা কি সদস্যদের এমন ভাবে পরামর্শ দেয় যাতে তারা জানতে পারে যে আত্মিক বৃদ্ধির কোথায় তারা অবস্থান করছে এবং কীভাবে তাদের পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতে হবে?

○ লোকেরা কি স্বাভাবিক ভাবেই পরিপক্ক হন এবং অন্যদের সেবা করেন? তত্ত্বাবধান এবং মণ্ডলী গড়ে তোলার কাজে (প্রশাসনিক এবং সুবিধা দানকারী কাজগুলিও এর অন্তর্ভূক্ত) শতকরা কত ভাগ লোকেরা অংশ গ্রহণ করে?

#৩৭
প্রশিক্ষণ স্কুলগুলির মধ্যে একীভবন

পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ স্কুলগুলির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান কলেজিয়েট স্কুলগুলিতে কীভাবে এই জীবনের মর্ম নীতিগুলি মনে রাখার দ্বারা সুবিধা লাভ করতে পারে সেই বিষয়ের উপর আমরা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেব। মণ্ডলীগুলি অপেক্ষা স্কুলগুলিতে অধিক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থাকে। সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে পাঠক্রমটি যেন অবশ্যই মানানসই হয়।

যাইহোক, এক জন ব্যক্তির আত্মিক জীবনের উদ্দেশ্যটি যদি অপরিবর্তনীয় হয় এবং নিরাপদ হয়, তবে মূল স্তরে জীবনের প্রশিক্ষণ অবশ্যই অবশ্যই স্থান গ্রহণ করবে। এই অপরিহার্য জীবন নির্মাণকারী বিভাগগুলি প্রশিক্ষণের অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। আমি এখন একটি উদাহরণ দেব।

এক কম বয়েসী দম্পতি তাদের দুটি সন্তানদের নিয়ে উপাসক মণ্ডলীর পালকের কাছে এসেছিল। তারা সবেমাত্র সেমিনারী থেকে স্নাতক হয়েছিল এবং তাদের দেখে উপযুক্ত মনে হচ্ছিল। তারা বাইরে যাচ্ছিল এবং তারা এই নতুন পালকত্বের পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের যুক্ত করতে আগ্রহী হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর, তাদের মধ্যে বৈবাহিক বিরোধ শুরু হয়েছিল। তারা এক সঙ্গে থাকতে পারছিল না। তার স্বামীর নের্তৃত্বের মধ্যেও এই ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হচ্ছিল। দুঃখজনক পরিণতির বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী ছিল। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম তাদের এই বৈবাহিক সমস্যাগুলি সেমিনারীতে থাকার সময়েও চলছিল।

সেমিনারী ভাল প্রশিক্ষণ দেওয়া সত্ত্বেও, তাদের দুর্বল বিবাহ থেকে বোঝা যায় যে তাদের পরিচর্যা কাজের ভিত্তি সেখানে ছিল না। সঠিকভাবে গঠিত না হওয়া পরিবারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করার জন্য এই ধরণের সমস্যাগুলি সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্যগুলির কাছে ফিরে আসা

লোকটি সেমিনারী থেকে স্নাতক হয়েছিল কিন্তু তথাপি তার জীবন বিশ্রীভাবে চলছিল। পরিচর্যার উদ্দেশে লোকদের প্রস্তুত করার জন্য সেমিনারী অথবা স্কুলগুলির লক্ষ্যটি কী? যারা ব্যক্তিগত অথবা বৈবাহিক সংগ্রামগুলির মধ্যে আছে তাদের কি স্নাতক করা উচিত? কয়েক জনের কাছে, এই প্রশ্নগুলি অযৌক্তিক। কীভাবে তারা তাদের স্নাতক করতে পারবেন না?

মণ্ডলীগুলি মনে করে সেমিনারীগুলি থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করা শিক্ষার্থীরা পরিপক্কতা লাভ করেছে কারণ তারা তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছে। তথাপি স্কুলগুলি তাদের প্রয়োজনীয় চরিত্র এবং আত্মিক পরিপক্কতার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয় না। এই কারণে আত্মিক পরিপক্কতার লক্ষ্যটি সম্পূর্ণ করার পক্ষে শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করার বিষয়টি পর্যাপ্ত নয়।

আমাদের প্রশিক্ষণকে আরও পরিশুদ্ধ করার মহত্তর উদ্দেশ্যে আমাদের স্কুলগুলির শিক্ষামূলক পদ্ধতিগুলির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরিচর্যার জন্য যদি লোকদের তৈরী করতে হয়, তবে আমাদের অবশ্যই তাদেরকে পরিচর্যার জন্য পর্যাপ্তরূপে নির্দ্দিষ্ট রূপে তাদের গড়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সেবা করার জন্য তাদের মনোভাব এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার মানসিক গঠন তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণকে অবশ্যই কেবল জ্ঞান সরবরাহ করার উর্দ্ধে যেতে হবে।

খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি এই প্রয়োজনের পরিবর্তন করে কারণ এটি হচ্ছে সুসমাচারের প্রাথমিক বিষয়। আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। অন্যদের প্রকৃতরূপে সেবা করার জন্য জন্য তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে জীবন যাপন করার বিষয়ে ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের জীবন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

> "কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হইয়াছ; কেবল দেখিও, সেই স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ করিও না, বরং প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের দাস হও" (গালাতীয় ৫:১৩)।

আমরা যদিও সব থেকে ভাল চাই, বছরের পর বছর যখন এই লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণ হয় না তখন এটি সহজেই নিন্দার বিষয়ে পরিমত হয়; আপনার মণ্ডলী যদি এই ধরণের অপ্রস্তুত পালকদের মধ্যে এক জন ব্যক্তিকে পালক হিসাবে গ্রহণ করে তবে প্রয়োজনটি একটি অসাধারণ সমস্যায় পরিণত হবে।

একটি অপেক্ষাকৃত অধিক ভাল উপায়

কীভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে (এর সঙ্গে জীবন প্রক্রিয়া উপমা) সেই বিষয়ে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য মূল লক্ষ্যগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের জীবনব্যাপী লক্ষ্যগুলি ব্যবহার করার দ্বারা, একটি বিদ্যালয় একটি পূর্ণরূপে একীভূত কাঠামো লাভ করতে পারে যা এক জন ব্যক্তির বুদ্ধিগত এবং আত্মিক, সামগ্রিক সত্তার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়। এই বোধগম্য আবেদনটি হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়টি হচ্ছে বৃদ্ধির বিভিন্ন ভাগগুলি পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য লাভ করা, আত্মিক বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পর্যায়কাল চলাকালীন যে লক্ষ্যগুলি এবং প্রক্রিয়াগুলি ঘটে সেই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য লাভ করা। এই আবেদনটি নির্দেশনাদানকারী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পাঠক্রম তৈরী করতে, প্রশিক্ষণের সুযোগগুলি প্রস্তুত করতে এবং তাদের শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য বিশেষ প্রকল্পগুলি তৈরী করতে সক্ষম করে।

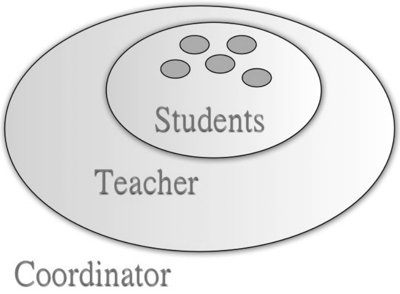

জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটিকে কীভাবে প্রশিক্ষণের মূল ফোকাস করতে হবে সেই বিষয় বিভিন্ন পরামর্শগুলি পরে আরেকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। যাইহোক, এখানে আমরা দেখবো কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এই বোধগম্য দৃষ্টিভঙ্গিটি কী করতে পারে।

খ্রীষ্টান স্কুলগুলি প্রায়ই নিম্নলিখিত তালিকাটির কয়েকটি মনোনীত বিষয় ব্যবহার করে, কিন্তু ঐ উপাদনগুলি যদি ভালোভাবে সমন্বিত না হয়, অথবা সামগ্রিক বিষয়টির পরিবর্তে কেবল আংশকিভাবে সমন্বিত করে, তবে ঈশ্বর দৃশ্যটির মধ্যে যে পূর্ণ ক্ষমতা বা শক্তি আনতে চান সেই ক্ষমতার অভিজ্ঞতাগুলি তারা লাভ করতে পারবে না। । আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই বিষয়টিকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছি: কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী।

কো-অর্ডিনেটরদের দায়িত্বসমূহ (প্রিন্সিপ্যাল অথবা পরিকল্পনা সমিতি)

- সমস্ত প্রশিক্ষণের একীভূত মূল পূর্ণ গঠনটির বিষয় নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণটি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছানোর বিষয়ে আস্থা দিতে হবে।
- ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার উপর ফোকাস করতে হবে।
- এমন একটি লক্ষ্য তৈরী করতে হবে যাতে প্রত্যেকে প্রশাসন, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারে।
- প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যেকে বৃদ্ধির একই পৃষ্ঠায় আছে, শিক্ষক, প্রশাসন এবং শিক্ষার্থীরা এর অন্তর্ভুক্ত।
- ঈশ্বরের সেবরা লক্ষ্যটি সব থেকে উত্তম এবং প্রয়োজনীয় বলে স্পষ্টরূপে সত্যতা সমর্থন করা।
- স্কুলের সমর্থকদের কাঝে স্বচ্ছতা দান করা।
- আত্মার ভূমিকা এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।

শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের দায়িত্বসমূহ

- প্রত্যেকটি পাঠক্রম গ্রহণ করা এবং সমগ্র প্রশিক্ষণের মধ্যে এর স্থান দেখা।
- পাঠক্রমটি কীভাবে শিক্ষার্থীদের আত্মিক বৃদ্ধি এবং সেবা কাজের সঙ্গে সংযুক্ত সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আলোচনা করা।
- প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে অর্থ এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি খুঁজে বের করা।
- প্রত্যেক ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রীকভাবে পাঠক্রমটির মধ্যে ঈশ্বরের যুক্ত থাকার বিষয়টির অনুসন্ধান করা।
- অন্যদের সঠিকভাবে সুসজ্জিভূত করতে ঈশ্বর কীভাবে তাকে ব্যবহার করছেন সেটি দেখে উৎসাহ লাভ করা।
- শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ঈশ্বরকে রাখা।
- ঈশ্বরের উচ্চতর লক্ষ্য আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং এই লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা।
- শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষা দানের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান যাচ্ঞা করা।
- শ্রোতাদের সঙ্গে এই দর্শনটির বিষয় আলোচনা করুন।
- অবিশ্বাস্য ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সম্মুখীন শিক্ষার্থীদের সুসজ্জিভূত করার সময় ঈশ্বরের সত্যের পরাক্রম প্রকাশ করা।

- মণ্ডলীর বাইরের কোনও লোকের কাছ থেকে সমাধান খোঁজার পরিবর্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আস্থার সঙ্গে বলা।
- বুদ্ধি গত ভাবে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে যত্ন করার বিষয় লক্ষ রাখা।

শিক্ষার্থীদের দায়িত্বসমূহ

- তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির বিষয়টি উপলব্ধি করা।
- তার জীবন এবং পরিচর্যা কাজে ঈশ্বরের উদ্দেশের প্রতি এই প্রচলিত প্রশিক্ষণটি কীভাবে সম্বন্ধ যুক্ত তা স্বীকার করা।
- তার জীবনের মধ্যে এবং মাধ্যমে ঈশ্বরের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করতে এই প্রশিক্ষণটি কীভাবে তাকে সক্ষম করে তা দেখা।
- তার আত্মিক জীবনের পথে সে কোথায় অবস্থান করে তা মূল্যায়ন করা।
- আরও বৃদ্ধি র দিকে আন্দোলিত হওয়া এবং এইভাবে অহঙ্কারী হওয়ার বিষয়ে প্রলোভনকে কিছুটা কম করা।
- অতীত বৃদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত হওয়া।
- তাকে নিয়মিত মনে করিয়ে দিতে হবে যে প্রশিক্ষণটি তার সমগ্র জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে।
- তার সমগ্র জীবনের জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান অনুভব করা।
- তার আত্মিক ভিত্তির সঙ্গে দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রশিক্ষণটি কীভাবে সংযুক্ত সেই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করা।
- বিদ্যমান অসমাধানযোগ্য ব্যক্তিগত সংগ্রামগুলির জন্য সমাধানগুলি আবিষ্কার করার দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া।
- পাপ থেকে স্বাধীন হওয়া! বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া।
- সেবার প্রতি মনোযোগ আরোপ করা।
- অতীতের ব্যর্থতাগুলির নিরুৎসাহকে জয় করা।
- অন্যদের আত্মিক বৃদ্ধি র স্তর যাইহোক না কেন তাদের প্রশিক্ষণ দিতে শেখা।

এই লক্ষ্যগুলি যখন শিক্ষার্থীদের মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীণ উদ্দেশ্যসহ বৃহত্তর উপযোগীতার মধ্যে নিয়ে আসে তখন এটি সকলের জন্য একটি জয়-জয়কার পরিস্থিতি হবে, যাতে মণ্ড লী যখন আরও অধিক খ্রীষ্টের মতো হবে, তাঁর গৌরব এই পৃথিবীতে আরও উজ্জ্বল এবং মহত্তর হবে।

একটি পৃথক পাঠক্রম

এক জন শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে একটি পৃথক জীবনের মূল বিকাশ যুক্ত হওয়ার দ্বারা, এই বিষয়গুলি এমনভাবে আরও ভাল উপায়ে বলা যাবে যে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতাগুলি থেকে সব থেকে বেশী লাভবান হতে পারবে। যে কোনও শিক্ষার্থী যারা পরিচর্যা কাজের মধ্যে প্রবেশ করছে তারা কেবল ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষিত হবে না কিন্তু তারা অন্যদের প্রবল কামনা পুনরায় ফিরে পাবার বিষয়ে সাহায্য করতে চাইবে, প্রভুর কাছে আরও গভীরভাবে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে চাইবে এবং বিশ্বাসীদের আরও বৃদ্ধি পাবার জন্য উদ্দীপ্ত করতে পারবে।

বিদ্যালয়গুলিতে কতগুলি সমস্যা উদ্ভূত হবে। এক জন ব্যক্তি কীভাবে নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ ধারাটিকে কীভাবে পরস্পর বিজড়িত করবে? আমরা যদি ঐ লোকদের বৃদ্ধি লাভে অনিচ্ছুক হতে দেখি তাহলে কী হবে? অথবা যারা আরও কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে তাদের আমরা কী বলতে পারি?

এই সমস্ত বিস্তারিত বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলার অবসর এখানে নেই। শেষে, একটি স্কুল অথবা একটি মণ্ডলী যখন এর সেবা কাজগুলি পরিচালনা করবে তখন তাদের অবশ্যই বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি মনে রাখতে হবে, তারপর আমাদের প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রার্থনা সহকারে বিষয়টি পুনরায় চিন্তা করা প্রয়োজন।

পাঠ

- পরিচর্যা কাজের জন্য প্রকৃত প্রস্তুতি দান করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণটি পূর্ণরূপে গঠন করার বিষয় কো-অর্ডিনেটররা অনেক বেশী আস্থা লাভ করবে।
- তাদের প্রশিক্ষণটি কীভাবে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশের অংশ তা আবার আবিষ্কার করার দ্বারা শিক্ষকরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেক বেশী অর্থ খুঁজে পাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাপকে জয় করতে শিখবে এবং অন্যরা আত্মিক বিকাশের যে স্তরেই থাকুক না কেন তারা তাদের খ্রীষ্টে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য প্রশিক্ষিত করবে।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

• গালাতীয় ৫:১৩

প্রদত্ত কাজ

○ অতীত অথবা বর্তমান শিক্ষার্থী হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করুন;আপনার আত্মিক বৃদ্ধি র স্তর কী ? আপনি কি মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষ অথবা অন্যান্য প্রশিক্ষণগুলি পবিত্র আত্মার পূর্ণ শক্তিতে অন্যদের সেবা করতে আপনাকে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা করুন।

○ আপনি কি অন্যদের প্রশিক্ষিত করেছেন অথবা শিক্ষা দিয়েছেন ? আপনি শিক্ষার্থীদের আত্মিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি বিষয়কে অথবা ঈশ্বরের জীবনের লক্ষ্যগুলিকে একীভূত করার বিষয়ে কি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ? ব্যাখ্যা করুন।

○ প্রেরিত ২৭:২৩ পদে পৌল কীভাবে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেছিলেন ? পূর্ণরূপে আমাদের জীবন যাপনের জন্য এই প্রত্যেকটি উপাদান কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ? "কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন..." (প্রেরিত ২৭:২৩)।

○ আপনি যদি একটি খ্রীষ্টিয় কলেজ শিক্ষক অথবা প্রশাসক হন, আপনি কি মনে করেন আপনার স্কুল এই জীবনের মর্ম উদ্দেশ্যটি সাদরে গ্রহণ করবে ? ব্যাখ্যা করুন। আপনি তথাপি যদি এটি প্রয়োগ করেন তবে কী কী সঙ্কট উদ্ভূত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

#৩৮
খ্রীষ্টিয় কে - ১২ বিদ্যালয়গুলির প্রশিক্ষণ

খ্রীষ্টান স্কুলগুলিতে অসংখ্য শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট স্কুলগুলিতে বছরে দশলক্ষ পঁচিশ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীরা যোগদান করে। জাগতিক শিক্ষা যখন কার্যকলাপের দিক থেকে আরও অধিক জাগতিক, অনৈতিক এবং পুরোদস্তুর অমার্জিত হয়ে যাচ্ছে, তখন ক্রমবর্দ্ধ মানভাবে বাবা এবং মায়েরা খ্রীষ্টান স্কুলগুলির এবং হোম স্কুলগুলির শরণাপন্ন হচ্ছে। আমাদের শিশুদের মধ্যে জাগতিকতা কী সংঘাতিক ক্ষতি করছে ! চরিত্র এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের উপর এটি হচ্ছে জ্ঞানকে প্রতিমায় পরিণত করার একটি ফল।

খ্রীষ্টান স্কুলগুলি যে প্রশিক্ষণ দেয় তা হল অমূল্য, শিশুদের সঙ্গে তারা যে সময় দেয় বিশেষ করে সেই বিষয় বিবেচনা করে এটি বলা যায়, কিন্তু এটি ভুললে চলবে না যে দর্শন এবং পরামর্শ দানের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে মণ্ডলীতে এবং পরিবারে হওয়া উচিত। যাইহোক, খুব অল্প সংখ্যক মণ্ড লীগুলি তাদের লোকদের শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পরিবারগুলি সর্বদা উত্তম সাহায্যগুলি ব্যবহার করতে পারে। (তারা অন্য পরিবারগুলির সঙ্গে কাজ করতে পারে যারা এটি সম্পাদন করার জন্য এই ধরণের প্রশিক্ষণকে আদর্শ করছে।)

খ্রীষ্টান স্কুলগুলি কি এই শিষ্যত্বের ধারণাগুলি এবং প্রশিক্ষণ উপকরণগুলি ব্যবহার করতে পারে? অবশ্যই পারে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সঠিক পরামর্শদাতাদের দিয়ে শুরু করতে হবে। আমরা যখন ঈশ্বরের কাজ করার প্রাথমিক উপায়টি চিহ্নিত করতে পেরেছি, তখন তাঁর কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে চালু না করলে আমরা মূর্খ প্রতিপন্ন হবো। কয়েক জন তাদের দায়িত্বগুলিকে অবহেলা করছে বলে আমরা তাদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের বিনাশপ্রাপ্ত হতে দিতে পারি না। একটি আরও অধিক সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শাসনতন্ত্র ঘটানোর জন্য এটি একটি সুযোগে পরিণত হয়েছে।

রূপান্তরিতকরণ কেবল শিক্ষিতকরণ নয়

এই স্কুলগুলি এবং শিশুদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে চিন্তা করুন:

- শিশুরা যেন তাদের জীবনের জন্য ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে।
- শিশুরা অন্যদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার দ্বারা যেন অনুপ্রাণিত হয়।
- শিশুরা যেন বুঝতে পারে যে এই জগতে যে বিষয়গুলি তাদের প্র চণ্ডভাবে প্রলুব্ধ করে তার থেকে ঈশ্বরের উপায়গুলি এবং উদ্দেশ্যগুলি অনেক বেশী শক্তিশালী।

ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে যখন অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় কেবল তখনই জগৎকে শক্তিশালী বলে মনে হতে পারে। সব থেকে ভাল অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে তাঁর লোকদের জীবনে ঈশ্বরের গৌরবময় উদ্দেশ্য এবং পরাক্রম অনাবৃত করা।

> "যেন তিনি আপনার প্রতাপ-ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও" (ইফিষীয় ৩:১৬-১৯)।

ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি আমাদের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে আমাদেরকে লক্ষ্যগুলির মধ্যে সৎ হতে দেয়, আমাদের আবেদনকে স্পষ্ট করে এবং আমাদের নিয়ম বিষয়ক বিজ্ঞানে সৃজনশীল হতে দেয়। প্রতিষ্ঠানটি যখন পরিবর্তিত হয় তখন প্রায়ই চ্যালেঞ্জগুলি উত্থিত হয়। এই কারণেই নেতাদের প্রস্তুত করা হয়।

আপনার স্কুলের লক্ষ্যগুলি যত্নসহকারে দেখুন। সেগুলি কি সম্পূর্ণ হয়েছে? কী কী বিষয়ের অভাব আছে তুলনামূলক বিচার করে দেখুন। অনুরোধ অথবা প্রয়োগের উদ্দেশে এক জন ব্যক্তির যুক্তিগুলিকে সুদৃঢ় করতে এই তালিকাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হতে পারে। স্কুলগুলির অবহেলিত হওয়া উচিত নয়, আরও খারাপ হবে যদি মণ্ড লীগুলি এবং সেই সমস্ত বাবা মায়েরা অবজ্ঞাত হন যারা তাদের সন্তানদের জন্য আরও অধিক চরিত্র-কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্বেষণ করেন, কিন্তু তাদের উচিত ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্কুলটির লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য সহযোগী অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা।

যাইহোক কতগুলি সতর্কতা আছে। সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কাজ করা। মণ্ডলীটি যখন সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস স্বীকার করে, তখন অনেক শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর যখন প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিশুর মধ্যে পবিত্রতা চান এবং দাবি করেন, তখন প্রত্যেকের জীবনে পবিত্র আত্মা কাজ করেন না। অনেকের ঈশ্বরের বিষয়গুলির জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকে না, তারা জাগতিক শিক্ষার উপর একটি খ্রীষ্টান স্কুলের আপেক্ষিক সুবিধাগুলি চান।

লোক দেখানো বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি প্রকৃত আত্মিক কাজের পুনরুৎপাদনের বিকল্প হতে পারে না। কোনও আগ্রহ তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের কাজের অভাব ইঙ্গিত করে না। আমাদের এরকম ভণিতা করাও উচিত নয় যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা "ঈশ্বরের সন্তান।" ঈশ্বর তাদের জীবনে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারার আগে এই সন্তানদের প্রথমে পরিত্রাণ লাভ করা উচিত।

ঘরেও একই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা যখন আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমাদের সন্তানরা প্রভুকে জানুক, তখন সকলে তা জানে না। তথাপি আমরা এই আশা নিয়ে প্রশিক্ষণ দিই যে তারা প্রভুকে জানবে। যীশু ছাড়া, কোনও আত্মিক জীবন নেই এবং সেই কারণে আত্মিক বৃদ্ধি ও নেই। ঘরে, এই বিষয়গুলি মনে রেখে আমরা বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আরোপ করতে পারি। স্কুলগুলিতে এটি আরও অধিক কঠিন।

সম্ভবত, এই প্রশিক্ষণটিকে, অথবা এর কতগুলি অংশকে, সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রয়োগ করার বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ভাল আবেদন হবে। বাবা মা অথবা শিশু, যারা আগ্রহী তাদের জন্য পরামর্শদাতার ব্যবস্থা করার বিষযটিতে মনোযোগ দিতে হবে।

সময় এবং সম্পর্কের স্থায়িত্ব রক্ষা করার বিষয়টি স্কুলের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা আছে। অধিকন্তু, শিক্ষার্থীদের প্রায়ই উন্নয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর ফোকাস করার জন্য অতিরিক্ত সময় থাকে (যার ফলে স্কুল থেকে সেখানে "ডে কেয়ারের" ব্যবস্থা করা হয়)।

যোগ্য পরামর্শদাতাদের খুঁজে বের করা

অর্থকরী সমস্যাগুলি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত পরামর্শদাতাদের খুঁজে বের করা। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যারা এই ধরণের পরামর্শদান পরিচালনা করার জন্য সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা যথেষ্ট পরিপক্ক। যাইহোক, আমি অত্যন্ত ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেশ কিছু লোক আছেন যারা শিক্ষার্থীদের আত্মিকভাবে উন্নত করার বিষয় সাহায্য করতে ভালোবাসেন।

স্কুলটি যদি একটি মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, যা প্রায়ই ঘটে, তবে মণ্ডলী চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং স্বেচ্ছামূলকভাবে অথবা বেতন গ্রহণ করার দ্বারা এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য এর নিজস্ব সদস্যদের কয়েক জনকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। শিশুরা একবার প্রশিক্ষিত হলে, কয়েকটি প্রাথমিক উপায়ে তারাও অন্য শিশুদের পরামর্শদাতা হিসাবে সেবা করতে পারবে। শিশুদের জীবনগুলির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর কী আশ্চর্য্য ভাবে কাজ করতে পারেন তা দেখার জন্য হৃদয় খোলা রাখুন।

বিদ্যালয়গুলিতে কার্যকরী প্রশিক্ষণ

যোগ্য নেতারা যদি দর্শনটি এবং শিশুদের প্রশিক্ষণ দানের উপকরণগুলি পায়, তাহলে এটি একটি উত্তম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য পরিকাঠামো দান করে। মনোনীত পাঠক্রম এবং বাইবেল অধ্যয়নের পূর্ণতাদায়ক উপকরণগুলিসহ ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দানের বিষয়টি আত্মিক উন্নয়নের জন্য সব থেকে ভাল পরিবেশ।

শিশুদের আত্মিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য চার্টগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে সাবধান হবেন। উদাহরণস্বরূপ, যে সময় সীমার মধ্যে এক জন নিয়মিত প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বাসী বৃদ্ধি লাভ করতে পারে তা একটি শিশুর থেকে অনেক দ্রুত। বয়েস এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, এক জন নতুন বিশ্বাসীর বৃদ্ধি পেতে যেখানে তিন চার মাস লাগে, সেখানে একটি শিশুর তিন চার বছর সময় লাগতে পারে। এই সত্য তথ্যগুলি মনে রেখে একটি মানানসই পাঠক্রম প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বিশেষ পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলির উপর নির্ভুলভাবে ফোকাস করার জন্য বিভিন্ন চার্টগুলি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

স্কুলটিকে বয়োসন্ধিকালের মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করা কিশোর কিশোরীদের এবং যাদের মন পরিপক্কতার দিকে যেতে শুরু করেছে তাদের বশেষ ভাবে বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাদের জীবনে জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণটির প্রাসঙ্গিকতা অবিরত দেখানোর জন্য সেখানে বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলি থাকবে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন থাকবে যা তাদের কাছে বলা প্রয়োজন।

মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তনগুলি ঘটার বিষয়গুলির ব্যাখ্যা তাদেরকে এই সময় তাদের আত্মিক জীবন প্রতিপালন করার গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। এমনকি তারা যদি দ্বিতীয় স্তরের প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ করে থাকে (অর্থাৎ "যুবকদের"), শারীরিক এবং আবেগ সংক্রান্ত উন্নয়নের বিভিন্ন দশার নতুন বিন্যাসের সমস্যা এবং আত্মিক যুদ্ধ গুলির উপর আবার বিশেষ প্রয়োগ এবং জোরালো প্রকাশসহ এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সব থেকে ভাল হতে পারে।

স্কুলগুলির অনেক বেশী সময় বিশেষ সমস্যাগুলি এবং পরিস্থিতিগুলি বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করে বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়। উদাহরণ, তারা যখন তাদের কাজের শেষের দিকে অগ্রসর হয়, তারা তখন ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীণ উদ্দেশ্যটি মনে রেখে তাদের কর্মজীবনের মনোনয়ন, জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী মনোনয়, ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারে।

চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে বাইবেলের জ্ঞানের উর্দ্ধে যাওয়া। একটি উদ্দেশ্য সহ বাইবেল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কীভাবে খ্রীষ্টে জীবন যাপন সম্পূর্ণ করতে এটি প্রয়োগ করতে হবে তা শিশুদের দেখা প্রয়োজন।

"ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়" (১ তীমথিয় ৩:১৬-১৭)।

এই সত্যগুলি তাদের জীবনে আমরা যদি বন্ধন করতে না পারি, তাহলে তারা এই সত্যগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক রূপে দেখবে, সহজেই "ছুঁড়ে ফেলে দেবার যোগ্য হিসাবে" দেখবে। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক হিসাবে দেখাতে পারি, তবে যুবক বিশ্বাসীদের একটি শক্তিশালী প্রজন্ম বিকশিত হবে।

এমনকী প্রকৃত বাইবেল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং আরাধনার মূল কেন্দ্রে সর্বদাই অহঙ্কারের বিপদ থাকে, তাদের অপরিপক্কতার কারণে, শিশুরা বিশেষভাবে সহজেই আবেগের দ্বারা চালিত হতে পারে। যাইহোক, সঠিক প্রশিক্ষণসহ, শিশুটি (একইভাবে প্রাপ্তবয়স্কও) অন্যদের নতভাবে সেবা করার আনন্দের উপর মনোনিবেশ করার দ্বারা উদ্ধ ত হওয়ার প্রলোভনকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। আত্মিক বিকাশকে রুদ্ধ করার দিয়াবলের প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হবে। শিশুরা অন্যদের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক বিকাশ দেখার বিষয়টিকে সম্মান করে।

সারাংশ

খ্রীষ্টান স্কুলগুলি দারুণ আত্মিক প্রশিক্ষণের সুযোগগুলি দিতে পারে। উত্তম পরামর্শদানকারী সহ ক্লাসে প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি প্রশিক্ষণের সময়গুলিকে মহান করে তোলে। এই পছন্দগুলিকে প্রামাণ্য বিষয় হিসাবে সমর্থন করার জন্য অর্থপূর্ণ মুহূর্তগুলিসহ ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলির একটি অবিরত প্রতিমূর্ত্তি উপস্থাপন করার দ্বারা , শিশুরা আরও বেশী সহজভাবে ঈশ্বরের মূল্যবোধগুলিকে চিহ্নিত এবং গ্রহণ করতে পারে এবং জগতের মধ্যস্থ মন্দ বিষয়গুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

পাঠ

(৪) কে-১২ খ্রীষ্টান স্কুলগুলির বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দানের অপূর্ব সুযোগ আছে কারণ তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষকদের নিয়মিত সংযোগ থাকে। এই স্কুলগুলির সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জগুলি হচ্ছে:

- অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তা জানা।
- অল্প বয়েসী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের উপকরণগুলি তৈরী করতে হবে কারণ তারা তাদের বয়েসের কারণে খুব ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়।
- জীবনের মর্ম দর্শনটি সহ সুসজ্জিভূত রূপান্তরিত পরামর্শ দাতাদের লাভ করা।
- বাবা মা, মণ্ডলী এবং কতৃপক্ষগুলির কাছে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝাতে হবে।

মুখস্থ্ করুন এবং ধ্যান করুন

- ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭
- ইফিষীয় ৩:১৬-১৯

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি কি কখনও একটি খ্রীষ্টান স্কুলে অথবা গৃহ বিদ্যালয়ে থেকেছেন? আত্মিক প্রশিক্ষণটি কীরকম দেখতে ছিল? এটি কি যথেষ্ট ছিল? ব্যাখ্যা করুন।

○ গভীরভাবে পরামর্শ দানের বিষয়টি সম্পর্কে এই স্কুলগুলি কি মণ্ড লীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো? ব্যাখ্যা করুন।

○ স্কুলে অথবা মণ্ডলীতে অবিশ্বাসী শিশুদের নিয়ে কাজ করার বিষয় আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে? কীভাবে আপনি তাদের সামলিয়ে ছিলেন? আরও অধিক কী করা যেতো?

○ আপনি কি কে-১২ স্কুলের প্রশাসক অথবা শিক্ষক? এই পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আপনি যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কয়েকটি বিবেচনা করুন। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা করুন। প্রার্থনা শুরু করুন!

#৩৯
একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রভু যেভাবে শারীরিকভাবে বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেইভাবে তিনি তাঁর লোকদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি র জন্যেও পরিকল্পনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে একগুচ্ছ অনুপম আগ্রহ এবং অনুগ্রহ দানগুলি দিয়েছেন যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত কর্মশক্তির দিকে চালিত করতে পারে।

আমরা যখন অসংখ্য চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থাপন করেছি, তখন আমরা যদি আমাদের উপস্থাপিত এই চ্যালেঞ্জগুলিসহ থেমে যাই, তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কোনও না কোনও ভাবে বিকৃত হবে। অতএব এই তিনটি স্তর ছাড়াও আমরা আরেকটি অন্য স্তরের বিষয় আলোচনা করেছি, সেই একটি স্তর হচ্ছে যে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

একটা সময় আসবে, যখন ঈশ্বর আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে রূপান্তরিত করবেন এবং একটি নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ তিনি আমাদের সমগ্র সত্তা এবং সম্পূর্ণতায় তিনি আমাদের তাঁর কাছে উপস্থিত করবেন। এই দেহটি অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে থাকবে। কারণ যারা বিশ্বাসে অটল থাকবে , তারা জীবন মুকুট পাবে।

"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে" (যাকোব ১:১২)।

জীবনের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটানা চলার আকুলভাবে কামনা করা, যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকা এবং পুনরুৎপাদনের দ্বারা এর অস্তিত্ব বজায় রাখা। যদিও কয়েক জন শিক্ষা দেয় যে মৃত্যু হচ্ছে স্বাভাবিক, এটি অত্যন্ত অসত্য। যদি মৃত্যু জীবনের আরেকটি অংশ হতো, তবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এত দুঃখজনক অনুষ্ঠানে পূর্ণ হতো না।

আমাদের আত্মিক জীবন তাদের সম্পূর্ণতা এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় যখন আমরা তাঁর উপস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরের সম্মুখে একটি সিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ সত্তায় দাঁড়াই। যীশু তাঁর অনুগামীদের সতর্ক করে বলেছিলেন যেন তারা এই পৃথিবীতে যা কিছু চোখে দেখছে সেই সকল বিষয়কেই সত্য বলে মনে না করে। এই পৃথিবীতে আমাদের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা জীবন আরও অধিক অর্থপূর্ণ।

বিশ্বাসে জীবন যাপন করার অর্থ কেবল এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা নয়, কিন্তু এখানে আমাদেরকে প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা কী করি সেই বিষয়টিকে সঠিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া। এটি কেবল তখনই আসে যখন আমরা অনন্তকালের আলোকের মধ্যে বাস করি। তখনই আমরা আমাদের সময়কে সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করতে পারি এবং পৃথিবীতে আমাদের শক্তিকে ফোকাস করতে পারি।

দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ

আমরা আমাদের সময়কে কীভাবে উপলব্ধি করতে পারি তার উপর অনন্তকালীনতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা গঠিত হয় না কিন্তু কীভাবে আমরা অন্যদের প্রশিক্ষণ দিই তার উপর এই ধারণাটি গঠিত হয়। এই ভাবে সময় অতি দ্রুত চলে যাওয়া এবং অনন্তকালের এগিয়ে আসার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া, আমাদের প্রাধান্যগুলি সর্বদা তীর্যগ্ হবে। যোহন বিষযটিকে যেভাবে দেখেছেন আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে ভালোবাসি:

প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কি হইব, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব। আর তাঁর উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ" (১ যোহন ৩:২-৩)[১৮]

18 This is my favorite Bible verse!

কী ঘটবে এই আশাটি আত্মিক উন্নয়নের উপর কীভাবে আবার উদ্দীপনা তৈরী করতে পারে লক্ষ করুন, বিশেষ করে বিশুদ্ধ তার দিকটিতে (কিন্তু এটি আমাদের ফলের আকৃতি দান করে)। সত্যের বিষয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যত স্পষ্ট হবে, তত অধিক আমরা এর দ্বারা গঠিত হবো।

ঈশ্বরের মহানগরীর অন্বেষণ করা

স্তর #৩ পরিপক্বতা সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু সেটি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এটি এই পৃথিবীতে থাকাকালীন একটি প্রভাব। "সমস্ত সৃষ্টি এখনও পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে " (রোমীয় ৮:১১৮-২২), সুতরাং আমরাও পাপের বিষাক্ত স্পর্শ থেকে দূরে থেকে ধার্মিকতার বস্ত্র পরিহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছি এবং প্রভুর উপস্থিতির মধ্যে বাস করছি।

> "কেবল তাহা নয়, কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার - আপনা আপন দেহের মুক্তির - অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি" (রোমীয় ৮:২৩)।

এই ভবিষ্যত রূপান্তরণ রক্ষা করার বিষয়ে আমাদেরকে পৃথিবীতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী সেই বিষয়ে সতর্ক করে।

এই পৃথিবীতে এখন ঈশ্বর তার জীবনে কী করতে চান সেই বিষয়ে সম্ভাব্য প্রত্যাশায় প্রত্যেক বিশ্বাসীর সম্পূর্ণরূপে উৎসাহিত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ প্রতিজ্ঞাগুলির অপরিমেয়তার সঙ্গে তুলনায়, পরিবর্তনগুলি এখানে খুবই অল্প, তথাপি এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যাইহোক, আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের আত্মিক জীবন এবং বিকাশের বিষয়টিকে খাটো করে দেখতে পারি না বা সাহস পাই না। নতুন জীবন ছাড়া, অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরের পরিবারে যোগদান করা ছাড়া, আমরা চিরকালের জন্য তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হতে পারি না।

আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধতা

আমরা যাতে ভবিষ্যতে আমাদের পুরস্কার অনুসারে এই পৃথিবীতে আত্মিকভাবে উন্নতি করতে পারি এবং ফল বহন করতে পারি তার জন্য ঈশ্বর এটি করেছেন। এটি হচ্ছে একটি পরিমাপ যার দ্বারা বিশ্বাসীরা জীবন শেষ হয়েগেলে বিশ্বাসীরা এর দ্বারা বিচারিত হবে। তিনি আমাদের উদ্যোগ এবং আরাধনা উপলব্ধি করবেন। আমাদের কী করা উচিত ছিল এবং আমরা বাস্তবিক কী করেছিলাম সেই বিষয়গুলি তিনি তুলনা করবেন।

একটি নীতি গল্পে যে দাস একটি তালন্ত কাজে না লাগিয়ে রেখেদিয়েছিল সেই দাসকে তিরস্কৃত করার দ্বারা যীশু আমাদের ঈশ্বরের প্রত্যাশাগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "কিন্তু তাহার প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে, আমি যেখানে বুনি নাই, সেইখানে কাটি, এবং যেখানে ছড়াই নাই, সেইখানে কুড়াই?' " (মথি ২৫:২৬)।

পৌল বীজবপন এবং বৃদ্ধি র উপমাটি ১ করিন্থীয় ৩ অধ্যায়ে ব্যবহার করেছেন, "আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক,এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে" (১ করিন্থীয় ৩:৮)। ঈশ্বর তাঁর মানদণ্ড অনুসারে আমাদের কাজের গুণগত মানের বিচার করবেন, আমাদের মানদণ্ড অনুসারে নয়।

> কারণ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নিতেই হয়;আর প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি প্রকার, সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে। যে যাহা গাঁথিয়াছে, তাহার সেই কর্ম্ম যদি থাকে, তবে সে বেতন পাইবে। যাহার কর্ম্ম পুড়িয়া যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পাইবে। তথাপি এরূপে পাইবে, যেন অগ্নির মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবে" (১করিন্থীয় ৩:১৩-১৫)।

ঈশ্বর ভবিষ্যতের বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এখনও জীবনের পূর্ণতা এবং গৌরবের অসংখ্য অপ্রকাশিত বিষয়গুলি আছে যা আমরা অধিকার করবো। তিনি আমাদের সেই বিষয়গুলির ইঙ্গিত এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে বিষয়গুলি এখনও আসেনি (মার্ক ১০:২৯-৩০;রোমীয় ৮:২১)। এই অনন্তকালীন সত্যগুলির আলোকে-আমাদের প্রশিক্ষণটিসহ আমরা যা করেছি এবং বলেছি সেই সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য এই সত্যগুলি আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।

ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা ঘটাতে চাইছেন সেটাই আমাদের জীবনে পরিণত হয় না কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের নিজেদের সাড়া দানের উপর আমাদের জীবন কেমন হবে তা নির্ভর করে। এখানে এই পৃথিবীতে আমরা কী করি এবং কী মানসিকতায় আমরা এটি করি তার উপর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমাদের প্রতি কী ঘটবে তার একটি বড় প্রভাব থাকে। আমাদের সংক্ষিপ্ত বর্তমান জীবন আমাদের অনন্তকালীন ভবিষ্যতের গঠন তৈরী করে।

কয়েক সময় আমরা আমাদের সন্তানদের সঙ্গে বসে পুরাতন ছবি অথবা ভিডিয়োগুলি দেখি। ঐ ছবি এবং ভিডিয়োগুলি অতীতের দৃশ্যগুলিকে ধরে রেখেছে যা অতীতের সিদ্ধান্তগুলিকে টেনে বের করে আনে। আমরা দশটি বছর বিদেশে জীবন যাপন করার বিষয় মনোনীত করেছিলাম। আমার স্ত্রী এবং আমি আমাদের সন্তানদের জন্য হোমস্কুলের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই সিদ্ধান্তগুলি আমাদের পরবর্তী জীবনে-এবং আমাদের ফটোগুলিত প্রতিফলিত হয়েছিল এবং যে বিষয়গুলিকে সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করেছিল তার গঠনের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনও একই রকম। এখানে আমরা কী কী করছি তার উপর আমাদের অনন্ত জীবনের সংযোগটি সম্বন্ধ যুক্ত হবে।

আমাদের সুযোগগুলি

এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে কেবল বৃদ্ধি র জন্য বৃদ্ধি পাওয়া অপেক্ষা আমাদের জীবনে মহত্তর লক্ষ্য আছে। আমাদেরকে ফলবহন করতে হবে যা আমাদের চারিদিকের লোকদের জীবনকে প্রভাবিত করে। খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে যে ফল উৎপন্ন হয় তা কেবল আমাদের জগতে ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং আলোর পথ দেখানোর বিষয় নয় কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

প্রথমে যিনি আমাদের এই শারীরিক এবং আত্মিক জীবন দান করেছেন তাঁর প্রতি সাড়াদানের সুযোগুলির একটি ধারাবাহিকতা হিসাবে জীবনকে দেখাই হচ্ছে সব থেকে ভাল উপায়।

আমরা কার্যকরী ঈশ্বরীয় প্রশিক্ষণ দিতে চেষ্টা করি, প্রতিজ্ঞাত পুরস্কারের জন্যে নয়, যা অবশ্যই আমাদের কাছে একটি প্রেরণা, কিন্তু আমাদের চারিদিকের লোকদের সফল হতে দেখার যে আনন্দের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তার জন্য। আমাদের একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, আমাদের মতো তারাও যেন ঈশ্বরের গৌরবময় আলো এবং জীবন এক পলক দেখতে পারে, পরিবর্তিত হতে পারে, খ্রীষ্টের পূর্ণতায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, স্থায়ী ফল বহন করতে পারে (যোহন ১৫:১৬) এবং প্রভুর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে তারা যেন মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে তাদের পার্থিব আত্মিক উন্নয়নের আনন্দ অপূর্বভাবে উপভো করতে পারে।

যীশু স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব ধারণ করেছেন, তিনি আমাদের কেবল শিষ্য করতে বলেছেন কারণ ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর প্রেমকে জানার বিষয় অন্যদের প্রশিক্ষণ করার থেকে মহত্তর আর কোনও কাজ নেই। একই সঙ্গে আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য এর মহান সুবিধাগুলি আছে। যীশু ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১০-১২) এবং তিনি বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদেরও এই কাজটিই করতে হবে। শিষ্যত্ব তৈরী করার বিষয়টি আমাদের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আমাদের চারিদিকের লোকদের কল্যাণ করে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করার বিষয়টির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

তাহলে এত কম সংখ্যক লোক কেন শিষ্য তৈরী করে? কেন আমরা ডিগ্রী, জ্ঞান এবং উপস্থিতির বিষয়গুলিকে এত গুরুত্ব দিই এবং জীবন রূপান্তরিতকরণের ধারণাটির সঙ্গে এত কম যুক্ত হই? আমাদের নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের পরাক্রমের অভিজ্ঞতা লাভের অভাবের বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদেরও আমাদের চারিদিকে লোকদের জীবন রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে হবে।

পাঠ

- পৃথিবীতে আত্মিক উন্নয়নের তিনটি স্তর থাকলেও, এটিই শেষ নয়। আমাদেরকে আরও বৃহত্তর এবং অধিক গৌরবময় অনন্তকালীন স্তরের মধ্যে একটি পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, ঠিক যীশু যেমন করেছিলেন।
- এই একটি বিষয়ে আমাদের জীবন এবং পরিশ্রম অনুসারে আসন্ন যুগে আমরা পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবো। ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে ঈশ্বরীয় বিষয়গুলি প্রশিক্ষণ না দেওয়ার পরিণতিগুলি অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে।
- আমরা এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আছি কারণ আমরা ঈশ্বরের লোকদের তাদের পূর্ণতার মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করতে দেখে এবং তাদের বৃদ্ধি র মাধ্যমে তাদের স্থায়ী ফল বহন করতে সক্ষম হতে দেখে আমরা আনন্দ পাই।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- ১ যোহন ৩:২-৩
- যাকোব ১:১২

প্রদত্ত কাজ

○ প্রভুর সেবা করার জন্য আপনার নিজের প্রেরণা এবং নিযুক্তির উপর অনন্তকালীন বিষয়টি কতটা প্রভাবিত করে?

○ মথি ২৮:১৮-২০ পদের উপর ধ্যান করুন। আপনি কি মনে করেন যীশু আমাদের শিষ্য করার জন্য অপেক্ষা করছেন যাতে তিনি এই পৃথিবীতে আরও অধিক তাঁর পরাক্রমী শক্তি মুক্ত করতে পারেন? তাঁর আদেশের সঙ্গে তাঁর কর্তৃত্ব কীভাবে সংযুক্ত?

○ আপনি কি প্রধানত আপনার নিজের বৃদ্ধি সম্পর্কে চিন্তা করেন নাকি আপনি অন্যদের বৃদ্ধি র বিষয়েও চিন্তা করেন? অন্যদের সাফল্য দেখে আপনি কতটা প্রেরণা এবং আনন্দ পান তা ব্যাখ্যা করুন।

#৪০
জীবনী শক্তি

এই বইটিতে আমাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি হচ্ছে যা অলক্ষিত এবং বাস্তব তা স্পষ্ট করা যাতে এটি জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পথটিকে অবিরত প্রভাবিত করে, বিশেষ করে আমাদের প্রশিক্ষণের বিবেচনায়।

জীব বিজ্ঞানীরা যেভাবে একটি চিকিৎসাসংক্রান্ত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন সেই ভাবে একটি প্রক্রিয়াকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি না। একজন জীবনবিজ্ঞানী কেবল তাঁর গবেষণামূলক পরীক্ষাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন;আমরা ঈশ্বরের অভীষ্ট জীবনটির অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আহূত হয়েছি, কেবল এটি নিয়ে গবেষণা করার জন্য আহূত হইনি।

সম্ভবতঃ, আমরাও, ঈশ্‌তাত্ত্বিক, পালক, শিক্ষক এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের মতো মারাত্মক ভূল করেছি। আমরা আমাদের সেবার উপর ফোকাস করেছি কিন্তু আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে খ্রীষ্টের ক্ষমতা প্রদানের বিষয় খুব কম মনোযোগ দিয়েছি। জীবনের মর্ম প্রক্রিয়াটির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপর বার বার ফোকাস করেছে:

- "পরিচর্যা কাজ এবং সেবা কাজের জন্য আমরা কি অন্যদের উপযুক্তরূপে সুসজ্জিভূত করছি?"
- " নেতাদের প্রশিক্ষিক করার জন্য কী করার জন্য যা করা হয়েছে সেই বিষয়গুলিকে আমরা কি যত্নসহকারে মূল্যায়ন করেছি?"
- "ঈশ্বরীয় নের্তৃত্বতের যে কোনও আশাকে ধবংস করতে পারে এমন ধরণের নিচুমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা কেন সহ্য করি?"

আমরা কোন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত অথবা কোন্ স্থানীয় মণ্ডলীতে আমরা সেবা করি, অথবা আমরা কোন পদের দায়িত্ব পালন করি, সেটা কোনও বিষয় নয়। যে বিষয়টি বিবেচ্য সেটি হচ্ছে আমরা অন্যদের শিষ্য করছি যাতে তারা জীবন রূপান্তরিতকরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে। (আমি এখানে প্রচার, শিক্ষা, পরামর্শদান, গৃহ পরিদর্শন, উপদেশ দান, সাক্ষাৎকার, জীবন রূপান্তরিতকরণের উপর বিশেষ মনোযোগ দানকারী উদ্দেশ্যপূর্ণ কথোকথন অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিস্তৃত অর্থে শিষ্য প্রস্তুতকরণের বিষয়টি ব্যবহার করি। এই বিষয়টি ঘটতে দেখার জন্য এক জন এক জন করে শিষ্য করার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সব থেকে সহজ স্থান।)

আমরা যা করি তার মাধ্যমে যদি এই পরিবর্তিত জীবন উৎপন্ন না হয়, তবে আমাদের জরুরীভাবে কী কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সেই বিষয়গুলি পুনরায় বিবেচনা করা প্রয়োজন, এটি আমাদের জীবনে অথবা অন্যদের জীবনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আমরা আমাদের স্কুলগুলির মধ্যে, মণ্ড লীগুলির মধ্যে এবং সদ্যস্যদের মধ্যে নিজেদের বিষয়ে গর্বিত হতে পারি, কিন্তু লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং অন্যদের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রেম এবং আলো অবিকল প্রতিরূপ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ।

কাজের ভার গ্রহণ করা

অন্যদের প্রস্তুত করা আমাদের চ্যালেঞ্জ যাতে তারা আত্মিক বৃদ্ধি র তিনটি স্তরে অন্য লোকদের শিষ্য করতে পারে এবং পারবে। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এই তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেই কারণে আমরা চাকাটিকে পুনরায় প্রবর্তন না করে আমরা বৃদ্ধি র জন্য ঈশ্বরের কার্যকরী পদ্ধ তিটির মধ্যে অংশ গ্রহণ করি।

"তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি, যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি; আর তাঁহার যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপণ করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।"

(কলসীয় ১:২৮-২৯)।

প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে এবং ঐ বিভিন্ন স্তরুগুলিতে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে কী করছেন সেই বিষয়গুলি বিশেষভাবে চিন্তা করার দ্বারা , আমরা আরও ভালোভাবে জানতে পারি আমাদের প্রভুর সঙ্গে কীভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

সারা বিশ্বে আমাদের মণ্ডলীগুলিতে শিষ্যত্বের অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে কী করতে হবে সেই বিষয়ে যীশুর আদেশের সঙ্গে সংযোগহীন হওয়া। ঈশ্বর তাঁর লোকদের যে জীবন দিয়েছেন সেই জীবনের সত্যতা সমর্থন করার বিষয়টিআমাদের কাছে সমাধান হবে, ঐ জীবনকে উন্নত করার ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা, এই বিশেষ উপায়গুলির মাধ্যমে তাঁর লোকদের বৃদ্ধি লাভে উৎসাহিত করা এবং ঈশ্বর কীভাবে চান যে তারাও যেন অন্যদের প্রতি একই কাজ করে সেই বিষয়টি আবিষ্কার করার জন্য তাদের মধ্যে একটি মানসিকতা সঞ্চারিত করা।

প্রাধান্য নির্ধারণ করার একটি জরুরী প্রয়োজন

আমরা যখন নিজেদের এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে এই আত্মিক জীবনের প্রক্রিয়াটিকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য করবো কেবল তখনই একটি অর্থপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এবং লোকদের সঙ্গে আমাদের সময়ের মধ্যে এই মূল অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে একীভূত করার বিষয়টি জটিল।

ঈশ্বরের লোকেরা যদি বৃদ্ধি লাভ না করে, তবে প্রশিক্ষক হিসাবে আমরা ব্যর্থ। একটি গাছ ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করে, আকারে প্রকারে বড় হয় এবং ফলবহন করার জন্য এবং বহুগুণ বৃদ্ধি লাভ করার জন্য ফল উৎপন্ন করার লক্ষ্যে পরিপক্ক হয়। একটি গাছের বৃদ্ধি যদি থেমে যায়, তবে চাষীরা জানে এটি সর্বদাই রোগের অথবা জলের এবং পুষ্টির একটি নেতিবাচক চিহ্ন, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়।

ঈশ্বরের লোকদের বৃদ্ধি পেতে সক্ষম না করতে পারার জন্য মণ্ডলীকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। খ্রীষ্টান প্রশিক্ষণ স্কুলগুলি, সেমিনারীগুলি এবং মণ্ডলীগুলির ঈশ্বরীয় নেতাদের উপযুক্তভাবে না গড়ে তোলার জন্য এই সমস্যাটি দেখা যায়। কারণ এই নেতারা জানে না কীভাবে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে তাদের শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে।

ঈশ্বর যে তাদের পূর্ণরূপেবৃদ্ধি দানের জন্য পরিবর্তন করতে পারেন সেই বিষয়টিকে বিশ্বাস না করলে কখনও ঈশ্বরীয় প্রশিক্ষণ হবে না। মণ্ডলী ঈশ্বরীয় এবং ধর্মীয় রূপ ধারণ করার ভণিতার দোষে দুষ্ট হবে যা জীবনের রচয়িতার উপর ফোকাস করার পরিবর্তে জীবনকে এবং বাস্তব জীবনের উন্নয়নকে হত্যা করবে, যে উন্নয়ন প্রত্যেকটি বিশ্বাসীর জীবনে ঘটতে পারে এবং ঘটা উচিত।

আমরা যখন পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা আত্মিক জীবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের জীবনে যা করছেন তার সত্যতা আবার সমর্থন করি, তখন আমরা আবার আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবনকে সতেজ হয়ে উঠতে দেখবো। এটিই হচ্ছে জীবনের মর্ম, মণ্ডলীর ডিএনএ (DNA)। আমরা কি ঈশ্বরের কর্মী হিসাবে দাঁড়াবো এবং মণ্ডলীর বৃদ্ধি কে পূর্ণতম স্তরের মধ্যে যেতে উৎসাহিত করবো যেখানে মণ্ডলী ঈশ্বরের জ্যোতি এবং প্রেম বহন করবে - এটিই হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

"...তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য;তাঁহার গৌরব সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন্, আমেন" (গীতসংহিতা ৭২:১৯)।

পাঠ

- আত্মিক জীবন প্রক্রিয়াটি দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও, এর সত্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত পথটি ঈশ্বর কর্তৃক পরিচিত করানো হয়েছে এবং শারীরিক বৃদ্ধি র সঙ্গে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
- সমস্ত ঈশ্বরের লোকদের তাদের নিজেদের এবং তাদের চারিদিকে লোকদের আত্মিক জীবন প্রতিপালন করার বিষয়টির বাধ্যবাধকতা আছে।
- ঈশ্বরের মণ্ডলীর নেতা হিসাবে, আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের আদেশটির অপরিহার্যতার বিষয়টি মেনে চলতে হবে এবং ঈশ্বরের লোকদের আত্মিক বৃদ্ধি লাভের বিষয়টি সম্পর্কে এবং অন্যদের কীভাবে ঈশ্বরের লোকে পরিণত হতে সাহায্য করতে হবে সেই বিষয়টি তারা শিখছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রাধান্যগুলি এবং কার্যকলাপগুলিকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে হবে।
- এটি যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন ঈশ্বর আত্মিক জীবন লালন পালনের এই প্রচেষ্টাটিতে আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী। এই পৃথিবীতে তাঁর লোকেরা যেন তাঁর প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে এবং ফল বহন করতে পারে তার জন্য এটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, আর সেই কারণে তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করতে তিনি ভীষণভাবে আগ্রহী।
- আমরা যখন, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর সাহায্যের দ্বারা আরও অধিকভাবে আমাদের পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হই এবং তাঁর উত্তম কার্যসকল সম্পাদন করি, তখন তিনি সব থেকে অধিক গৌরবান্বিত হন, " যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫:১৬)।

মুখস্থ করুন এবং ধ্যান করুন

- কলসীয় ১:২৮-২৯

প্রদত্ত কাজ

○ আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে শুরু করুন। আপনার নিজের জীবনে এবং আপনার চারপাশের অন্যদের জীবনে ঈশ্বরের জীবনীশক্তি মুক্ত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার বিষয়টির উপর মনোনিবেশ করুন।

○ আপনার হৃদয়ের মধ্যে রোপিত আছে এমন যে কোন অবিশ্বাসের বিষয়গুলি স্বীকার করুন। সেগুলির জন্য অনুতাপ করুন। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল। স্বীকার করুন যে "আমার সন্দেহ আছে যে ...

- ...ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সব থেকে পূর্ণ অবস্থায় বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম।
- ...আমার জীবনে এবং অন্যদের জীবনে ঈশ্বর তাঁর মহা উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।
- ...এই জীবন পরিবর্তন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা গুরুত্বপূর্ণ।
- ...আমি আমার জীবনের একটি অথবা দুটি দিকে পরিবর্তিত হতে পারে।
- ...প্রশিক্ষণের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি আত্মিক জীবন লালন পালন করার বিষয় কেন্দ্রীক হওয়া উচিত।"

○ কলসীয় ১:২৮-২৯ পদগুলিকে নিজের ভাষায় পুনরায় লিখুন এবং এটিকে ব্যক্তিকরণ করুন (অর্থাৎ 'আমি' এবং "আমাকে" শব্দগুলি ব্যবহার করুন)।

○ তাঁর লোকদের বৃদ্ধি লাভ করতে এবং তাঁর উদ্দেশ্যগুলি বহন করতে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব আনার উদ্দেশে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এটি করুন।

○ কিছু সময় থামুন এবং আপনার মনের মধ্যে কোনও অব্যবহিত পদক্ষেপ রেখেছেন কিনা তা দেখার জন্য প্রভুর কাছে যাচ্ঞা করুন যা আপনার গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাদের একটি তালিকা তৈরী করুন এবং আপনি কখন এই বিষয়গুলি প্রয়োগ করতে শুরু করবেন সেই সময়গুলি ঐ পদক্ষেপগুলির পাশে পাশে লিখুন।

γ

γ

γ

পরিশিষ্টসমূহ

১-৮ অধ্যায়

পরিশিষ্ট ১: পরমোৎকৃষ্ট শিক্ষাদান পরিচালনা

এই ডায়াগ্রাম বা নকশাটি জীবনের মর্ম প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটির পশ্চাতের প্রধান দুটি নীতিকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে। মণ্ডলী খুব কমই বৃদ্ধির উপমাটির সঙ্গে জীবনের উপমাটিকে একসঙ্গে যুক্ত করে, যার ফলস্বরূপ, আন্দোলনকারী জীবন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং ফোকাসের অভাব দেখা যায়।

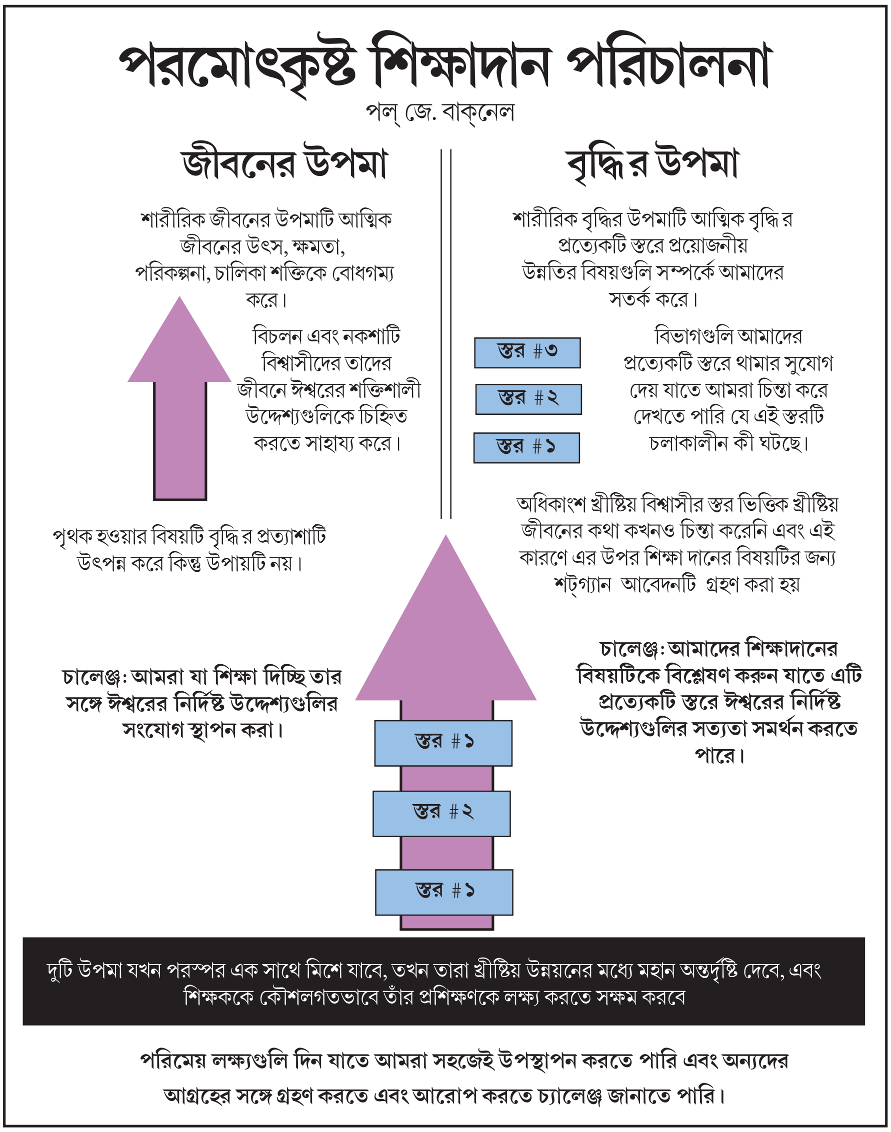

এই উপমা দুটি যখন পরস্পর মিশেযায়, তাদের যৌথ শক্তি জীবনে আসে। তারা এক সাথে কার্যকরী প্রশিক্ষণটির ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিচর্যা কাজগুলির মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎসাহ আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিগুলি উপস্থিত করে।

পরিশিষ্ট ২: জীবনের উপমাগুলি

ঈশ্বরের প্রাকৃতিক জগৎ প্রায়ই আমাদের আত্মিক সত্যগুলির উপলব্ধিকে গভীর করে। জীবনের জন্য তিনি যে উপমাগুলি দিয়েছেন সেই উপমাগুলি আমরা যখন অধ্যয়ন করি তখন আশ্চর্যভাবে আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর সব থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক সত্যগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। এখানে চারটি জীবনের উপমা দেওয়া হয়েছে।

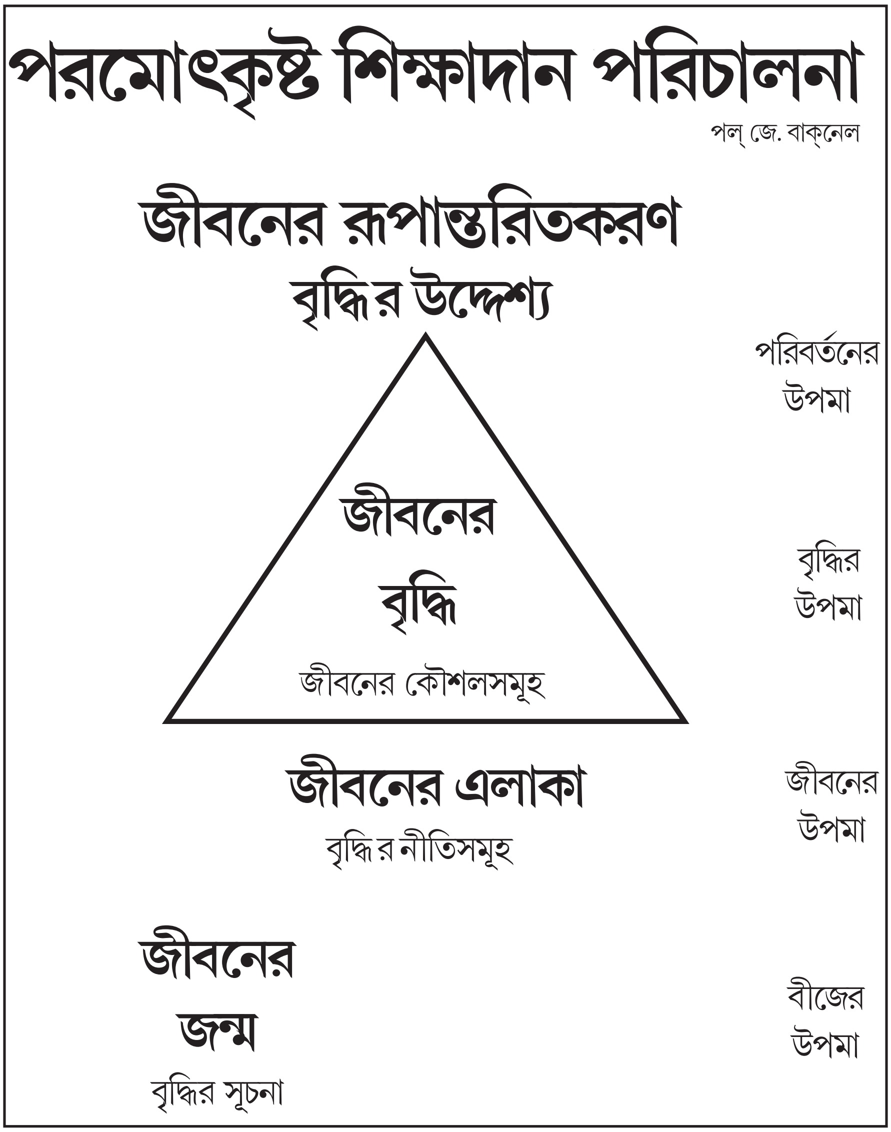

১। জীবনের জন্ম - বীজের উপমা

আত্মিক বৃদ্ধির সূচনা

"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে তাহা একটীমাত্র থাকে;কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। যে আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা হারায়, আর যে এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে" (যোহন ১২:২৪-২৫)।

"কারণ তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ" (১পিতর ১:২৩)।

২। জীবনের এলাকা -জীবনের উপমা

আত্মিক বৃদ্ধি র নীতিসমূহ

" যে কেহপুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে;কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে" (যোহন ৩:৩৬)।

"কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও" (যোহন ২০:৩১)।

৩। জীবনের বৃদ্ধি -বৃদ্ধি র উপমা

আত্মিক বৃদ্ধি র স্তরসমূহ

" পিতারা, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ। শিশুগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জান। পিতারা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ" (১ যোহন ২:১৩-১৪)।

৪। জীবনের রূপান্তরিতকরণ -পরিবর্তনের উপমা

আত্মিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্য

৩৮ আর ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই দেন; আর তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজের দেহ দেন। ৩৯ সকল মাংস এক প্রকার
মাংস নয়;কিন্তু মনুষ্যের এক প্রকার, পশুর মাংস অন্য প্রকার, পক্ষীর মাংস অন্য প্রকার, ও মৎস্যের অন্য প্রকার।

৪০ আর স্বর্গীয় দেহ আছে, ও পার্থিব দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহগুলির অন্য প্রকার। ...মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়" (১ করিন্থীয় ১৫:৩৮-৪২)।

পরিশিষ্ট ৩: প্রবাহ

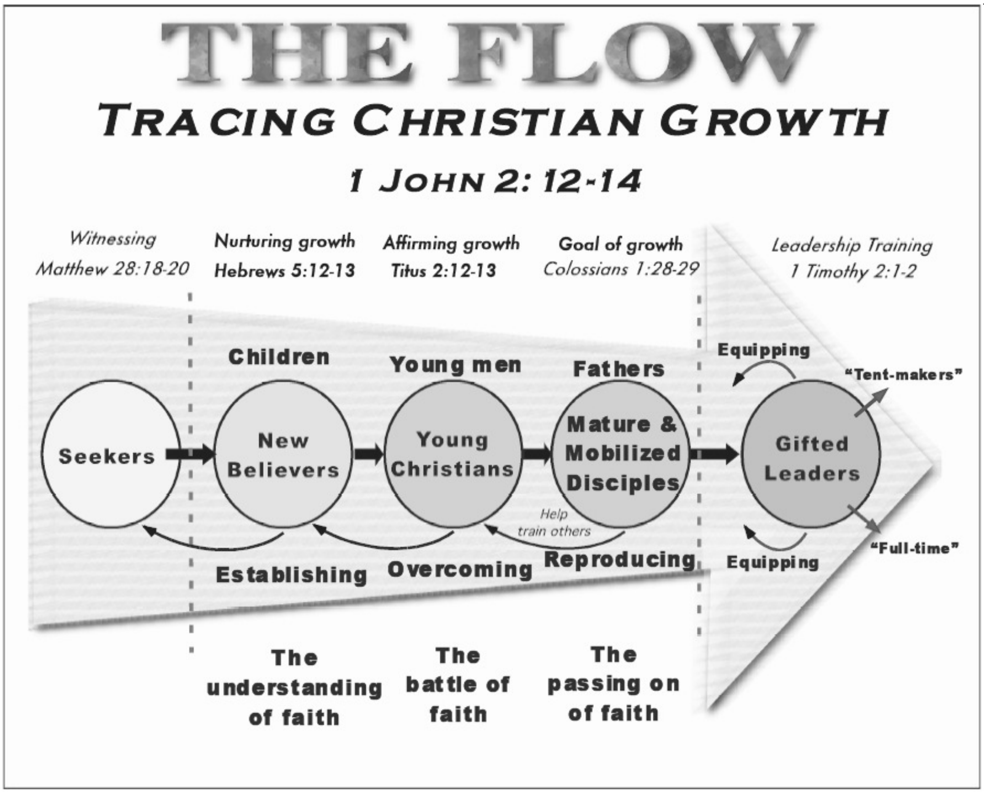

১ যোহন ২:১২-১৪ শাস্ত্রাংশটি থেকে উপরোক্ত প্রবাহ নকশাটি (১) প্রবাহের গতি দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিশালী উদ্দেশ্য এবং (২) ঈশ্বরের পথগুলির দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতে কী কী ঘটে তা দেখতে পাওয়া যায়।

বিন্দু চিহ্নিত রেখাগুলি প্রণালীগত ভাবে ১ যোহনের ছবিটির অংশ নয়, কিন্তু আমরা মণ্ডলীর আরও অধিক সম্পূর্ণ ছবি দেবার জন্য শুরুতে এবং শেষে দুটি অংশ যোগ করি। অন্বেষক স্তরটি হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর লোকদের তাঁকে জানার বিষয়ে খোঁচা দেন বা আবেদন জানান। নকশাটির শেষ অংশটি তৃতীয় স্তরের একটি উপবিন্যাসের সম্প্রসারণ হিসাবে কাজ করে যা মণ্ডলীর গতির অভিমুখটি ব্যাপকভাবে গড়ে তোলে। এই প্রস্তুতকারীরা, পর্ণ সময়ের জন্য কাজ করুক অথবা না করুক, তারা ঈশ্বরের লোকদের গড়ে তোলার কাজে তাদের সমগ্র শক্তি পুনর্বিনিয়োগ করে।

স্বর্গীয় জীবন-দানকারী নদী প্রত্যেকটি স্তরে ঈশ্বরীয় চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য তাঁর লোকদের মধ্যে অবিরত প্রবাহিত হয় এবং তাদের ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বাসের মধ্যে সব থেকে উত্তমরূপে দেখা যায়। বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা যত অধিক ঈশ্বরকে জানবে, তত অধিক তারা ঈশ্বরের কাছে জীবন যাপন করবে এবং তত ভাল তারা তাঁর মহান উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে। যিনি তাঁর পবিত্র কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি সেই কাজকে চিরস্থায়ী করেন সেই ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত গৌরব বর্ত্তুক। এই ধরণের সত্বের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে প্রভুর মহত্তর কাজের প্রতি সাড়াদান করতে আমাদের পরাক্রমের সঙ্গে জাগ্রত করুক যাতে এটি আমাদের জীবন এবং প্রশিক্ষণকে পরাক্রমের সঙ্গে স্পর্শ করতে পারে।

পরিশিষ্ট ৪: লেখক সম্পর্কে কিছু কথা

১৯৮০ দশকে পল্ সারা পৃথিবীতে এক জন মণ্ডলী স্থাপনকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন এবং ১৯৯০-এর দশকে তিনি আমেরিকায় পালকত্বের কাজ করেছেন। ২০০০ সালে ঈশ্বর তাঁক স্বাধীনতার জন্য বাইবেল সংক্রান্ত ভিত্তি স্থাপনের জন্য আহ্বান করেছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে লিখছেন, আন্তজার্তিক নের্তৃত্ব প্রশিক্ষণ সেমিনারগুলি আয়োজিত করছেন এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবা করছেন।

খ্রীষ্টিয় জীবন, শিষ্যত্ব, ঈশ্বরীয় জীবনযাপন, নের্তৃত্ব প্রশিক্ষণ, দুশ্চিন্তা, বিবাহ, শিশু লালন পালন করা, পুরাতন এবং নতুন নিয়ম এবং অন্যান্য আত্মিক জীবনের উপর ব্যাপক খ্রীষ্টিয় উপকরণ আছে যা বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিগুলি দান করে যা তাঁর অসংখ্য বই এবং প্রশিক্ষণ উপকরণের মধ্যে একত্রে মিশানো হয়েছে।

পল প্রায় ৩৫ বছরের অধিক সময় আগে বিবাহ করেছেন। আটটি সন্তান এবং তিনটি নাতি এবং নাতনীসহ, পৌল এবং তাঁর স্ত্রী লিণ্ডা অবিরত ঈশ্বরের আশীবর্বাদগুলি তাদের জীবনে উন্মুক্ত হতে দেখেন। লিণ্ডা , পল্ এবং বিএফএফ পরির্চাটি সম্পর্কে আরও অধিক জানতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত ওয়েবসইটটি দেখুন।

www,foundationsforfreedom.net.